সতী নাটক।

শ্রীমনোমোহন বসু-কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

ষষ্ঠ মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা।

৩৩ নং করন্‌ওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রে

বেঙ্গল্‌-পব্‌লিশিং কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

ফাল্গুন, ১২৯৩ সাল। শকাব্দাঃ ১৮০৮।

অভিনেতা।

পুরুষ।
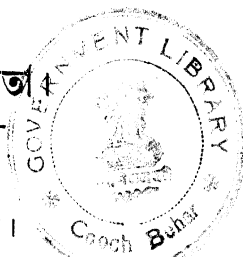
দক্ষ ... ... রাজর্ষি।

শিব ... ... কৈলাসনাথ ও দক্ষের জামাতা।

নারদ ... ... ব্রহ্মর্ষি ও দক্ষের ভ্রাতা।

শান্তিরাম ... ... নারদের শিষ্য।

সভাপাল ... ... রাজর্ষি দক্ষের কার্য্যাধ্যক্ষ মন্ত্রী।

নগরপাল ... ... প্রধান শান্তিরক্ষক।

নন্দী ... ... শিবানুচর।

এক বৈষ্ণব, এক শৈব, দুই দ্বারবান্, নট, প্রতিহারী ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক।

প্রসূতী ... ... রাজমহিষী।

সতী ... ... কনিষ্ঠা রাজকন্যা ও শিবপত্নী।

অশ্বিনী }
অশ্লেষা } ... ... রাজক…গণ—সতীর সহোদরা।
মঘা }

সনকা ... ... প্রসূতীর পরিচারিকা।

জয়া }
বিজয়া } ... ... সতীর পরিচারিকা।

নটী

সংযোগস্থল—দক্ষনগরী ও কৈলাসপর্ব্বত।

উৎসৃষ্ট উপহার।

পরম প্রেমাস্পদ বহুবাজারস্থ বঙ্গ-নাট্যসমাজ-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়

তথা উক্ত সমাজের সভ্য

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ধর প্রভৃতি মহাশয়গণ সমীপেষু।

সহৃদয় প্রিয়সুহৃদ্গণ !

পুরাণে বলে, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গা নাকি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে কৃতাবরুদ্ধা ছিলেন। জন কত শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যতীত আর কেহই জানিত না, তিনিও লোকের কোনো কার্য্যে লাগিতেন না। ভানু-কুলধ্বজ ভগীরথের অসাধ্য সাধনে ভাগীরথী নামে ভারতবর্ষে তিনি অবতীর্ণা হইয়াছেন। ভাগ্যধর দিলী কুমার সেই এক কার্য্যে আত্মপুরুষার্থ, গঙ্গামাহাত্ম্য এবং লোকের পরমার্থ, সকলি সাধন করিলেন। ব্রহ্মার কিছুই হইল না, তিনি আর তাঁহার কমণ্ডলু উপলক্ষ রূপে যে যৎকিঞ্চিৎ নামমাত্র পাইলেন।

যদ্যপি উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের উপমান অসঙ্গত না হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাল্মীকি-করকমল-নিঃসৃত সুবিমল সুধারূপী "রামের অধিবাস ও বনবাস" আখ্যানটী মৎকৃত "রামাভিষেক" নামা নাটকের কয়েকটী ক্ষুদ্রায়ত মুদ্রাপত্র মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জন কত গ্রন্থভুক্ পাঠক ব্যতীত অপরে তাহা জানিত কিনা সন্দেহ। আপনারা বহুবায়াসে তাহাকে রঙ্গভূমিতে অবতরণ করাইয়া সেই এক কার্য্যে আপনাদিগের পুরুষার্থ, রাম সীতার মাহাত্ম্য এবং লোকের দৃশ্যকাব্যানুরাগকে চরিতার্থ করিয়া দিয়াছেন। সেই সঙ্গে "রামাভিষেক" লেখক ও "রামাভিষেক নাটক" এই উভয়কে উপলক্ষরূপে লোকের নিকট যে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে পরিপূর্ণ ছিল, সুযোগাভাবে উচ্ছ্বলিত হয় নাই, অদ্য সতী নামের অত্যুচ্চ ঢেউ লাগিয়া এককালে উথলিয়া উঠিল।

এ তরঙ্গও আপনাদের উত্তেজনা ও উৎসাহবায়ুতে উত্থিত হইয়াছে ! ইহা প্রীতিরূপ শস্যোৎপাদনে সমর্থ হইবে কিনা, জানি না। কিন্তু যখন ঢেউ তুলিয়াছেন, তখন রঙ্গভূমিরূপ প্রণালী দ্বারা সমাজ-ক্ষেত্রে বিকীর্ণ করিবেন বলিয়াই "সতী নাটক" নামা সতী-মাহাত্ম্য-উর্ম্মি আপনাদের স্নেহরূপ বেলা-ভূমির উপর গিয়া প্লাবিত হইয়া পড়িতেছে, এক্ষণে যে হয় উচিত বিধান করুন ! অধিক বলা বাহুল্য।

নিতান্ত বাধ্য

শ্রীমনোমোহন বসু।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ পাঠক মহাশয়

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

সমুচিত সম্বোধন পুরঃসর প্রণাম নিবেদনং।

এই নাটক প্রণয়ন কালে আমি মহাশয়ের নিকট ইহার সঙ্গীত-বিভাগের সুর বিষয়ে যে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তদঙ্গীকার ব্যতীত গ্রন্থ প্রচার করিতে কিছুতেই আমার চিত্ত-প্রাশস্ত্য হইল না। যদিও ইহা নূতন রীতি, কিন্তু সদ্বিষয়ে নব প্রথা ও নব পথাবলম্বনে হানি কি? বিশেষতঃ স্মুদ্ধ এ গ্রন্থ বলিয়া নহে, যৎকালে "রামাভিষেক" এবং "প্রণয়পরীক্ষা" প্রণয়ন করি, তৎকালেও মহাশয় প্রার্থনাতিরিক্ত যত্ন, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক যেখানে যেরূপ রাগ রাগিণ্যাদি সম্বলিত যে প্রকৃতির সুর সম্যক্ উপযোগী, তাহা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। হিন্দী খেয়ালাদির সুর ভাঙ্গিয়া রূপান্তরিতরূপে বাঙ্গালা গীতের এমন উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, যে, তাহার অধিকাংশকে নূতন সুর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামাভিষেকের সঙ্গীত-প্রণালী দেখিয়া কোনো কোনো পত্রসম্পাদক এবং রঙ্গভূমিতে গান শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যখনি যখনি সুরনৈপুণ্যের জন্য গ্রন্থকর্ত্তাকে প্রশংসা করিয়াছেন, তখনি তখনি স্বীয় হৃদয় আমাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে ও লজ্জা দিয়াছে, যে, "কেন তুমি প্রকৃত সুরদাতার নাম গোপনে রাখিয়া অন্যের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠাকে আপনার করিয়া লইলে?" সেই ক্ষণাবধি প্রতিজ্ঞা ছিল, সুযোগ পাইলেই এই অপহরণ-পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করিব। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সেই সুযোগের সুসংযোগ হইয়াছে!

ফলতঃ, সচিত্র নবন্যাস ও কাব্যেতিহাসাদি প্রকাশকালে যেমন লেখক ও খোদক উভয়ের নামই প্রকটিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা নাটক প্রহসনাদির প্রচার সময়েও সেইরূপে প্রণেতা ও সুরদাতা উভয়ের নাম সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক। ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইটী জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে

দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত-পাঠ পর্য্যন্ত স্বর-সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য্য-বিরহিত পুরাণ পাঠও শ্রবণ করে না; যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্ব্ব প্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব্ব গান্ধর্ব্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ্ আখ্‌ড়াই, কীর্ত্তন, তর্জ্জা, মরিচা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি, যে দেশের দিবাভিক্ষু ও রা'ত্‌-ভিকারীরাও গান না শুনাইলে পর্য্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্য-কাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? এ কথা এত করিয়া লিখিবার কারণ আছে;—অনুকরণ-ভক্ত কতকগুলি ভাক্ত উন্নতির শিষ্য ইউরোপের আদর্শ দেখিয়া বলিয়া থাকেন "নাটকে গান কেন?" তাঁহারা বাহির দেখেন, স্বীয় সমাজের অভ্যন্তর দেখেন না! সমাজের হৃদয়খানি যে সুস্বর-সুধা-লোলুপ বাহ্য-জ্ঞানহীন মৃগ-হৃদয়বৎ, তাহা তাঁহারা অনুভব করেন না।

অতএব চরিত্র-গত স্বভাবের সমর্থন পূর্ব্বক বাঙ্গালা নাটকে সৎসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্যক, গীতিঅংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে। এই যৎ-সামান্য নাটকে অন্যান্য গুণের যত ত্রুটী হউক, আপনি যত্নপূর্ব্বক সুর করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, ভরসা হইতেছে, নিদান সে পক্ষেও সুরসজ্ঞ সুরজ্ঞ-সমাজে ইহা অগ্রাহ্য না হইতে পারে। অতএব পুনর্ব্বার সকৃতজ্ঞ সোৎসুক চিত্তে মহাশয়কে প্রণিপাত পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছি।

কলিকাতা।
২০২ নং করন্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
১৭ই মাঘ, ১২৭৯ সাল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমনোমোহন বসু দাসঃ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

সতী নাটকের প্রথম প্রচার কালে সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন ও অন্যান্য শ্রম-সাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। আবার, যাঁহাদের প্রয়োজনে প্রণীত, তাঁহাদিগের অত্যন্ত ত্বরা ছিল। সুতরাং অনন্য অভিনিবেশের অভাবে যে সকল দোষ ঘটিয়াছিল, এবারে সংশোধনের চেষ্টা পাইয়াছি—দীর্ঘ উক্তি প্রায়ই খর্ব্ব করিয়াছি। তজ্জন্য স্থল বিশেষ যেন নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু নাটকের মূল প্রকৃতি, বিষয়-ব্যবস্থা ও চরিত্রাদির পরিবর্ত্তন হয় নাই।

অপিচ, এবারে একটী অতিরেক অঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে। তাহার নাম "হরপার্ব্বতী-মিলন"। ইহা আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হইলেও প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কিয়দ্দিন পরে রচিত, অভিনীত ও সম্ভ্রান্ত অভিনেতাদের সুবিধার্থ কেবল কুড়ি খানি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তৎকালে ভাবিয়াছিলাম, ইহার আর প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু বহু রঙ্গ-ভূমির অধিনায়ক ও সাধারণ পাঠকগণ ক্রমশঃ চাহিয়া পাঠান, মুদ্রিত না থাকাতে প্রাপ্ত হয়েন না—তবে যাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন, তাঁহারা হস্তে লিখিয়া লইয়া যান। অধুনা তদভাব নিবারণার্থ নাটকের এই পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সুযোগে তাহাও প্রচারিত হইল। বিয়োগান্তনাটক-প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটী বর্জ্জন এবং পুনর্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিনয় করিতে পারেন। * * *

ছোট জাগুলীয়া।
আষাঢ়, ১২৮৪ সাল। } শ্রীমনোমোহন বসু।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এবারে স্থল বিশেষে ভাষাগত সংশোধন ও একটী নূতন গান সংযোজন ব্যতীত অন্য পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই।

কলিকাতা।
২০২ নং করন্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৮৭ সাল। } শ্রীমনোমোহন বসু।

সতী নাটক।

প্রস্তাবনা।

(নেপথ্যে—মঙ্গলাচরণ গীত)

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল চৌতাল।

ত্বংহি আদি কারণ, সর্ব্বসাক্ষী সনাতন,
রূপহীন, নিত্য নিরাময় জগজ্জীবন নিরঞ্জন!
সদা শিব সদানন্দরূপ; মহা-ব্যোম-বপু অনুপ;
সৃজন পালন লয় ত্রিগুণ, ত্রিনয়ন;
ব্যাপ্তি নামে ভুজ অনন্ত, সুশোভন! ১।

সর্ব্বজীবে সমদরশন, পাপি-হৃদয়-তাপ-হরণ।
শান্তি-শিরসি-জটা-স্থিত করুণা-গঙ্গা ধারণ।
জপ-তপ-ধ্যান-জ্ঞানাতীত; গুপ্ত-ভাব-ফণি বেষ্টিত;
মহিমা-বিষাণ বিশ্বে বাদিত, নিনাদিত;
নাস্তিকতা-মোহগরলো বিনাশন! ২।

[নট ও নটীর প্রবেশ]

নট। এই যে, প্রিয়ে, আমন্ত্রিত সামাজিকগণ সভাস্থ হ'য়েছেন; তবে আর নিয়োগকর্ত্তার নিয়োগ-পালনে অপেক্ষা কি?

নটী। সে নিয়োগ তো শিরোধার্য্য! কিন্তু আ'জ্ কোন্ বিষয়-প্রয়োগের নিয়োগ আছে, তাতো এখনো বলনি?

নট। শাস্ত্রোক্ত কোনো অসামান্যা পতিব্রতার গুণগান!

নটী। (চিন্তা করিয়া) তবে সাবিত্রীর কথাই হ'ক্!

নট। এ রাজধানীতে সে অভিনয় যে পুরোণো হ'য়ে গেছে!

নটী। তবে সীতা কি দময়ন্তী—

নট। সে সবও পুনঃ পুনঃ হ'য়েছে!

নটী। তবে চন্দ্র-কুলবধূ দ্রৌপদীর কথা মন্দ কি?

নট। তাতে খুঁত আছে!

নটী। কি খুঁত? সকাল বেলা যাঁর নাম ক'র্ল্লে সুপ্রভাত হয়, তাঁর আবার খুঁত?

নট। (সহাস্যে) আর কিছু নয়, কেবল একাম্র-বনের আম্র ফলের কথাটী বল্‌বার সময় পঞ্চপতির উপরেও আবার একটী পতির ইচ্ছা যে তাঁর হ'য়েছিল, তাতে পাছে আমাদের সংকল্পটী ম্লান হয়, এই ভয়!

নটী। তবে মর্ত্ত্যলোক ছেড়ে দাও—সতীকুলের ঈশ্বরী ইন্দ্রাণীর কথা—

নট। (অট্টহাসে) খুঁজে খুঁজে কি চমৎকার সতীটীই বা'র্ ক'র্ল্লে?

নটী। (সরোষে) কি? জগৎ-প্রসিদ্ধা শচী সতী নন?

নট। প্রায় তোমারি মতন!

নটী। কি—আমারি মতন!

নট। তা বৈ কি? বলপূর্ব্বক যে এসে ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দে স্বর্গের সিংহাসন খানি অধিকার করে, শচী ঠা'ক্‌রুণ অম্নি লুট্ ক'রে গে তারির বামে বসেন! এমন ঐশ্বর্য্যপ্রাণা ভোগবিলাসিনীকে পতিপ্রাণা না ব'ল্‌তে পা'র্ল্লে তোমার মন উঠ্‌বে কেন?

নটী। (সাভিমানে) তুচ্ছ কথায় সভার মাঝে এত অপমান যেখানে, সেখানে আমার কথা কওয়া কি, আর থাকাও নয়! কবে তোমায় আমি ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য ক'রে জ্বালাতন ক'রেছি, বল দেখি? তুমি আমার কিসে এত ভোগবিলাসিনী দেখ্‌লে, যে শচীর সঙ্গে উপমা দিচ্ছ! (সরোদনে) আর আমার এস্থানে থাকায় ফল কি? (গমনোদ্যতা)

নট। (হস্তধারণপূর্ব্বক বিনয়ে) প্রিয়ে, ক্ষমা কর; আমি বুঝ্‌তে পারিনি, আমার অপরাধ হ'য়েছে! এ অভিমান তুমি ক'র্ত্তে পার; শচীর সঙ্গে তোমার তুলনা তোলা তোমার অপমান বটে! কিন্তু আর এমন কাজ ক'র্ব্বো না, আর রাগ ক'রো না! যা হবার হ'য়েছে; এখন আবার চিন্তা কর, আর কোনো সতীর নাম কর?

নটী। আর নাম কি ক'র্ব্বো! যদিও একটী মনে আ'স্‌ছে, কিন্তু ব'ল্‌তে আর ইচ্ছা নাই; আমি যেই নামটী ক'র্ব্বো, তুমি অম্নি কি ছল ধ'রে ঠাট্টা ক'র্ব্বে!

নট। না, না, না, শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, ঠাট্টা আর ক'র্ব্বো না! ক'র্ব্বো না! ক'র্ব্বো না! এই তিন সত্যি ক'ল্লে'ম, এখন বল?

নটী। আমি বলি, কামের রতির মতন সতী আর কেউ না! পতিকে পাবার জন্যে দাস্য-বৃত্তি পর্য্যন্ত ক'রেছিলেন!

নট। মন্দ নন! কিন্তু তাঁরেও অসামান্যা বলা যায় না, অমন তদ্গদচিত্ত প্রেমিক পতির অমন রমণীয় দেহ ভস্মরাশি দেখেও যাঁর হৃদয় তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হয়নি, তাঁর আবার সতীপনা কি? এমন কোনো অনুপমা পতিপ্রাণার মাহাত্ম্য চাই, যা শুন্‌লে বিদেশীর আশ্চর্য্য, স্বদেশীর ভক্তি, বালিকার শিক্ষা, যুবতীর চৈতন্য, বৃদ্ধার অনুতাপ হবে!

নটী। সেতো বড় ভাল! কিন্তু তেমনটী কৈ?

নট। আছে আছে, মনে হ'য়েছে; যে কন্যারত্ন দক্ষ-প্রজাপতির কুল উজ্জ্বল ক'রে, কৈলাসনাথের হৃদয়-মণি হ'য়ে, সতীত্ব-প্রভায় ত্রিভুবন আলো ক'রেছেন—যাঁর মধুমাখা মহিমার কথা ঋষিরাও গান ক'রে ধন্য হন, এস আ'জ্ সেই সতীকুলের ঈশ্বরী নিখুঁত সতীর পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন ক'রে জীবন সার্থক করি!

নটী। হ্যাঁ—প্রসূতীর কন্যা সতী, যথার্থ সতী বটেন! কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য-কথার কোনো নাটক হ'য়েছে কিনা, তাতো জানি না।

নট। হ'য়েছে বৈ কি; একজন সতীভক্ত "সতী নাটক" নামে একখানি নূতন দৃশ্যকাব্য রচনা ক'রে আমায় অর্পণ ক'রেছেন, তাতে সেই পবিত্র কথা বৈ আর কিছুই নেই!

নটী। তবে তাই হ’ক্!

নট। এই তোমার অনুমতির অপেক্ষা!

নটী। আর জ্বালিও না! চল—

নট। যাবার আগে একটী গান গেয়ে গেলে ভাল হয় না? এত যত্নে যে সঙ্গীত অভ্যাস ক’রেছ, এমন মহতী সভার মনোরঞ্জন ক’র্ত্তে না পা’র্ল্লে তবে আর তার ফল কি?

নটী। কি গান গাইব?

নট। তুমিতো উপস্থিত রচনা ক’র্ত্তেও পার; তবে বক্ষ্যমান অভিনয় উদ্দেশে কোনো একটী গান গাইলেই উত্তম হয় না?

(নটীর গীত)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ্ তেতালা।

সেই, প্রসূতি-প্রাণনন্দিনী।
দক্ষকুল-সরোবরে, যেন বিকচ নব নলিনী!
সতীত্ব-সুরভি-বাসে, প্রণয়-পীযূষ-রসে,
বিহরে সদা কৈলাসে, কিবা, হর-মধুপ-মোহিনী! ১।

রজত-ভূধর সম, শিবতনু অনুপম,
রজতে জড়িত হেম— সতী চম্পক-বরণী!
শিব-শিবা-লীলা-ভাবো, সুধু মধুময় সবো,
ভাবুক-জন-বিভবো, চাহে, প্রকাশিতে এ অধিনী! ২।

উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দক্ষ নগরী—রাজপথ।

[একজন বৈষ্ণব ও একজন শৈব উপস্থিত]

বৈষ্ণব। ভাল ভাই, রাজপুরীতে কিসের এত ধুমধাম? আজ্ দুদিন ধ'রে দেখ্‌ছি শিল্পী আর কত প্রকার ব্যবসায়ী লোকের যাতায়াত; রাজ-কর্ম্মচারীরাও মহা ব্যস্ত; কাণ্ডটা কি?

শৈব। আমিতো ভাই ওসব কিছুই জানি না—ত্রিসন্ধ্যা কেবল শিব-পূজা, আর সেই দেবাদিদেব মহাদেবের মহাবাক্যরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনাতেই কাল কাটাই—

বৈষ্ণ। (অট্টহাসে) তুমি যে ভাই হাসা'লে! পূজা আহ্নিক কর ব'লে কি রাজ্যের শুভাশুভ তত্ত্বে আর সংসারের ভাল মন্দতে থা'ক্তে নেই? আমরাও কি হরিনাম করি না? কোন্ ভদ্র লোকেই বা আহ্নিক পূজা আর শাস্ত্রচর্চ্চা না ক'রে থাকে? তা ব'লে এমন প্রগল্‌ভ ভণ্ডামি কথা কে ব'লে বেড়ায়?

শৈব। (সকোপে) তোমরা নাকি ধর্ম্ম-দ্বেষী পাষণ্ডদল, তাই একটা সামান্য কথার ছল ধ'রে বিবাদ বাঁধা'তে চাও! আমি কি ব'ল্লেম, আর তুমি কি বুঝ্‌লে?

বৈষ্ণ। কেন? বেস বুঝেছি;—তোমার মতে গালবাদ্য, কক্ষবাদ্য আর অশ্রাব্য তন্ত্রালোচনা বৈ সাংসারিক লোকের অন্য কাজ নেই! যে দেবতা তমোগুণের আধার, তার উপাসকের মুখে অত সাত্ত্বিক কথা ভাল লাগে না! সে বরং সত্ত্বগুণাবলম্বী কোনো বৈষ্ণব চূড়ামণির মুখে এক দিন সা'জ্‌তে পারে।

শৈব। তুমি অতি অন্ত্যজ—তুমি নিতান্ত কাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য, তাই অমন কথা ব'ল্‌ছো! যিনি যোগীশ্বর; যিনি ত্রিজগতের সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর

হ'য়েও স্বেচ্ছাক্রমে শ্মশানবাসী; যিনি অমৃতকেও তুচ্ছ ক'রে ত্রিলোক-রক্ষার জন্য কণ্ঠে বিষধারণ ক'রেছেন; যিনি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ আশুতোষ; যিনি ত্রিগুণের অতীত হ'য়েও কেবল ত্রিভুবনের হিতের নিমিত্তই তমোগুণের আশ্রয়স্থান হ'য়েছেন; তাঁর সেবকের ঔদাসীন্য কি তোমার কাছে সম্ভব হয়? যত বিবেক-বুদ্ধি কেবল তোমাদের সেই বৃন্দাবন-বিহারী ষোড়শশত গোপীবল্লভ পরম ভোগবান্ শ্রীমান্ ভগবান্ ঠাকুরের উপাসক দলের জন্যই তোলা আছে, না?

বৈষ্ণ। ও ব্যঙ্গ ক'রো না; জটাধারী, ত্রিশূলধারী আর ভস্মধারী হ'য়ে ভেক ক'রে শ্মশানে থা'ক্‌লেই যে ভোগে বিরত বুঝায়, তা নয়। তোমাদের সেই দিগম্বর ঠাকুরটী যদি ভোগের আস্বাদ কিছুই না জা'ন্‌বেন, তবে আমাদের প্রজাপতি দক্ষরাজার ত্রিলোক-সুন্দরী কন্যাটীকে বিবাহ ক'র্ল্লেন কেন? আর তাঁর উপাসক ব'লে তুমি যদি ভোগের ব্যাপারে এতই বিরত, তবে ষেটের কোলে তোমার সাত আটটী ছেলে মেয়েই বা হ'লো কেমন ক'রে? আরো বা কত হয়।

শৈব। দূর হতভাগা গোমূর্খ! কয়ের আঁ'কৃড়ি বাঁয়ে গেলে কি হয় আ'জো জানিস্‌নে, শাস্ত্র বিচার ক'র্ত্তে আসিস্! আ ম'লো, কি কথায় কি আনে! "ধান ভা'ন্তে শিবের গীত!" আরে মূর্খ! দারপরিগ্রহ ক'র্ল্লে ধর্ম্ম-বিগ্রহ কিসে হয় বল্ দেখি?

বৈষ্ণ। (অট্টহাসে) হা! হা! হা! আঁতে ঘা লেগেছে—সাপের ল্যাজে পা প'ড়েছে, তাই এত গর্জ্জানি! ভণ্ড শৈব হ'য়ে আবার বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাদ! বামন হ'য়ে চাঁদে হাত! মনে ক'র্ল্লে—ঘাড়নাড়া, গলাবাজি আর গালাগালিতেই বুঝি জয় হয়! আরে পাষণ্ড, দারপরিগ্রহ তো গৃহস্থের ধর্ম্ম, তাতো আমরাই বলি; যে ব্যক্তি দারগ্রহণ ক'রে গৃহস্থালি করে, তার মুখে (ভ্যাংচানোর স্বরে) 'সংসারের অন্য তত্ত্ব কিছুই রাখি না!' এ ভণ্ডামি কথা কেন?—দূর হ'ক্, পাপিষ্ঠের সঙ্গে আলাপ করাও দোষ—এদের মুখ দেখাও পাপ! আ'জ্ উঠে হয়তো কোন্ অনামুখোর মুখ দেখেছিলেম, তাই এমন অসাধুসঙ্গটা ঘ'টে উঠ্‌লো! এদিকে আর কেউ আসেও না, যে, দুটো ভদ্র আলাপ ক'রে তেতো মুখটা মেঠো ক'রে নিই! ঐ যে সভাপাল আর

নগরপাল আ'স্‌ছেন—এই দিগেই আ'স্‌ছেন—ভালই হ'লো! একটু পাশে দাঁড়াই, হয়তো ওঁদের রাজ-বাড়ীর কথাই হ'চ্ছে, তা হ'লে সকলি জা'ন্তে পা'র্ব্বো এখন!

[সভাপাল ও নগরপালের প্রবেশ]

নগ। ভাল মহাশয়! রাজার আ'জ্ এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞার কারণ কি? শৈব সম্প্রদায় তো রাজার প্রাণতুল্য প্রিয় আর দেবতুল্য পূজ্য ছিল, তবে তাদের প্রতি হঠাৎ এত জাত-ক্রোধ কিসে হ'য়ে উঠ্‌লেন? যাদের সুখের জন্য চিরদিন যত্ন, আ'জ্ তাদের আবালবৃদ্ধ সকলকেই নগর থেকে দূর ক'রে দিতে আমার প্রতি আদেশ হ'লো, কি আশ্চর্য্য!

শৈব। মহাশয় নমস্কার! আপনি যে কথা ব'ল্লেন, তা কথনই হ'তে পারে না। আপনার ভুল হ'য়েছে—রাজা নিজে শৈব, শৈবদলও তাঁর দ্বিতীয় প্রাণ, বিশেষ সেই শৈব দলের ঈশ্বরকে তিনি কন্যাদান ক'রেছেন; তিনি কথনো শৈব-দ্বেষী হবেন না! বোধ হয়, বৈষ্ণবগুলোকে দূর ক'র্ত্তে ব'লেছেন, আপনি এক শুন্তে আর এক শুনে থা'ক্‌বেন!

বৈষ্ণ। আরে মূর্খ, তাও কি কথনো হয়? দূর হ'তে উটেরা যেমন জা'ন্তে পারে, জল কোথায়; তেম্নি রাজার ইঙ্গিতেই যাঁরা রাজার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পারেন, এমন রাজ-কর্ম্মচারীদেরও কি ভুল হ'তে পারে? যত গোঁড়া শৈবের অত্যন্ত স্পর্দ্ধা বেড়েছে, তা কি রাজর্ষি দেখ্‌তে পা'চ্ছেন না? ধর্ম্মের ভেক ক'রে তারা যে কত অধর্ম্মাচরণ ক'চ্ছে, তা কে না জানে? কেউ বা বামাচারী, কেউ বা বীরাচারী, কেউ বা পশ্বাচারী, কেউ বা অসুরাচারী, এম্নি এম্নি ঘোর অনাচারী হ'য়ে উঠেছে! তাদের রাজ্যে রা'খ্‌লে পৃথিবী কি আর শস্য দিবেন? না, মেঘ আর বর্ষণ ক'র্ব্বে? গাছের ফল—নদীর জল পর্য্যন্তও হ'রে যাবে; গাভী দুগ্ধহীনা হবে; অকাল মৃত্যুতে প্রজাসব নষ্ট হ'য়ে যাবে। এত অমঙ্গলের আশঙ্কা! আমাদের ভবিষ্যদর্শী অপক্ষপাতী প্রজাপতি কি আর নিশ্চিন্ত থাক্তে পারেন? তিনি যখন প্রজাপালনের ভার নিয়েছেন, তখন প্রজাদের হিতের জন্য কাজে কাজেই তাঁর এই কঠোর নির্ব্বাসন-নিয়ম দ্বারা দুষ্টের দমন ক'র্ত্তেই হবে। তা ভালই হ'য়েছে—শিষ্ট

বিশিষ্ট মাত্রেই এতে সন্তুষ্ট হবে। নগরপাল মহাশয়! এই ব্যক্তি এক জন সর্ব্বনেশে শৈব—রাজাজ্ঞা প্রতিপালন এরে দিয়েই আরম্ভ করুন না।

সভা। ওহে বাপু, তা নয়।

শৈব। আমি যা ব'লেছি তাই!

নগ। আজ্ঞে, আমার মূল জিজ্ঞাস্যটী যেন স্মরণ থাকে।

সভা। স্থির হও, এক কথায় সকলেরি উত্তর হবে।

সকলে। যে আজ্ঞা, বলুন?

সভা। আমাদের প্রজ্ঞাবান্ রাজর্ষি ভৃগু-যজ্ঞে গিছ্‌লেন, তাতো জান?

সকলে। আজ্ঞা হাঁ।

সভা। তিনি যখন সেই যজ্ঞের সভায় উপস্থিত হন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আর নাগ নর গন্ধর্ব্ব লোকের প্রধান প্রধান তাবতেই সভাস্থ ছিলেন। আমাদের প্রজাপতিকে দেখে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সকলেই উঠে দাঁড়া'লেন, অভিবাদনও ক'র্ল্লেন; কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উঠেন নাই—তাই শিবের উপর রাগ হ'য়েছে।

শৈব। কেন? কেন? তিন জনে উঠ্‌লেন না, এক জনের উপরেই রাগ কেন?

সভা। আঃ! ভাবখানা বুঝ্‌লে না? ব্রহ্মা হ'লেন পিতা, তিনি তো উঠ্‌বেনি না; বিষ্ণুর সঙ্গে বিশেষ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, রাগও নাই; শিব হ'লেন জামাতা—জামাতা হ'য়ে শ্বশুরের মর্য্যাদা রা'খ্‌লেন না—বিশেষতঃ ত্রিজগতের সমক্ষে—তাই জামাতার প্রতি বিজাতীয় কোপ হ'য়ে উঠেছে। জানই তো রাজা স্বভাবতঃ কত বড় রাগী—অকারণেই কত খণ্ড প্রলয় ঘটে—এবার তো তবু একটু কারণ আছে। কিন্তু কারণ যত ক্ষুদ্র, রাগ তত ক্ষুদ্র নয়—আর আর সময় অল্পে যায়, এবার তা নয়—চিরকাল খড়ের আগুন, এবার সর্ব্বদাহক দাবানল—এমন বোধশূন্য ক্রোধ আর কখনই দেখা যায়নি!

শৈব। বোধশূন্যই বটে—নৈলে শৈবদলে দ্বেষ!

সভা। স্বধু তা হ'লেও বাঁ'চ্‌তেম—

সকলে। আবার কি?

সভা। আর যা, তা ভয়ানক—একটী যজ্ঞানুষ্ঠান হ'চ্ছে; তাতে ত্রিভুবনের সকলেরি নিমন্ত্রণ, কেবল শিবের নয়!

শৈব। (কর্ণে অঙ্গুলি দান) কি সর্ব্বনাশ! শিব! শিব!

নগ। বলেন কি? এত দূর?

সভা। এত দূর! বলেন, অপমানের শোধ লব—বেটাকে ত্রিসংসারে একঘ'রে ক'র্ব্বো—

নগ। আপনারা কেন মানা ক'ল্লে'ন না?

সভা। মানা! মহর্ষিগণ, মন্ত্রীবর্গ, বন্ধুবান্ধব আমরা সকলেই কত নিষেধ ক'ল্লে'ম, কত বুঝালেম, কত প্রকার যুক্তি দিলেম—পায় ধ'রে কাঁ'দ্‌লেম পর্য্যন্ত—তথাপি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—তারির সূত্রপাত-স্বরূপ শৈবনির্ব্বাসনের এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা!

(নেপথ্যে—গীত)

বাউলের স্থর।

ভবে কুহক্ জালের বড় ভয়্!

ও ভাই, ঘাই-কাটা দাঁত্ আছে রে যার্, তার্ কেবলি নয়!

ও ভাই, অগাধ্ জলে, যে মাছ চলে, তার্ কি মরণ্ হয়্?

পেলে, চিংড়ী পুঁটী, মায়ার্ কাঁটী, অম্নি বেঁধে লয়্! ১।

ও ভাই, ভোগ্‌সাগরে, লোভের্ চারে, যার্ লোভানি হয়;

ও সে, বঁড়্‌শী ফোঁড়ে, বাঁধা প'ড়ে, নাকাল্ গাঁথা রয়। ২।

নগ। হা! সেই শা'ন্তে পাগ্‌লা আ'স্‌ছে।

সভা। শা'ন্তে পাগ্‌লা কে?

নগ। দেবর্ষি নারদের ঢেঁকি-রক্ষক ব'ল্লেও হয়, এক প্রকার শিষ্য ব'ল্লেও হয়! (সহাস্যে) দেবর্ষির সকলি বিরূপ—বাহন তো একটা ঢেঁকি! শিষ্য হ'লো তো একটা পাগল! কাজ তো বিবাদ বাঁধানো!

সভা। (রসনাগ্রদন্তে) না, না, অমন কথা ব'লো না, তুমি তাঁরে জান না; তিনি ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত স্বতঃসিদ্ধ পরম যোগী! এ ব্যক্তিও যখন

তাঁর সঙ্গ পেয়েছে, তখন বাহ্যক্ষিপ্ত হ'লে কি হয়, অন্তরে বস্তু আছেই আছে! যে গানটী গাইলে, নিতান্ত পাগলের নয়—কথা শাদা, ভাব শাদা নয়! ভাল, ঐ তো আ'স্‌ছে, পরিচয় লওয়া যা'ক্।

[গাঁজা ডলিতে ডলিতে নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে শা'ন্তে পাগ্‌লার প্রবেশ]

সকলে। ও ঠাকুর—নমস্কার!

শা'ন্তে। নমস্কার্ কর তাঁরে,
যে আছে এই হৃদ্-মাঝারে!

সভা। তোমার হাতে কি ঠাকুর?

শা'ন্তে। রঞ্জিকা গঞ্জিকা ইনি,
হাতে স্বর্গ দেন্ যিনি!

সভা। তোমার গুরু ঠাকুরটী এখন কোথায়?

শা'ন্তে। ভাবের্ ঘোরে ভব ঘুরে,
এখন তিনি দক্ষপুরে!

নগ। (জনান্তিকে) জিজ্ঞাসা করুন, দেবর্ষির সঙ্গে ওর মিলন হ'লো কেমন ক'রে—সে বড় কাব্য কথা!

সভা। ও ঠাকুর! দেবর্ষির সঙ্গে তোমার মিলন হ'লো কেমন ক'রে?

শা'ন্তে। গাছ-তলাতে এক্ দিন্ ব'সে,
গাঁজা ডলি ক'সে ক'সে;
নারদ্ ঠাকুর্ চ'লে যান্;
ব'ল্লেম্ ঠাকুর্ দাঁড়ান্ দাঁড়ান্।

(গীত)

হুঁ হুঁ হুঁ তা না না না, আর্ তো ভয়্ করিনে।
আমি আঁধার্ পথে আর্ ঘুরিনে!

নগ। (সভাপালের প্রতি) মহাশয়! ওর মাঝে মাঝে অগ্নি ভুল হয়, আধার কোটা ধ'রে দিতে হবে।

সভা। ও ঠাকুর! তুমি তাঁরে দাঁড়া'তে ব'ল্লে, তার পর?

শা'ন্তে। দয়াল্ ঠাকুর্ দয়া ক'রে,
অম্নি এলেন্ কাছে স'রে।
আমি ব'ল্লেম্ "মাথা খাও;
কোথা যাবে ব'লে যাও?"
তিনি ব'ল্লেন্ "গোলোক্ ধামে,
দেখ্‌তে যাব রাধা শ্যামে।"
আমি ব'ল্লেম্ "ভাল হ'লো।
সেই বেটাকে এইটী ব'লো—
ভজন্ পূজন্ সাধন্ বিনা,
আমার্ গাঁজা ভিজ্‌বে কিনা?"

(গীত)

সা রি গা মা পা ধা নি সা, আর্ তো ভয়্ করিনে—
আমি যমের্ ধার্ তো আর্ ধারিনে!

সভা। ও ঠাকুর! তার পর কি?

শা'ন্তে। শুনে ঠাকুর্ অবাক্ হ'লেন্।
ব'ল্‌বো ব'লে চ'লে গেলেন্।
যেতে যেতে খানিক্ দূরে;
উঁই ঢিবিতে প'ড়্‌লেন্ ঘুরে।
আমি ধ'র্ত্তে গেলেম ছুটে।
গিয়ে দেখি ঢিবি ফুটে—
বেরুলো এক যোগী দেড়ে;
ছিটে বেড়ায় জটা নেড়ে!
মিটির্ মিটির্ কোটর্ চ'কে
চেয়ে দেখে ব'ল্লে ওঁকে;—
"ধ্যান্ ভাঙালে কে গা তুমি?"
নারদ্ ব'ল্লেন্ "নারদ্ আমি;

গোলোক্ যেতে পথ্ ভুলিছি,
উঁই ঢিবিতে তাই প'ড়িছি!"
যোগী বলে "ভাগ্য ভালো!
এই কথা ঠাকুর্‌কে ব'লো ;—
তাঁর্ তপস্যা, চরণ্ ধ্যানে,
দশ্ হাজার্ শীত্ কা'ট্‌লো বনে।
উঁই পোকাতে খেলে ছাল।
জ'পে ম'র্ব্বো কত কাল্?"
ব'ল্‌বো ব'লে গেলেন গোঁসাই।
আমি গেলেম্ আমার্ ঠাঁই।

(তুড়ি দিয়া নৃত্য গীত)

তিড়িক্ তিড়িক্ তিড়িক্!
ভবের্ কি ভাই হিড়িক্!

সভা। ও ঠাকুর! আবার গান গাও যে? তার পর নারদ গোঁসাই ফিরে এসে যোগীকে আর তোমাকে কি ব'ল্লেন?

শা'স্তে। ফিরে এসে, ফিরে এসে, ফিরে এসে?
যোগীর্ কথা ব'লে এসে, আমার্ কথা শেষে!
যোগীর্ কথা বলেন্ যখন্ ছিলেম্ না তখন।
তার্ পরে তাঁর্ মুখে সব্ শুনিছি এখন্।

সভা। তবে বলনা যোগীকে কি ব'ল্লেন?

শা'স্তে। ব'ল্লেন্ তারে "তোমার্ কথা,
বিশেষ্ ক'রে ব'ল্লেম্ তথা।
চিন্তা ক'রে চিন্তামণি,
ব'ল্লেন্—তারে নাহি চিনি!"
শুনে যোগী রেগে কয়্;
"এ কথা কি বিশ্বাস্ হয়্?

বল দেখি গিছ্‌লে কেমন্,
কি ক'চ্ছির্লেন্ ঠাকুর্ তখন্?"
নারদ্ ব'ল্লেন্ "গেলেম্ যখন্,
বামে লক্ষ্মী সেই নারায়ণ্,
খেলার্ ভাবে ছলা পাতি,
বাঁ হাতে ছুঁই, ডাইনে হাতী,
সুতোর্ মতন্ শুঁড়্ পাকিয়ে,
ছুঁচের ছ্যাঁদায় হাতী দিয়ে,
দিচ্ছেন্ নিচ্ছেন্ বার্ বার্,
তাঁর্ খেলা ভাই বুঝা ভার্!"

(নৃত্য গীত)

আর্ তো ভয়্ করিনে—
এখন্ মরি তো তবু মরিনে!

সভা। ও ঠাকুর! এ কথা শুনে যোগী কি ব'ল্লেন?

শা'ন্তে। শুনে যোগী হেসে বলে;—
"ছুঁচের্ ভেতর্ হাতী চলে!
এমন্ কথা কেমন্ ক'রে,
ব'ল্‌তে এলে নেশার্ ঘোরে?
বুঝ্‌লেম্ তোমার্ মিছে কথা!—
তবে তুমি যাওনি তথা।"

(গীত)

শা'ন্তে হ'স্‌নে যেন কাপ্!
ভালমা'নুষি ভড়ং চাপায়্ ম'র্ব্বি পেয়ে হাঁপ্!
ও ভাই, জলে কুমীর্ ডেঙায়্ বাঘ্, কোথা যাইরে বাপ্?
ও তাই, ভজন্ গাছের্ পূজন্ ডাল্, ধ'ল্লেম্ দিয়ে লাফ্!

হায়্ রে, ডাল্ ধ'র্ব্বো কি, ডালে দেখি, ভণ্ড যোগী সাপ্!
বেত্-আছড়া গায় জড়ালে, একি বিষম্ পাপ্!

সভা। ও ঠাকুর! তার পর তোমায় এসে কি ব'ল্লেন ?

শা'স্তে। আমায়্ এসে, ব'ল্লেন্ হেসে, "শান্তিরাম্ তুই বগল্ বাজা!
গোলোকপতি ব'ল্লেন্ আমায়্ গোলোকে তোর্ ভিজ্‌লো গাঁজা!"
নেচে উঠে, কদম্ ফুটে, অম্নি ছুটে লুট্‌লেম্ পায়্!
ঘুচ্‌লো ধাঁধা, জ্ঞানের বাধা, আর্ কি তখন থা'ক্তে পায় ?
তাল্‌টী ঠুকে, ব'ল্লেম রুকে, "বুকে যখন্ জা'গ্‌ছে বেটা,
আমার্ গাঁজা না ভিজুলে, বেটারে আর্ ডা'ক্‌বে কেটা ?"
তখন্ মুনি, হেসে অম্নি, ব'ল্লেন্ "শা'স্তে শোন্ তামাসা ;—
দেখে এলেম্, অবাক্ হ'লেম্, ছুঁচের্ ভেতর্ হাতীর বাসা!
সূক্ষ্ম ছ্যাঁদায়্, হাতী চালায়্, হরির্ খেলা যায়্ না বোঝা—
যে ছ্যাঁদাতে সূতো দিতে লোকের্ পক্ষে হয়্ না সোজা!"
মুনির বচন্, শুনে তখন্, ব'ল্লেম্ "ঠাকুর্, ব'ল্‌ছো কেমন্—
জগৎকাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড, বিনা সূত্রে চালায়্ যে জন্,
তার্ কাছে আর্, এতই কি ভার্, ছুঁচের্ ভেতর্ হাতীর্ চালন্!"
এই শাদা কথায়্, মুনি আমায়্, তুষ্ট হ'য়ে কোলে নিলেন্।
শিষ্য ব'লে, কর্ণমূলে, হরি-মন্ত্র ফুকে দিলেন্!

(নৃত্য)

সা রি গা মা পা ধা নি সা, তিড়িক্ তিড়িক্ তিড়িক্!
ঘুচ্‌লো যমের হিড়িক্ রে ভাই ঘুচ্‌লো যমের হিড়িক্!

[প্রস্থান।

নগ। কি আশ্চর্য্য! এই এক প্রকার পাগল!

সভা। ও তো নয়, আমরা বটে! ও সার বস্তুতে ব্যস্ত, আমরা অসারে ব্যস্ত, এই প্রভেদ! তা না হ'লেই বা দেবর্ষি শিষ্য ক'র্ব্বেন কেন ?

নগ। দেবর্ষিকে নিয়ে মহারাজ না বিরলে কি মন্ত্রণা ক'চ্ছে্র্ন ?

সভা। মন্ত্রণা আর কি—শিবহীন যজ্ঞে শিব ব্যতীত ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কর্ব্বার ভার দিচ্ছেন।

শৈব। কি সর্ব্বনাশ! কালের কি ধর্ম্ম! রাজার যে এমন বিপরীত বুদ্ধি হবে, স্বপ্নের অগোচর! শুনে যে কানে হাত দিতে হয়! শিব! শিব! শিব!

বৈষ্ণ। নগরপাল মহাশয়! রাজাজ্ঞা পালনে তবে আর বিলম্ব কেন? আপনার সাক্ষাতেই এই একজন কি ব'ল্‌ছে শুন্‌ছেন না? এরে দিয়েই সূত্রপাত করুন না? আপনার পদাতিক না থাকে, অনুমতি করুন, আমিই একে গলাধাক্কা দে দূর ক'রে দিই!

সভা। তুমি তো অতি অভব্য লোক হ্যা!

নগ। তবে অনুমতি হয়তো নূতন আজ্ঞাটী প্রচলনের পন্থা দেখিগে? আমার তো গত্যন্তর নাই—কষ্টদায়ক হ'লেও কর্ত্তব্য কাজ তো ক'র্ত্তেই হবে!

সভা। হাঁ, তাতো ক'র্ত্তেই হবে। তবে কিনা—যত শিষ্টাচারে পারেন! রাজাকে ব'লে ক'য়ে সকলকে তিন দিন সময় দিবার প্রশ্রয়টী পাওয়া গেছে, সেটী যেন ভুল না হয়।

নগ। আজ্ঞে তায় আবার ভুল হবে!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দক্ষপুরী—মন্ত্রণা-গৃহ।

[দক্ষ ও নারদ উপস্থিত]

দক্ষ। আরে ভাই! তুমি যা ব'ল্লে, সব আমি জানি; কিন্তু যে গুরু লঘু মানে না, তার আবার ধর্ম্ম কি? সে আবার দেবতা কি? তারে তো অসুর ব'ল্লেই হয়! তারে আবার আস্থা কি? তারে আবার দয়া কি?

নার। তাও বটে, কেননা আপনি হ'লেন শ্বশুর, পিতৃপদবাচ্য, "যস্য কন্যা বিবাহিতা" কত বড় কথা! যার এ বোধ হ'লো না, তারে সমাজে রা'খ্‌লে সমাজের অপমান বটে! তবে যে আমি এত নিষেধ ক'চ্ছি্‌লেম, সেটা কি জানেন, ভদ্র লোকমাত্রেই বিবাদ মিটাবার চেষ্টাটা একবার ক'রে থাকেন! কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন আর আমার সে মন নাই! "শুভস্য শীঘ্রং!" এমন ব্যক্তিকে সমাজে রহিত করাই উচিত! (স্বগত) উঃ! কি দর্প! (প্রকাশ্যে) আর এতে সম্মতই বা না হবে কে? (স্বগত) যম তো হ'রেই!

দক্ষ। এই ভাই, এখন পথে এস! ভেবে দেখ দেখি, এত অপমান দেহী হ'য়ে কার প্রাণে সহ্য হ'তে পারে?

নার। অসহ্য—নিতান্তই অসহ্য! রিপুতন্ত্র দেহযন্ত্র ধারণ ক'র্ল্লে'ই মানাপমান-জ্ঞান সহজেই থাকে। তাতে আপনি আবার প্রজাপতি—লোক-নাথ! আপনার তো লৌকিক পদমর্য্যাদা না রা'খ্‌লেই নয়! (স্বগত) পদ-রক্ষায় চতুষ্পদ না হ'লে বাঁচি!

দক্ষ। তা নৈলে, ভাই, সাধে কি এই শিব-হীন যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়েছি? মহিষী আমাকে স্নেহমমতা-শূন্য নির্দ্দয় ব'লে তিরস্কার ক'চ্ছে্‌ন, আর অন্নজল ত্যাগ ক'রে কেবল "হা সতী, যো সতী" শব্দে রোদন ক'চ্ছে্‌ন; কিন্তু আমার ভাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! তুচ্ছ কন্যা-বাৎসল্য আর স্ত্রৈণ-সেব্য স্ত্রী-বাধ্যতার অনুরোধে কি পুরুষার্থ বর্জ্জন ক'র্ব্বো? হ্যাঁ ভাই, তাও কি পারি? কখনই না, কখনই না, তা তো কখনই হবে না!

নার। হাঁ! তাও কি হয়? আপনার মান আপনার ঠাঁই! রাজ-পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি স্বপদ রক্ষায় যত্ন না করে, তবে তার সমূহ বিপদ—শত্রু দমন হওয়া দূরে থা'ক্‌, প্রজারাও সে রাজাকে ভয় ভক্তি করে না। ক্ষমাতে কি ক্ষমতা রয়? (স্বগত) ক্ষমতার মধ্যে মত্ততা! তাও আর অধিক দিন নয়, কাজ আগিয়েছে, এই হয়!—

দক্ষ। শেষে কি ব'ল্লে ভাই শুন্তে পেলেম না?

নার। না ঐ কথাই ব'লছি—বলি, তপস্বীর ন্যায় ক্ষত্রকর্ম্মকারীর ক্ষমাগুণ শোভা পায় না—আপনি ক্ষত্রিয় না হ'য়েও যখন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মভার পেয়েছেন, তখন তেজঃপ্রকাশ ভিন্ন ক্ষমা আপনার শ্রেয়ঃ নয়!

দক্ষ। তবে ভাই যাও; সেই ভণ্ডযোগী ভূতুড়ে বেটার সম্পর্ক ছাড়া, ত্রিলোকে আর সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে এস গে।

নার। তাঁর সম্পর্ক তো সব ঘরে—শিব-পূজা না ক'রে বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বী কেউ যে জল গ্রহণ করে না, তার উপায় কি? (দক্ষকে বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখিয়া, স্বগত) এইবার দাদা ফাঁফরে প'ড়েছেন! এ সময় এ কথাটা ব'লে ভাল করিনি। এতে যদি নিরস্ত থাকে, তবে তো সব বৃথা হয়—দর্পহারী ভগবান্ কর্ত্তৃক আমি যে দর্পহরণ কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়েছি, তা সিদ্ধ হয় কৈ? নাচা'লেম তো ভাল ক'রেই নাচাই। (প্রকাশ্যে) দাদা মহাশয়! আর এক কর্ম্ম ক'র্ল্লে হয় না? এখন শৈব বৈষ্ণব শাক্ত ভাক্ত কিছুই বেছে কাজ নাই, এবার তো কৈলাস ব্যতীত আর সব স্থানে নিমন্ত্রণ করা যা'ক্; যখন সকলে সভাস্থ হবে, সেই সভায় তখন সকলকে ব'লে দেওয়া যাবে যে, অদ্যাবধি আর কেউ তমোগুণান্বিত হরপূজা ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে না! তাতে যদি কেউ অন্যমত করে, তখন তার শাস্তির উপায় ক'র্ব্বেন! কেমন, এই হ'লেই হবে না?

দক্ষ। ভাই! মন্ত্রণাতে স্বয়ং বৃহস্পতি তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে ধন্য হ'তে পারেন! এই প্রস্তাবই গ্রাহ্য। সেই সমবেত ত্রিভুবন-বাসী সর্ব্ব সমক্ষে আমি এম্নি অদ্ভুত তপঃপ্রভাব আর ব্রহ্মণ্যতেজ দেখাব যে, আমার যজ্ঞাহুতিজনিত শিব সদৃশ লক্ষ লক্ষ বীরপুরুষ দর্শনে সকলেই তটস্থ হবে। তটস্থ হ'লেই আমার মতস্থ হ'তে আর পথ পাবে না!

নার। তবে যে সব শৈব প্রজাকে নগর হ'তে দূর ক'র্ত্তে আদেশ ক'রেছেন, নিদানপক্ষে সেই দিন পর্য্যন্ত তাদের ক্ষমা করুন!

দক্ষ। তাও কর্ত্তব্য। আমি এখনি তাদের নির্ব্বাসনকাণ্ড রহিত ক'রে দিচ্ছি। (অদূরে কঙ্কণ শব্দ) ঐ শুন ভাই, ঐ সেই কঙ্কণ ঝঙ্কার!—আমার কাণে যেন ধনুষ্টঙ্কার বোধ হ'চ্ছে! রাজ্ঞী আবার আমায় জ্বালা'তে আ'স্‌ছেন—আবার বুঝি কলহ-সমর বাঁধা'তে আ'স্‌ছেন! আমি ভাই নারীলোকের বাক্যবাণ আর তাদের রোদন-শঙ্খনাদকে যত ভয় করি, ত্রিলোকের সৈন্য-সমাবেশ ও মহা মহা বীরের সিংহনাদকেও তত ভয় করি

না! তুমি ভাই আমায় রক্ষা কর—যা হয় ব'লে ক'য়ে শান্ত ক'রে যাও, আমি বিরক্ত হ'য়েছি—

[প্রসূতী ও সনকার প্রবেশ]

প্রসূ। কিসে বিরক্ত মহারাজ ?

দক্ষ। কিসেই বা নয় ? আপাততঃ এই তোমার এলোকেশ আর মলিন বেশ দেখে!

প্রসূ। এর কারণ কি তুমি জান না ?

দক্ষ। জানি, কিন্তু অলঙ্কার-ত্যাগ অতি অলক্ষণ, অতি অলক্ষণ, অতি অলক্ষণ!

প্রসূ। আমার আবার লক্ষণ কি ? যাদের জন্যে লক্ষণ, তাদের সার রত্নটীতে যখন বঞ্চিৎ হ'লেম, তখন কি তোমার আর আমার জন্যে লক্ষণ মা'ন্তে হবে ?

দক্ষ। তা ব'লে, তোমার সেই কন্যা-রত্নটীর জন্য, আমার মান্য-রত্নটী কি ছুড়ে ফেল্‌তে হবে ? (নারদের মুখ পানে দৃষ্টি)

প্রসূ। সে রত্ন কি কেবল আমারি, তোমার কি নয় ? তুমি যদি গর্ভে ধ'র্ত্তে, তবে জা'ন্তে মা হওয়ার কি জ্বালা!

দক্ষ। তুমিও যদি পিতা হ'তে, তবে জা'ন্তে অপমানিত শ্বশুর হওয়ার কি জ্বালা! (নারদের মুখপানে দৃষ্টি)

নার। (স্বগত) নারদ! নারদ! নারদ! (প্রকাশ্যে) বটেই তো।

প্রসূ। মহারাজ! ও কথা ব'লো না; শিব তোমার কি অপমান ক'রেছে ? উঠে দাঁড়ায় নি; এই বৈ তো নয়! জামাই আর পুত্রে ভিন্ন কি ? তা ভেবেও তো ভুলে যেতে হয়। তায় আবার বাছা আমার ভোলানাথ—ভাংটুকু ধুত্‌রোটুকু খাওয়া অভ্যাস—সর্ব্বদাই চ'ক্ বুজে বুজে থাকেন, হয় তো সেই জন্যেই উঠ্‌তে পারেন নি! ইইতেই তোমার এত অপমান হ'লো ?

দক্ষ। আহা! বাছা তোমার কি নব্য শিশু—কিছুই জানেন না! তত্ত্বতাবাস দেখ্‌বার বেলা তো দশ চক্ষু বা'র্ হয়—স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ঘুরে

বেড়াবার সময় আর ভূতের সঙ্গে নেচে বেড়াবার সময় তো দিব্য পা হয়, তখন তো ভাংধুতুরার নেশা টুকু থাকে না, কেবল সভার মাঝে গুরু-লোকের সম্মানের জন্য একবার গাত্রোত্থান কর্ব্বার বেলাই নেশা ছুট্‌লো না—পাও উঠ্‌লো না! কি আশ্চর্য্য! তার জন্য আবার অনুরোধ—তার প্রতি আবার স্নেহ! এরেই বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী!" (নারদের প্রতি দৃষ্টি)

প্রসূ। তুমি অতি নিষ্ঠুর, তুমি অতি নির্দ্দয়! তোমার প্রাণ নিতান্ত পাষাণ, তাই সতীর জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদে না! অনেকের মেয়ে হয়—তোমারো অনেক আছে—কিন্তু বল দেখি, রূপেগুণে ত্রিভুবনে এমন সোণার মেয়ে চক্ষে কি কখনো দেখেছ? অতি বড় শত্রু—অতি বড় রাগী—অতি বড় রাগের কাজ হ'লেও যার মুখ দেখ্‌লেই লোকে সকল রাগ—সকল শত্রুতাই ভুলে যায়, তুমি তার জনক হ'য়ে কেমন ক'রে যে তার উপর রাগ রা'খ্‌লে, আমি তাই ভেবেই পাগল হ'লেম। যে জামাইকে তুমি শ্মশানবাসী বেটো ব'লে থাক, মেয়ে আমার তারেও বশ ক'রেছে; তারির পায়েই মন প্রাণ ঢেলে দেছে; তারেই ঘর-বাসী ক'রে সুখে ঘর কন্না ক'চ্ছে। শুনিছি, সতীর পতিভক্তি আর কৈলাসের গৃহস্থালী দেখে ত্রিভুবনে ধন্যি ধন্যি হ'য়েছে! হায়! এমন মেয়ে পেয়েও কি মহারাজ জন্ম সফল বোধ হয় না? এমন মেয়ের উপর পোড়া মনে কি এক তিলও দয়া মায়া হয় না? মায়া দূরে থা'ক্, সেই মেয়েকে পরিত্যাগ! ওমা আমি যাব কোথা? ছি, ছি, ছি, প্রাণ যে আর এক নিমিষের জন্যেও রা'খ্‌তে ইচ্ছা করে না—গলায় দড়ি দে ম'র্ত্তে ইচ্ছে করে!

দক্ষ। আঃ! জ্বালাও কেন? কে তোমার মেয়েকে ত্যাগ ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছে? ত্যাগ যারে কর্ব্বার, তারেই আমি ত্যাগ ক'চ্ছি!

প্রসূ। হায় মহারাজ! তুমি কি আমায় হাবা বুঝা'চ্ছো! মেয়েকে ত্যাগ ক'র্ব্ব না, জামাইকে ত্যাগ ক'র্ব্ব! ঝি জামাই কি ভিন্ন? তোমায় যদি কেউ অপমান করে, আমি কি তার বাড়ী যেতে পারি? তায় আবার সে তেমন মেয়ে নয়; বরং আপনার প্রাণ দিতে পারে, তবু তার পতির অপমান সৈতে পারে না!

দক্ষ। হ্যাঁ, কা'ল্‌কের মেয়ে তার আবার এত বোধাবোধ!

সন। (জনান্তিকে) মা! আর কেন? তুমি কি রাজাকে চেননা? উনি জেনেও জা'ন্‌বেন না, শুনেও শুন্‌বেন না—কারোর্ কথায় কাণ দেবেন না! চলুন যাই।

প্রসূ। (সরোদনে) আর কোথায় যাব মা? আর কার কাছে যাব মা? পোড়া জা'তের কি আর গতি আছে মা? কাঁদ্‌বার স্থান, সাধ্‌বার স্থান, বল্‌বার স্থান, দাঁড়াবার স্থান, সব যে মা এই। যার বাড়া নেই স্বামী; সেই স্বামী যদি মনের দুঃখ না বুঝ্‌লেন, সেই স্বামী যদি প্রাণের জ্বালা শীতল না ক'র্লেন, সেই স্বামী যদি মর্ম্ম-পোড়ায় পোড়ালেন, তবে আর কার কাছে গে কাঁদি মা? হা সতি! কোথায় রৈলি? হা দুঃখিনীর ধন, অন্ধের নয়ন, প্রসূতীর জীবন, একবার আয় মা, কোলে ক'রে চাঁদমুখ-থানি দেখে, অনেক দিনের তাপিত প্রাণ আ'জ্ শীতল করি! ওমা তোর বিধুমুখ দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ যে কি ক'চ্ছে, তা গুরুদেবই জানেন! হায়, বাছা আমার কত কাল গেছে! তাই কি ঘরে "আহা" ব'ল্‌তে শাশুড়ী ননদ্ কেউ আছে? ভাগ্যিস্ অমন জয়া বিজয়া ছিল, তাই একটু নিস্তার! তা সহস্র হ'ক্ আর সহস্র জনেই করুক্, তায় কি মার প্রাণ বুঝে? হায় আমার পাগল জামাই, যত বার আ'ন্তে পাঠাই, পাঠান না। ভা'ব্‌লেম, এইবার এ যজ্ঞের উৎসবে না পাঠিয়ে থা'ক্তে পা'র্বেন না! বিধাতা সে সাধেও বাদ সা'ধ্‌লেন! কিন্তু বিধির দোষ কি? আমারি কর্ম্মদোষ! আমি নাকি নিতান্ত অভাগিনী, তাই রাজরাণী হ'য়েও নির্দ্দয় পতির হাতে প'ড়ে মনুষ্য-জন্মের সাধ আহ্লাদ কিছুই ক'র্ত্তে পেলেম না! হায় হায়! যে মানুষের আপনার সন্তানের উপর টান নেই, যে মানুষ কেবল "মান মান" ক'রে গরবেই মত্ত, হায় বিধি! সে মানুষকে এমন সন্তান নিধি কেন দিয়েছিলে? যে পুরুষ আপনার স্ত্রী কন্যার দুঃখ বুঝ্‌তে পা'র্লেন না—মুখপানে চাইলেন না, তিনি আবার প্রজাপতি! যিনি আপনার জনকে তুষ্‌তে জানেন না, তিনি আবার যজ্ঞ ক'রে ত্রিভুবনের লোককে তুষ্ট ক'র্ব্বেন! ঘরে যাঁর নিরুৎসব, তাঁর আবার উৎসব—তাঁর আবার যাগ! ঘরের সকলকে তাড়িয়ে দে আপনার মত লোক নিয়েই যাগ করা তাঁর

উচিত! হায় রে! যে মেয়েকে নে সকল, সে নৈলে কিসের সংসার—কিসের রাজত্ব—কিসের কি কিছুই ভেবে পাইনে! মহারাজ, আমি কাতরে তোমার পায় ধ'রে ব'ল্‌ছি, তুমি আমার সতীকে এনে দেও; নৈলে তোমার যজ্ঞ পণ্ড ক'র্ব্বো, ঘর ছেড়ে বনে যাব, আত্মহত্যা হ'য়ে ম'র্ব্বো!

দক্ষ। (নারদের প্রতি) ভাই নারদ! আমি এ সব কান্না কাট্‌না সৈতে পারিনে, আমি চ'ল্লেম—(ইঙ্গিতে) তুমি যা হয় বুঝিয়ে শুঝিয়ে এস।

[প্রস্থান।

প্রসূ। দেবর্ষি! আপনি এসেছেন শুনেই আমি এখানে এলেম। এ যে কি কাণ্ড কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। কৈ তুমিতো কিছুই ব'ল্লে না?

নার। ওমা, আমি বিস্তর ব'লেছি! কাণ্ড বড় ভাল নয়। উনিতো কারো কথা শুন্‌বেন না, কি বল্‌বো বল; যিটী ধ'র্ব্বেন, সেইটীই ক'র্ব্বেন।

প্রসূ। তবে আমার সতীকে পাবার কি করি? নারদ, উপায় কি?

নার। তাইতো, বিষম শঙ্কট! কৈলাসে যেতেই তো মানা!

প্রসূ। তা হবে না; কৈলাসে তোমায় যেতেই হবে; আমার সতীকে আ'ন্তেই হবে; আমার মাথা খাও, এ কাজ ক'র্ত্তেই হবে!

নার। আঃ! রাম বল, মাথার দিব্য কেন? আপনি অম্নি আজ্ঞা ক'ল্লেই যথেষ্ট! তবে কিনা, যদি রাগ করেন?

প্রসূ। কিসের রাগ? রাগ করেন, আপনার রাগ আর আপনার যাগ নিয়ে আপনি থা'ক্‌বেন!

সন। মা! বুঝে ব্যবস্থা কর, শেষে যেন বিপদ ঘটে না।

প্রসূ। বিপদ তো হ'য়েছেই! ইহকাল পরকাল যেতে ব'সেছে, এর চেয়ে মা আর বিপদ কি হবে? (নারদের প্রতি) যা থাকে কপালে, আমার সতীকে তোমার আ'ন্তেই হবে, ওঁর রাগের ভয় কিছু মাত্র ক'রো না!

নার। না মা! আপনি যখন অনুমতি ক'চ্ছে'ন, তখন অন্যপরে কা কথা! না হয়, গোপনে গিয়ে সংবাদটাও দিয়ে আসা যাবে—

প্রসূ। নারদ, তুমি দেবর, পেটের সন্তানের তুল্য; আমায় এই দায়

হ'তে উদ্ধার কর, আমি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, আমার মাথায় যত চুল, তোমার তত পরমায়ু হ'ক্!

নার। (সহাস্য) আয়ু তার অধিকও হ'য়েছে, তায় আর কাজ নাই! আশীর্ব্বাদ করুন, ধর্ম্মে মতি থা'ক্!

প্রসূ। তোমার সুমতি হ'ক্ তোমার পুণ্যফল শতগুণ হ'ক্; আমায় সতীধন ভিক্ষা দেও, অধিক আর কি ব'ল্‌বো!

নার। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন; আর রোদন ক'র্ব্বেন না; আপনার কন্যা সতী আ'স্‌বেনি আ'স্‌বেন! এক্ষণে প্রণাম।

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত—বিল্বকুঞ্জ।

(মহাদেব ধ্যানস্থ এবং ত্রিশূলহস্ত নন্দী দূরে দণ্ডায়মান)

[পর্ব্বত-প্রস্থে নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ]

নার। দেখ, শান্তিরাম! এই কৈলাস পর্ব্বত। এমন রমণীয় স্থান আর পাবে না—এস্থান শান্তরসাস্পদ। এস্থানে এলে ভয়, ভক্তি, প্রেম, বিস্ময়, উল্লাস, এই পঞ্চ ভাবের উদয় হয়।

শান্তি। কৈ ঠাকুর্ কৈ ভয়্ কৈ?
বাঘে ষাঁড়ে খেল্‌ছে ঐ।

নার। তাতে সম্পূর্ণ নির্ভয়! সেটী বরং বিস্ময় আর প্রেমের বিষয়! ভবদেবের এম্নি প্রভাব, আর নন্দীর এম্নি শাসন, যে, সিংহ মৃগ, ইন্দুর বিড়াল, সর্প নকুল, ব্যাঘ্র গো মহিষ প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে একত্র খেলা করে; এর চেয়ে আর বিস্ময় কি? আর হিংসিত হিংসকে এমন সখ্যভাব, তার চেয়েই বা প্রেমভাব কি? কিন্তু ভয়ের অন্য কারণ আছে, কিঞ্চিৎ পরেই দেখ্‌তে পাবে—ভৈরব ভৈরবী, পিশাচ পিশাচী, তাল বেতাল, কাল বেকাল, ভূত প্রেত, ডাকিনী যোগিনী, শঙ্খিনী প্রেতিনীদের আকার, প্রকার, শ্মশান-ক্রীড়া, হাস্যকৌতুকাদি দেখ্‌লে বজ্রধারী বাসবেরও ভয় হয়, অন্য পরে কা কথা!

শান্তি। পঞ্চভাবের্ হ'লো তিন্;
বাকী দুটী মিলিয়ে দিন্।

নার। ঐ দেখ, শান্তিরাম! যোগীজন-সেব্য স্বয়ং যোগীশ্বর যোগাসনে ব'সে আত্মানুসন্ধান রূপ মহাযোগ সাধন ক'চ্ছে'ন; নন্দীকেশ্বর ত্রিশূল হস্তে বিল্বকুঞ্জের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন; দূরস্থ ভূতগণ পাছে কোনো

অশিষ্টাচার দ্বারা সংযতাত্মা ভূতনাথের এই ধ্যানধারণার ব্যাঘাত করে, এজন্য নন্দী যেন ঈষৎ কোপের সহিত নিজ মুখে একটী অঙ্গুলি দিয়ে সঙ্কেতে তাদের নিবারণ ক'চ্ছে্ন; নন্দীর এই ভাব দেখে, শাখা-পল্লব সকলও নিষ্কম্প হ'য়ে আছে; বিশাল কাননময় কৈলাস পর্ব্বত অসংখ্য জীব-জন্তুতে পূর্ণ হ'য়েও এম্নি নিস্তব্ধ র'য়েছে, ঠিক যেন একখানি চিত্রপট রূপে ভ্রম হ'তে পারে! বিশ্বনাথ বিশ্ববেদিকায় ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্তরণে বীরাসনে ব'সে আছেন—নাভির উর্দ্ধদেশ নিশ্চল; দ্বিতীয় কৈলাস পর্ব্বত কি রজতগিরির ন্যায় সরল ভাবে উপবিষ্ট, কেবল স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ নত, যুগল করতল উপর্য্যুপরি অঙ্কে স্থিত, তাতে বোধ হ'চ্ছে যেন নাভিসরোবরে পদ্মের উপর পদ্ম ফুটে র'য়েছে! উন্নত জটাজাল সর্পবন্ধনে সংবদ্ধ; রুদ্রাক্ষ-মালা দ্বিগুণিত ভাবে কর্ণে লম্বিত আর অস্থিমালার সঙ্গে কণ্ঠে বেষ্টিত; তাতে কি অলৌকিক শোভা! আবার দেখ, অর্দ্ধনেত্রে চেয়ে আছেন, কিন্তু তারা স্থির—ভ্রূক্ষেপও নাই—পক্ষ্ম-পংক্তিও নড়ে না—যেন আপনার নাসিকার অগ্রভাগ দেখ্ছেন, অথচ কিছুই দেখ্ছেন না! প্রাণাদি বায়ু রোধ করাতে একবারে নিস্পন্দ—ঠিক্ যেন বর্ষণ-হীন মেঘ, তরঙ্গ-হীন সমুদ্র, কি নির্ব্বাত-কালীন দীপশিখা! এ দেখেও কি তোমার ভক্তির উদয় হ'চ্ছে না? দক্ষ প্রজাপতি যদি এখন এসে এ ভাব দেখ্তে পান, তিনিও ভক্তিরসে গ'লে যান, আর তাঁর শিবহীন যজ্ঞ কর্ব্বার প্রবৃত্তি থাকে না!

শান্তি। রও ঠাকুর্ রও গণে দেখি—
কটা হ'লো কটা বাকী?
ভয়্ ব'লেছ ভূতের্ পাকে!
ভক্তি, ভূতের্ ঠাকুর্ দেখে!
খাদ্য খাদক মিলে রয়্,
তাইতে হ'লো প্রেম্ বিস্ময়্!
এক্ দুই তিন্ চা'র্—
ব'লতে বাকী একটী আর্;
কোন্টী? কোন্টী? সেইটী বটে,
যিটীতে গা উল্‌সে ওঠে!

কও ঠাকুর্ কও এ কৈলাসে,
কিসে বা ভাস উল্লাসে?

নার। উল্লাসের কারণ—শোভা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য! এ পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্ব-মনোহর স্থান, কল্পনায় কি স্বপ্নেও দেখা যায় না। এখানে চির-বসন্ত বিরাজমান। নিবিড় বনের মাঝে মাঝে যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ চারণগণের রম্য উপবন; দেবকন্যা আর গন্ধর্ব্বীগণের বিহার-সরোবর। আবার ভগবতীর লীলাকুঞ্জগুলি কি চমৎকার! উত্তরে যক্ষরাজপুরী, তার শোভার ইয়ত্তা নাই! তার পর কিন্নর নগর, অতি মনোহর! আবার সূর্য্যলোকস্পর্শী অসংখ্য শেখর; প্রত্যেক শেখর নব নব সৌন্দর্য্যের আধার—শ্বেত পীত নীল লোহিত বর্ণে আর বিবিধ গৈরিক ধাতুস্রাবে মণ্ডিত; সর্ব্বোপরি শ্যামল তরু গুল্ম লতায় নয়ন স্নিগ্ধ করে! এ পর্ব্বতে এমন সকল ওষধি আছে, যাতে ক'রে চতুর্দ্দিগ্স্থ বন সকল রাত্রিকালে আলোকময় হয়, যেন বনে আগুন লেগেছে! এমন সকল বনস্পতি আছে, যাদের এক একটী শাখা মর্ত্ত্যলোকের মহা মহা মহীরুহের মূলকাণ্ড হ'তেও প্রকাণ্ড! এমন সকল লতা পাতা শৈলজ শৈবালাদি আছে, যাদের সদ্গন্ধ স্বর্গ পর্য্যন্তও ধাবিত হয়—ইন্দ্রাণী কখনো কখনো পারিজাতকেও অনাদর ক'রে সেই সুরভিঘ্রাণ সেবনে সুখী হন। ঐ যে দূরে বিপুল বৃক্ষটী দেখ্‌ছো, যার তলায় বিচিত্র মণিবেদী, ওর নাম "কল্পবৃক্ষ"। এই অদ্ভুত পাদপ বারমাস ফুল ফল প্রসব করে, তাদের দূরব্যাপী পরিমল, অমৃতময় আস্বাদ! আর শুন, ঐ জলবিহারিণী অপ্সরাগণ কেমন সুমধুরস্বরে গান ক'চ্ছে! এতেও কি উল্লাসের অভাব?

শান্তি। (নেপথ্যাভিমুখে পরিক্রমণ ও দৃষ্টিপূর্ব্বক)

ঐ যারা ঐ জলে উলে,
খেলা ক'চ্ছে কমল তুলে?

নার। হ্যাঁ শান্তিরাম, ওরাই অপ্সরা—ওরা নন্দন কাননকেও উপেক্ষা ক'রে সর্ব্ব-ভয়-বর্জ্জিত সদানন্দময় এই পর্ব্বতে এইরূপে সর্ব্বদাই জল-বিহারাদি বিলাসে ভ্রমণ করে। এখন চুপ্ কর, গান শুন—

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

নলিনি লো, এতো নহে পিরীতি বিধান্—
নহে পিরীতি বিধান্—কভু নহে পিরীতি বিধান্!—
ভুলাইয়ে নিজ পতি, পরেরি সম্মান্—রাখ পরেরি সম্মান্!
গগনে তপন বঁধু, হেসে তারে তোষো স্বধু,
তব মুখ-মধু—কিন্তু তব মুখ-মধু—মধুকরে দান্—
কর মধুকরে দান্! ১।
সতী-রাজ্যে বাস কর, অসতীরো রীতি ধর,
তোরে স্থানান্তরো—তাই তোরে স্থানান্তরো—করি অপমান্—
ওলো করি অপমান্! ২।
ঘুচাতে কলঙ্ক তব, পূজিব ভবানী ভব,
মেলি সখী সব—আ'জ্ মেলি সখী সব—করিব প্রদান্—
পদে করিব প্রদান্! ৩।

শান্তি। গান্ শুনে গা চ'ম্‌কে উঠে;
ভাবের্ কদম্ আপ্‌নি ফুটে!
গান্ শুনে গান্ আ'স্‌ছে ঠোঁটে।
পাগলের্ জিভ্ আপ্‌নি ছোটে!

(গীত)

ঘর্ দেখ্‌তে কাণা তুমি, পর্ দেখ্‌তে খোলো আঁখি দুটো!
পরের্ দোষ্ আকাশ্-যোড়া, আপনার্ দোষ্ ছোটো!
কালী দিয়ে আপনার্ কুলে, অসতী কও পদ্ম ফুলে,
মরি হায়্ রে হায়্!
চালুনী বলেন্ ধুচুনী ভাই তুমি বড় ফুটো!

নার। (সহাস্যে) বেস গেয়েছ, শান্তিরাম! এখন আমার পালা! এই বীণা-যন্ত্রের সঙ্গে শিবগুণ গাইতে গাইতে, চল কৈলাসনাথকে দর্শন ক'রে কৃতার্থ হইগে! (নেপথ্যাভিমুখে গমন)

শান্তি।　　তবে ঠাকুর্ সোজা চল;
　　বাঁকা পথে কেন বল?

নার। দেবতার সম্মুখ দে যেতে নাই, শান্তিরাম! পার্শ্ব দে যাওয়াই উচিত!

শান্তি।　　ঘুরে ঘুরে অত ঘুরে?

নার। কি করি?

শান্তি।　　তাঁর্ কাছেতে যাব যখন্,
　　ব'লে দেও কি ক'র্ব্বো তখন্?

নার। গিয়ে প্রণাম ক'রে করযোড়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াবে, কোনো কথা ক'য়ো না!

শান্তি।　　আর্ যা বলুন্, ক'র্ত্তে পারি;
　　মুখ্ বোজার্ দুখ্ সৈতে নারি!

নার। না শান্তিরাম, তা হবে না; তুমি পাগল, কি ব'ল্তে কি ব'ল্বে, শুনে হয়তো রাগ ক'র্ব্বেন!

শান্তি।　　এই তো ঠাকুর্ কাজের্ বেলা,
　　কথায়্ কাজে হয়্ না মেলা!—
　　কা'ল্ ব'লেছ "পঞ্চানন্,
　　পাগল্ পেলে তুষ্ট হন্!"
　　সেই সাহসে যা'চ্ছি রুকে।
　　এখন্ ধোকা লাগাও বুকে!

নার। (সহাস্যে) না শান্তিরাম, কোনো চিন্তা নাই! যিনি ভোলানাথ, ভূতনাথ, নিজে পাগল, তিনি কি তোমার মত পাগল পেলে রুষ্ট হন?

শান্তি।　　রুষ্ট তুষ্ট আর্ বুঝিনে;—
　　তাগ্ পেয়েছি লাগ্ ছাড়িনে!

ঠাকুর্ পাগল্, ভক্ত পাগল্;
ভ'জ্‌বো চরণ্ বাজিয়ে বগল্!
ভবের্ ভাবে গাব গান্;
না'চ্‌বো কাছে মজিয়ে প্রাণ্!
বাজিয়ে গাল্ দিব তাল্;
খ'সে প'ড়্‌বে বাঘের্ ছাল্!
তাতেও ফিরে নাহি চান্,
জটা ধ'রে মা'র্ব্বো টান্!

[উভয়ের নেপথ্যাভিমুখে প্রস্থান।

(নেপথ্যে—বীণাধ্বনি-সংযুক্ত গীত)

রাগিণী টড়ী—তাল ঢিমা তেতালা।

জয় হর শশিশেখর!
জয় যোগীশ্বর, ত্রিপুর-তনুহর, সর্ব্ব গুণাকর, স্বয়ম্ভু শঙ্কর!
ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন সুবেশকারি,
বৃষেশ-বাহন পিনাকধারি,
পিশাচ মণ্ডিত শ্মশানচারি,
ভূতি-বিভূষিত সতীশ সুন্দর! ১!
ব্যোমকেশ শিরে পাবনবারি,
কৈলাস-কানন-শৈল-বিহারি,
তুমি আশুতোষ কলুষহারি,
তুমি বারাণসি-সরসি-ভাস্কর! ২।

[শিব সন্নিধানে নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ]

(নারদ কর্ত্তৃক করযোড়ে স্তব)

জয় ভবেশ ভৈরব, ভবান্ধ-বান্ধব,
ভয়ার্ত্ত-রৈরব-ভীতি-হর।

জয় ভবাব্ধি-ভেলক, ভুব্যাদি-পালক,
সর্ব্বভূতাত্মক, ভূতেশ্বর ॥
জয় ত্রিপুর-তারক, ত্রিপুর-হারক,
ত্রিপুর-ঘাতক, ত্রিলোচন।
জয় ত্রিদশ-বন্দিত, ত্রিগুণ-বর্জ্জিত,
তমোগুণান্বিত, নিরঞ্জন ॥
জয় সর্ব্ববিধায়ক, সর্ব্বসুরক্ষক,
সর্ব্বসংহারক, শুভঙ্কর।
জয় যোগী-জনার্চ্চিত, জগজ্জনাশ্রিত,
আত্ম-যোগান্বিত, যোগীশ্বর ॥
জয় নিত্য নিরুদ্যম, নির্ব্বেদ নির্ম্মম,
জিতেন্দ্রিয়োত্তম, কামান্তক।
জয় দুর্নীতি-ভঞ্জক, দুর্গতি-খঞ্জক,
শ্রীদুর্গা-রঞ্জক, বিনায়ক ॥
জয় দ্যুলোক-দুর্ল্লভ, সল্লোক-সল্লভ,
ভক্তস্য বল্লভ, ভক্তাশ্রয়।
জয় জন্ম-জরাচ্যুত, ইন্দ্রব্রহ্মাচ্যুত,
মৃত্যুপতিস্তুত, মৃত্যুঞ্জয় ॥
জয় জটাজুটাবৃত, জহ্নু-কন্যা-ধৃত—
পূত নীরামৃত গঙ্গাধর।
জয় পিনাক-সায়ক ত্রিশূল-ধারক,
শশাঙ্ক-ভালক, দিগম্বর ॥
জয় ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, ভুজঙ্গ-ভূষণ,
বৃষভ-বাহন, ভূতিন্ধর।
জয় নীলনিভান্বিত, শিরাস্থি-বেষ্টিত,
কণ্ঠ-বিভূষিত, মনোহর ॥
জয় তন্ত্র-প্রকাশক, যন্ত্রাদি-কারক,
সুতান গায়ক, রাগেশ্বর।

জয় সঙ্গীত-নায়ক, ডিণ্ডিম বাদক,
ভোরঙ্গ-ঘোষক, শৃঙ্গধর ॥
জয় শ্মশান-গৌরবে, পিশাচ-তাণ্ডবে,
কবন্ধ-উৎসবে, মহোৎসাহী।
জয় শাস্তরসাস্পদ, পাদ-শতচ্ছদ,
ধ্যায়তি নারদ, পরিত্রাহি!

শিব। (চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক) কেও নারদ, এস এস, ব'সো। (শান্তি-রামের প্রতি কটাক্ষ)

নার। (করযোড়ে) এঁর নাম শান্তিরাম; নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিরক্ত বৈষ্ণব, প্রলাপী শৈব, দরিদ্র সেবক!—প্রভো! এমন সঙ্গীলাভে কে না ধন্য হয়?

শিব। (সহাস্যে) তোমার যদৃচ্ছা! এক্ষণে সংবাদ কি?

নার। প্রভুর আশীর্ব্বাদে অমরাবতী এক্ষণে উৎপাত-শূন্য। সৌরলোক, চান্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক প্রভৃতি দ্যুলোক সমভাবাপন্ন। শিব-লোকের সব মঙ্গল তো?

শিব। (সহাস্যে) ভিক্ষাজীবীর আর মঙ্গলামঙ্গল কি?

শান্তি। ——আছে আছে আছে!
নৈলে কেন নন্দী আমায় আ'স্‌তে দেয় না কাছে?

শিব। ও কি বলে?

নার। আস্‌বার সময় নন্দী ওরে রোধ ক'রেছিল, আমার অনুরোধে শেষে ছেড়ে দিলে!

শিব। শান্তিরাম কি ক্ষিপ্ত?

নার। নির্লিপ্ত বটে!

শান্তি। ——ক্ষিপ্ত লিপ্ত বুঝিনে;
গুপ্ত আছে হৃদ্‌-মাঝারে, তারে আমি ছাড়িনে!

(লম্বমানভাবে পতিত ও লুণ্ঠিত)

শিব। এ কি?

শান্তি। হায়্ কি কপাল্, হায়্ কি কপাল্!
ভবের্ কর্ত্তা এমন্ দয়াল্!

(উঠিয়া নাচিতে নাচিতে)

শান্তিরাম্ তুই রাজার্ রাজা!
নেচে উঠে বগল্ বাজা!

(কক্ষবাদ্য ও নৃত্য)

শিব। (সহর্ষে) শান্তিরাম! তুমি কি চাও? যা চাবে তাই পাবে!

শন্তি। আর্ কি চাব আর্ কি পাব? চাবার্ পাবার্ কিছুই নাই!
একটী কেবল্ চাইতে আছে, সেইটী সেইটী সেইটী চাই!

শিব। কি বল?

শান্তি। ভজন্ পূজন্ সাধন্ বিনা,
আমার্ গাঁজা ভিজ্‌বে কিনা?

শিব। তথাস্তু!

শান্তি। (নৃত্যপূর্ব্বক) শান্তিরাম্ তুই হ'লি রাজা;
শুভক্ষণে ধ'র্লি গাঁজা!
গাঁজার্ গুণে ঘুচ্‌লো সাজা;
বম্ ববম্ ডুগাল্ বাজা!
গোলোকে ভিজেছে গাঁজা;
কৈলাসে তোর্ ভিজ্‌লো গাঁজা;
যম্ রাজাকে দেখা মজা!
ঝট্ পটাপট্ বগল্ বাজা!

নার। (সহর্ষে) প্রভো! এই তো সঙ্গত!—আশুতোষ আখ্যাটী বেদের উক্তি! অনেক দিনের পর আ'জ্ সেই নামের সাফল্য আর ভক্ত-বাৎসল্য দর্শনে জীবন সার্থক হ'লো! এক্ষণে অনুমতি হয় তো বিদায়—

শিব। কেন নারদ, এত ত্রস্ত যে?

নার। আজ্ঞে বস্‌বার যো নাই—ত্রিভুবন পর্য্যটন ক'র্ত্তে হবে।

শিব। কি সূত্রে ?

নার। মহা যজ্ঞ—(রসনাগ্রদন্তে শ্রুতস্বরে স্বগত) কি ক'ল্লেম ? যা ব'ল্‌বো না, তাই ব'লে ফেল্লেম ! (প্রকাশ্যে) জানেন তো আমার দশাই ঘুরে বেড়ানো !

শিব। (সহাস্যে) মহা যজ্ঞ ! মহা নিমন্ত্রণ ! মহা অপ্রতিভ ! মহা ব্যস্ত ! কি হে কাণ্ডটা কি ? নারদ ! তবে কি কৈলাস পর্ব্বত ত্রিভুবনের মধ্যে নয় ?

নার। প্রভু তো ত্রিভুবনের অতীত !

শিব। প্রভু অতীত বটেন, কৈলাসনাথ তো নন ! ঐশ্বর্য্যভাগে বটে, যজ্ঞভাগে তো নই !

নার। স্থল বিশেষে যজ্ঞেও অতীত হন !

শিব। তবে অতীত নয়, বঞ্চিত কও ! তাও অদ্যাপি হয় নাই ; যদি হয়, এই প্রথম ! কিন্তু এমন স্থল আ'জ্ হঠাৎ কোথা পেলে ? এমন সাহসিক যাজ্ঞিকই বা সহসা কে হ'য়ে উঠ্‌লো ?

নার। যার চারি পাদ পুর্ণ—যার অহংজ্ঞান দুরাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ !

শিব। তার যজ্ঞে নারদ ব্রতী, অসম্ভব !

নার। দর্পহারীর নিয়োগ—প্রয়োজন দর্পচূর্ণ !

শিব। তবে তূর্ণ !

নার। এই আমার গমনাপেক্ষা !

শিব। (সহাস্যে) ব্যক্তি কে হ্যা নারদ ? কারণ কি ?

নার। ব্যক্তি ভায়া ! কারণ ভৃগুযজ্ঞ !

শিব। (গম্ভীর ভাবে) সতীর জন্যই চিন্তা !

নার। (সহাস্য) সংসারী হ'লেই নিশ্চিন্ত হবার যো নাই, তা তো পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম। তখন ব'ল্লেন, তাতে দুঃখও আছে সুখও আছে, এখন সুখ দেখুন !

শিব। তা চিন্তাই বা কি ? সতী এ কথা না শুন্‌লেই হ'লো !

নার। ইচ্ছাপূর্ব্বক ফণীর মুখে কে হাত দেয় ?

শিব। যে বক্তা তারেই ভয় !

নার। ভয় ক'ল্লেই ভয়!

শিব। সে কি? তবে ভয় আছে নাকি?

নার। (শান্তিরামের প্রতি সহাস্যে) শান্তিরাম! কথা কওনা যে? যিনি মৃত্যুঞ্জয়, তিনিও ভয় পান!

শান্তি।
ভয়্ ভয়্ ভয়্,
কারো কাছে নয়্,
ভক্তের্ কাছে ভয়্—
পাছে রুষ্ট হয়্!

ভয়্ ভয়্ ভয়্,
আর্ কারোকে নয়্;
ভাবুক্ জন্‌কে ভয়্—
পাছে শক্ত কয়্!

ভয়্ ভয়্ ভয়্,
আর্ কারোকে নয়্;
আব্‌দেরেকে ভয়্—
পাছে কেড়ে লয়্!

[দ্রুত প্রস্থান।

নার। শান্তিরাম! তিষ্ঠ, আমিও যাই।

শিব। যা ব'ল্লেম, স্মরণ রেখো!

নার। মরণ না হ'লে কি স্মরণ যাবে?

[প্রণাম ও প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পুরী।

(জয়া বিজয়ার সাহায্যে সতীর রুদ্রাক্ষমালা গ্রন্থন)

জয়া। বিজয়া! তুই ভুলে গেলি, পাঁচ পাঁচটা ছোট মালার পর এক একটা বড় হবে, তুই একবারে বারটা পরিয়ে ফেলেছিস্।

বিজ। কেন, ভুল্‌বো কেন? বারটী ক'রে ন ভাগে একশ আট্‌টী হবে (সতীর প্রতি) না মা?

সতী। না বাছা, তা হবে না, জয়া যা ব'ল্‌ছে সেই ঠিক। সে দিন কল্পনা দেবীর মুখে শুনিস্‌নি, আগে ওঁর পাঁচ মুখ দশ হাত ছিল, সেই জন্যেই পঞ্চানন নাম। দক্ষিণের পাঁচ হাতে একবারে পাঁচটী ক'রে মালা ধ'রে জপ ক'র্ত্তেন, সেই অবধি পাঁচটী ক'রেই থাক্ হয়ে আ'স্‌ছে।

জয়া। (করতালি দিয়া) ঐ আবার ভুলেছে—ছ টার থাক্ দিয়েছে!

সতী। বিজয়া, তুই মালা রাখ্ বাছা, আমরা গাঁ'থ্‌ছি। তুমি যাও, ভস্মগুলি চাপ ভেঙে ভাল ক'রে পিষে, রুলি বিভূতি এক ঠাঁই ক'রে রাখগে।

জয়া। আর সিদ্ধিগুলি ধুয়ে সেই শ্বেতকুণ্ডে ভিজিয়ে রাখিস্, আমরা মালা গেঁথে বেলপাতা বাছি।

(নেপথ্যে—মাগো জগদম্বে!)

[বীণাস্বর-সংযুক্ত গীত]

রাগিণী গৌড়-সারেঙ—তাল ঢিমাতেতালা।

সতী কোথা গো মা? হর-মনোরমা, ভীমা, নিরুপমা,
কৈলাস-চন্দ্রমা, ভুবন-মোহিনি!
বিরিঞ্চি-কুল-নন্দিনি, বিরিঞ্চিবন্দিনি!
পূজিতা সুরে, সদাশিব-পুরে, সদা মঙ্গলরূপিণি! ১।

সুশীলা সরলা বালা, লীলা-প্রমোদিনি !
শঙ্করী গৌরী, সতী-কুলেশ্বরী, নামেতে ধন্য ধরণী ! ২।

বিজ। নারদ ঋষি আ'স্‌ছে মা ! বলেন তো ক্ষণেককাল তার কথা বার্ত্তা শুনে যাই।

সতী। (মৃদুস্বরে) আচ্ছা, থাক।

[নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ ও উভয়ের প্রণাম]

নার। আহা ! কৈলাসে এসে এ পাদপদ্ম না দেখে গেলে কি রক্ষা থা'ক্তো, ধড়্ ফড়্ ক'রেই ম'রে যেতেম !

সতী। কেন ? আ'স্‌তে বারণ করে কে ?

নার। পিতৃব্য ঠাকুর, আর কে ?

সতী। কেন ?

নার। সে অনেক কথার কথা, এখন খাবার কি আছে দাও !

সতী। না ব'ল্লে, বাছা, পাবে না !

নার। হ্যাঁ গা মা, মার মুখে কি এমন কথা সাজে মা ? স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সব স্থানে ঘুরি, কিন্তু এমন মা কোথাও দেখিনি ! অসুরের মা যারা, তারাও ছেলে কিছু খেতে চাইলে আগে দেয়, তার পর যা বল্‌বার তা বলে, যা শোন্‌বার তা শোনে !

সতী। (বিজয়ার প্রতি খাদ্য জন্য ইঙ্গিতপূর্ব্বক সহাস্যে) নারদ, ইটী কে ? (শান্তিরামের প্রতি দৃষ্টি)

[বিজয়ার প্রস্থান।

নার। ইটী মায়ের সন্তানের সন্তান !

জয়া। তোমার সন্তান ! আইবুড়োর ছেলে !

নার। ওরে জয়ি ! তুই কি বুঝবি ? মা বুঝেছেন, আমি বুঝিছি, আর শান্তিরাম বুঝেছে। কেমন শান্তিরাম ! কথা কও না যে ?

[বিজয়ার প্রবেশ]

বিজ। (নারদকে ফলদানপূর্ব্বক) এই ন্যাও, খাও, যত পার গেলো।

শান্তি। (নিজ মুখে অঙ্গুলি দিয়া)

রসনা তোর্ আড়্ ভাঙিনি ?
গুরুর্ আজ্ঞা তাও শুনিস্‌নি ?
ওট্‌না নেচে ফোট্‌না খই ;
মনের্ কথা আয়্‌না কই !
যারে ডাকিস্ সেই না অই ?
এখন্ চিন্তে পারিস্ কৈ ?
বল্‌না তোর্ যা ব'ল্‌তে আছে ?
ব'ল্‌বি গে আর্ কার্ কাছে ?
ম'রে পাবি ভেবেছিলি ;
জীয়ন্তে আ'জ্ এই যে পেলি !—
শান্তিরামের্ ভাবের্ ঝুলি ;
তুই তো দড়ি, আয়্‌না খুলি !
যদি বলিস্ খুল্‌বো কেনে ?
যার্ ধন্ সে খুলুক্ টেনে !
বটে বটে তাইতো বটে—
আমি কেন খুল্‌বো হাটে ?
সত্যি বটে গিছ্‌লেম্ ভুলে—
যার্ ধন্ সে দেখুক্ খুলে !

সতী। (সহাস্যে) শান্তিরাম! আ'জ্ অবধি কৈলাসধাম তোমার বিশ্রাম-স্থান হ'লো।

শান্তি। (কক্ষবাদ্য ও নৃত্যপূর্ব্বক)

হায়্ কি কপাল্, হায়্ কি কপাল্ ;
বাপ্ চেয়ে মা এমন্ দয়াল্ !
বাপের্ কাছে চেয়ে পাই ;
না চাইতে মা দিলেন্ ঠাঁই !
শা'স্তে পাগল্ ধুক্‌ড়ি ফ্যাল্ !
ঘর্ পেলি তার্ সোনার্ দ্যাল্ !

শা'ন্তে পাগল্ গাঁজা ডল্;
যমের্ বড়াই পায়ের্ তল্!
সাবাস্ শা'ন্তে আর্ কি চা'স্?
শম্ভু পেলি বিনে চাষ্!
চাবার্ পাবার্ আর্ কি আছে?
ফল্ ফ'লেছে সদ্য গাছে!
ভাবিস্ কিরে শা'ন্তে মড়া?
সাম্নে চরণ্ শান্তি ঘড়া।
সুধা পড়ে চরণ্ বেয়ে,
নেনা নেয়ে নেনা খেয়ে!
ধর্না জোরে শান্তি ঘড়া;
যমের্ পথে দেনা ছড়া!
তিন্তাধিনা পাকা নোনা—
ঘুচ্লোরে তোর্ আনাগোনা!

নার। তবে শান্তিরাম, আমার সঙ্গে আর যাবে না? আমার ঢেঁকির মায়া ভুলে গেলে?

শান্তি। (ও যার্) পাখ্না নেড়ে, ধূলো ঝেড়ে, ল্যাজ্টা মুড়ে,
যম্কে মারি,
(ও সেই) প্রাণের্ পাখী, গুণের্ ঢেঁকি, তারে আর্ কি,
ভুল্তে পারি?
(হবে) দিনের্ বেলা, ঢেঁকি চালা, রেতের্ পালা,
বলদ্ সেবা—
(তুমি) সারা দিন্টী, ভুবন্ তিন্টী, ঘুরে যখন্
ঘুম্টী দেবা।
(ফিরে) এসে তখন্, ঢেঁকির্ বাঁধন্, ষাঁড়ের্ সেবন্,
গাঁজার্ ডলন্!
(গাঁজার্) দমে দমে, গমে গমে, টানের্ চোটে,
কাঁ'প্বে শমন্!

(আ'জ্‌তো) যাগ্‌ দেখ্‌তে, বাপ্‌ ঘরেতে, মায়ের্‌ গমন্‌,
হবে যখন্‌ ;
(অম্নি) ষাঁড়ের্‌ রথে, নন্দীর্‌ সাথে, যগ্‌গি খেতে,
যাব তখন্‌ !

(নৃত্য)

তিন্তা ধিনা পাকা নোনা।
ঘুচ্‌লোরে তোর্‌ আনাগোনা !

সতী। শান্তিরাম ! "যাগ্‌ দেখ্‌তে" কি ব'ল্লে ?

নার। (স্বগত) উত্তম ! (প্রকাশ্যে) মা, পাগলের অনর্থ কথার কি সব অর্থ হয় ? যা মুখে আসে, তাই বলে।

সতী। না নারদ ! অর্থ না থা'ক্‌লে গোপন ক'র্ত্তে অত ব্যস্ত হ'তে না ! আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হ'চ্ছে, আমি অবশ্যই শুন্‌বো !

নার। কি শুন্‌বেন ?

সতী। "যাগ্‌ দেখ্‌তে" কি ?

নার। তোমার বাপের বাড়ী কালে ভদ্রে যদি কখনো কোনো যাগ যজ্ঞ হয়, তবে বৃষরথে নন্দীর সঙ্গে যেতে পা'র্ব্বে, শান্তিরামের এই ভাব। (শান্তিরামের প্রতি) না শান্তিরাম, এই না ?

শান্তি। কালে ভদ্রে কারে বলে ?
যাগ্‌ তো হবে কা'ল্‌ সকালে।
শা'স্তে পাগ্‌লা সাজ্‌রে সাজ্‌—
মায়ের্‌ সাথে যাবি আ'জ্‌ !

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

সতী। কি নারদ ! আমায় বঞ্চনা ?

নার। (সহাস্যে) এ বঞ্চনায় যেন আমায় বঞ্চনা ঘটে না !

সতী। যদি সে ভয় থা'ক্তো, তবে এত দূর হ'তো না !

নার। যদি সে ভয় না থা'ক্তো, তবে এত দূর হওয়া কি, এত দূর আসাও হ'তো না !—আর শান্তিরামের বাক্‌যন্ত্র কি যন্ত্রী নৈলেই বা'জ্‌তো ?

সতী। নারদ, সত্য বল, কেন এমন হ'লো? আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো; বাবা কা'ল্ যজ্ঞ ক'র্ব্বেন, কৈলাসে লোক এলো না, জামাইকে ব'ল্লেন না, আমায় নিয়ে গেলেন না, তুমি এসেও সে কথা তুল্লে না, দৈবযোগে আভাস পেলেম, তবু খুলে ব'ল্‌ছো না! হায় নারদ, এই এক নিমিষের মধ্যে কতখানা জড় হ'য়ে প্রাণ যে কেন এমন ক'চ্ছে, কিছুই জানিনে! যাগ যজ্ঞ দূরে থা'ক্, কে কেমন আছেন, তাও বুঝ্‌তে পা'চ্ছি নে! আমার মাথা খাও, খুলে বল, কি হ'য়েছে?

নার। হ্যাঁগা মা! বিদ্যাবতী, গুণবতী, অচঞ্চলা, সুশীলা, গুণশী না, কতই কেন হ'ক্ না, অবলা হ'লেই কি লঘু বুদ্ধি যায় না? তার সাক্ষী, সর্ব্বগুণে ত্রিভুবনে অনুপমা হ'য়েও তুমি মিছে বিপৎপাতের আশঙ্কায় বিমুগ্ধা হ'য়ে উঠ্‌লে! আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, তোমার জনক জননী ভগ্নীগণ জনে জনে সপরিজনে স্বচ্ছন্দে আছেন, কোনো পক্ষে কোনো অসুখ নাই!

সতী। কেন নারদ, মিছে কথার আড়ম্বরে আমাকে ভুলাও? তাঁরা ভাল আছেন ব'ল্লে ভালই; সেই সঙ্গে যজ্ঞের কথাটী অম্নি ব'ল্লে না কেন?

নার। যজ্ঞের কথা যার মুখে শুন্‌লেন, তার মুখেই শুনুন, আমার সে অগ্নিতে হাত দে কাজ কি?

সতী। কিসের অগ্নি নারদ?

নার। কোপাগ্নি! নচেৎ আর কোনো অগ্নিকে নারদ কি ভয় করে?

সতী। কার্?

নার। যাঁর কোপাগ্নিতে একবার আমার বাবার মাথা উড়ে গেছে, আমিতো কোন্ ছার!

সতী। নারদ! আমার বাপের বাড়ী যজ্ঞ—উৎসবের কথা, আহ্লাদের কথা; সে কথা আমায় ব'ল্লে তাঁর কোপ হবে কেন?

নার। তবেই তো মা, যা না বল্‌বার তাই ব'ল্‌তে হয়! (শ্রুতস্বরে স্বগত) আমার হ'লো উভয় সঙ্কট! উভয় কেন, ত্রিসঙ্কট! ত্রিসঙ্কটই বা কৈ? চতুঃসঙ্কট! প্রথম তো—ভায়া ব'ল্লেন কৈলাসে যেয়োনা। দ্বিতীয়;—প্রসূতী ব'ল্লেন, কৈলাসে যাবেই যাবে। তার পর যদি বা এলেম, কর্ত্তাটী ব'ল্লেন, তোমার মা যেন শুনেন না—তাঁর সঙ্গে দেখাও ক'রো না! সেই হ'লো ত্রি-

সঙ্কট! যদি অম্নি অম্নি চ'লে যাই, কোনো উৎপাত হয় না। তা কেমন ভোলা মন—আর এ বয়সে ভোলাই বা না হয় কে?—দু পা যেতে না যেতেই ভোলানাথের অনুরোধটী ভুলে গেলেম; মাকে দেখ্‌তে এলেম। তা এলেম এলেম, তাতেও তত দোষ হয় নি; কিন্তু আ'স্‌তে আ'স্‌তে যজ্ঞের কথাটা যদি শান্তিরামকে না বলি, তবে আর কোনো গোল হয় না! এখন করি কি? এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা, পেছুলেও তাই! এখন ধরা পড়িছি, চতুঃসঙ্কটের চা'র্ পা পূরে উঠেছে—আর পার পাবার যো নাই—যা করেন হরি!

সতী। বাছা, আর একটী কথা ব'ল্লেই তুমি পার পাও!

নার। কি মা?

সতী। নারদ! কি ব'ল্‌বো, ব'ল্‌তে বাক্য এসে না; বাছা, আমি বড় দুঃখিনী, আমি ভিকারীর ভিকারিণী! কিন্তু মা বাপ আছেন। ত্রিজগতে মা বাপের মতন ব্যথার ব্যথী কে? আমার তো আর কেউ নাই।

নার। কেন মা, তোমার ভগ্নীরা? লোকের একটী ভগ্নী থা'ক্‌লেও কত সুখ, তোমার তো সাতাশ্‌টী!

সতী। সত্য নারদ, আমার সৌভাগ্যবতী সাতাশ্‌টী সহোদরা—তায় আমি তাঁদের সবার ছোট—সবারি প্রাণতুল্য স্নেহের পাত্রী হব, এই তো কথা। কিন্তু হায়! আমার কপাল দোষে, কি হয়তো ভিখারিণী ভেবে, তাঁরা কেউ দেখ্‌তে পারেন না—একবার মুখ তুলেও চেয়ে দেখেন না!—না, না, আমার ভুল হ'য়েছে; মুখ তুলে নয়, আমায় দেখ্‌তে গেলে তাঁদের মুখ নীচু ক'রে দেখ্‌তে হয়; কেননা, তাঁরা থাকেন উচ্চ চন্দ্রলোকে, আর আমি এই পর্ব্বত-বাসিনী—বন-বাসিনী—নিতান্ত কাঙালিনী! তাই বলি নারদ, কেবল মা বাপের মুখ চেয়েই সকল দুঃখ স'য়ে আছি! মনে জা'ন্তেম, মা বাপেরও মেয়ে কটা বৈ আর কেউ নাই, তায় আমি ছোট মেয়ে, সব্ চেয়ে বাবা কৈলাসে আগে দৃষ্টি রা'খ্‌বেন! নারদরে! আ'জ্ বুক ফেটে যা'চ্ছে, সেই বাবা কি দোষে তোমায় কৈলাসে আ'স্‌তে মানা ক'ল্লেন?

নার। মা! যেরূপে হ'ক্, যখন শুনে ফেল্লেন, তখন আর ব'ল্‌তে দোষ কি? ভৃগু-যজ্ঞে একটী বৃহতী সভা হয়, সেই সভায় পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি ত্রিলোকের লোক উপস্থিত ছিলেন। যৎকালে প্রজাপতি দক্ষ সভাস্থ হন,

তখন প্রায় সকলেই উঠে তাঁর সমাদর ক'ল্লে'ন; সেই সঙ্গে কৈলাসনাথ উঠেন নাই ব'লে রাগ ক'রে এক মহা যজ্ঞের উদ্যোগ ক'রেছেন; সে যজ্ঞের নাম "দক্ষ-যজ্ঞ" অথবা "শিবহীন যজ্ঞ"! অভিমান তার মূল, দর্প তার কাণ্ড, মত্ততা তার পাতা, শিবাপমান তার ফুল, ফল যে তার কি হবে মা, তা আমি এখনো জানি না! অশিব-যজ্ঞের অশিব ফল বৈ আর কি হ'তে পারে? এই তো মা, সব শুন্‌লে, এখন যা ভাল হয় কর!

সতী। (সরোদনে) হা পিতঃ! যে দাক্ষায়ণী তোমার বড় আদরের মেয়ে, তারেই শেষে জলাঞ্জলি—একবারে জলাঞ্জলি—বিনা দোষে জলাঞ্জলি—অপমানের সহিত জলাঞ্জলি! নারদরে, তবে আর এ প্রাণ রেখে ফল কি? অন্য নয়, পিতা মাতা যারে বিমুখ, তার আর বেঁচে কি সুখ? মাগো! যারে চ'কের আড় ক'র্ত্তে না—বুক্ থেকে নামাতে না, আমি না তোমার সেই মেয়ে? হা বসুন্ধরে! দ্বিধা হও, তোমাতেই প্রবেশ করি, এমুখ আর লোকালয়ে দেখাব না! হা বৎসে জয়া বিজয়া! অগ্নি জ্বালো, তাপিত প্রাণ শীতল করি!

নার। মা, ক্ষান্ত হও, কথা শুন; দেবী প্রসূতীর দোষ নাই, তিনি আমায় শপথ দে পাঠিয়েছেন, তিনি তোমায় না পেলে প্রাণ ধারণ ক'র্ব্বেন না। তুমি স্বচ্ছন্দে মার কাছে যাও, তোমার পিতার ব্যবহার দেখে শুনে কাজ নাই!

সতী। নারদ রে! প্রাণ বিদীর্ণ হয়; পিতা ত্যাগ ক'ল্লে'ন, মার কি সাধ্য?—আমি বিনা নিমন্ত্রণে যাব, আমার শঙ্করের অপমান হবে, তাও কি প্রাণে সয় রে নারদ?

নার। এই তো মা, এত বুঝ সকল বুঝ না; পিত্রালয় তো আব্‌দারের স্থান, সেখানে যেতে আবার নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কি? তোমায় দেখ্‌লে কি আর প্রজাপতির সে ভাব থা'ক্‌বে? একটু লঘুত্ব স্বীকার ক'ল্লে যদি সব দিক্ রক্ষা পায়—সকল জ্বালা ঘুচে যায়, তবে তা কে না করে? আর কার্ কাছেই বা লঘুত্ব? পিতা মাতার কাছে সন্তানের আবার লঘুত্ব গুরুত্ব কি? দূর হ'ক্, আমার এসব কথায় কাজ কি? এখনি পিতৃব্য ঠাকুর ব'ল্‌বেন, নারদা অল্লেয়ে দায় বাঁধিয়ে গেছে! কাজ নাই বাবা—আমি বনবাসী, ঋষিতপস্বী,

ফলমূলাশী, সংসারত্যাগী উদাসী, সাংসারিক লোকের কথায় আমার থাকাই নয়! কেবা পিতা, কেবা মাতা, কেবা কন্যা, কেবা স্ত্রী, কেবা পতি, কিছুরি ধার ধারিনে—প্রস্থানই উচিত! কৈ শান্তিরাম কৈ? (চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি) কোথায় গেল? (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে শান্তিরাম! শান্তিরাম হে!—

(নেপথ্যে—গুম্ গুম্ হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ ও চীৎকার শব্দ)

ওকি? এই সব শব্দ, শান্তিরামের চীৎকার; কাণ্ডটা কি?

জয়া। বুঝি তোমার শান্তিরামকে ভূতে পেলে!

নার। আচ্ছা দেখি, কে কারে পায়! (সতীর প্রতি) মা, তবে এখন বিদায়—

সতী। যাও, আমিও দেখি!

নার। তাঁরে না ব'লে?

সতী। না বাছা, তাও কি হয়?

নার। তবে প্রণাম—দেখ্‌বেন, আমি যেন কোনো দিগে লজ্জা না পাই!

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত—বিল্বকুঞ্জ।

[রোরুদ্যমানা সতী ও শিব উপস্থিত]

শিব। এর জন্য প্রিয়তমে, রোদন কেন? স্বামী-সোহাগের সঙ্গে পিত্রালয়-সুখ স্ত্রীলোকের পরম সৌভাগ্য, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সব সমান হয় না। স্বামী-পক্ষে ত্রুটী না হ'লেই যথেষ্ট, পিতৃপক্ষের আদর চিরদিন সমান থাক্‌বার নয়, এই জন্যই তার অভাবে অতটা এসে যায় না! তবে প্রিয়ে, এত অভিমান—এত দুঃখের বিষয় কি?

সতী। (সরোদনে) হা নাথ! আমার যে সে পক্ষে এখনি এমন হবে, তা স্বপ্নেও জা'ন্তেম না! এ যে আমার নিতান্ত নূতন দুঃখ; নূতন অস্ত্রের ন্যায় এর ধার যে বড় তীক্ষ্ণ! এ যে নাথ অকস্মাৎ, যারে বলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! হায়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়—আর সয় না! কল্পনাতেও কথনো ভাবিনি, এখনি আমার এমন হবে! যে পিতা ঋষির রাজা হ'য়ে, কঠোরস্বভাব হ'য়ে, আমোদ আহ্লাদ বড় একটা না জেনেও, আমাকে নিয়ে কত আমোদ, কত খেলা, কত সোহাগ ক'রেছেন—আমায় দেখ্‌লেই কাঠিন্য ভুলে কারুণ্যরসে গ'লে যেতেন—আমায় পেলে ঋষিত্ব, প্রবীণত্ব আর গাম্ভীর্য্য ছেড়ে বালকের মত ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখাতেন, আর সামান্য গৃহস্থ পিতার ন্যায় স্নেহের কত মাধুর্য্যই প্রকাশ ক'র্ত্তেন, সেই পিতা এই ক'র্লে্ন!

শিব। কেন প্রিয়ে, এ তো অসম্ভব নয়;—বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বার্দ্ধক্যে পুত্র, অবলাজনের এই যে অবস্থাত্রয়ের ব্যবস্থা আছে, তাই কেন ভাবনা?

সতী। নাথ! আমার যে বাল্যই মনে পড়ে! (সলজ্জ) অন্য কাল যে কবে হ'লো, তাতো কিছুই জানিনে; নিজগুণে আমায় সংসার-ভার

দিয়ে গৃহিণী ক'রেছ; আমি যে এখনি মা বাপের কথা ভুলি, তা তো পারিনে! প্রভুর অকৃত্রিম প্রেমসুধায় মত্ত থেকেই হ'ক্; কি শ্রীচরণের কোনো আশ্চর্য্য আকর্ষণ-গুণেই হ'ক্; কি পাদপদ্মসেবায় অভাবনীয় সুখ জন্মায় ব'লেই হ'ক্; জানি না, কি কারণে আমার মন কৈলাসে এত বদ্ধ আছে; নৈলে নাথ, এ বয়সে মায়াময়ী মা ছেড়ে কি কেউ এত দিন থা'ক্তে পারে? কিন্তু এতকালের মধ্যে এক দিনের জন্যও আমার মন এত চঞ্চল হয়নি, আ'জ্ কি জানি নাথ, প্রাণ আমার কেন এমন হ'য়ে উঠ্‌লো?

শিব। (সহাস্যে) যাগ যজ্ঞ উৎসব দেখ্‌বার জন্য কোন্ বালিকার মন না উৎসুক হয়?

সতী। কিন্তু প্রভু, আমি তো সে বালিকা নই—আমি ভালরূপে আমার মন পরীক্ষা ক'রে নিশ্চয় ব'ল্‌ছি, যাগ যজ্ঞ উৎসবের দিকে আমার মনের কোনো কৌতুক নাই—আমোদ আহ্লাদে কোনো ইচ্ছা নাই—বিষয় বিভব জাঁক জমকে কিছু মাত্র লোভ নাই! আমি এই পাদপদ্মগুণে কৈলাসের ঈশ্বরী, শিবের শিবানী, ভবের ভবানী, মহেশের দাসী মহেশ্বরী হ'য়েছি; আমার আর সামান্য যাগ যজ্ঞই বা কি, আর ইন্দ্রাণীর অসামান্য ঐশ্বর্য্যই বা কি, কিছুতেই মনকে আকর্ষণ ক'র্ত্তে পারে না! এ হ'তে আবার উচ্চ সাধ কি হ'তে পারে? কিন্তু দেব! তবু আ'জ্ মাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ আমার বড় ব্যাকুল হ'য়েছে—বাবার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে, তাঁরে দুটো কথা ব'ল্‌তে প্রাণ যার পর নাই পাগল হ'য়ে উঠেছে!

শিব। সেই বাবা, যিনি তোমায় ছেড়ে—তোমার শিবকে ছেড়ে ত্রিলোক নিয়ে যজ্ঞ ক'চ্ছেন? তবে প্রিয়ে, অপমান আর বাইরে নয়, ঘরেই হয়!

সতী। প্রভো! লোকে কথায় বলে, জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। তোমার শ্রীমুখেই কতবার শুনিছি, বসুমতীর চেয়ে কেবল মা গুরু আর গগণের চেয়ে কেবল পিতাই উচ্চ। এ কথা তো অন্যের নয়, শিব-বাক্য—মহাবাক্য! সেই শিববাক্য যার ব্রহ্মজ্ঞান, সে তার সেই পিতা মাতা—সেই জন্মভূমিকে দেখ্‌তে যাবে, তাতে মান অপমান কি? আমার শিবের মুখেই তো শুনিছি, যে, যে অবলা পিতা মাতার মর্ম্ম জানে না, তাঁদের মর্য্যাদা রাখে না, তাঁদের সেবা ভক্তি করে না, তাঁদের প্রিয়কারিণী হয় না, সে

নারী পতির মর্ম্মও জানে না, পতির মানও রাখে না, পতিসেবাও পারে না, পতীর প্রিয়কারিণীও হয় না! তবে নাথ! যে পক্ষে বিচার হ'ক্, যেমন মা বাপ হ'ন্, যে অবস্থা উদয় হ'ক্, মা বাপের কাছে যেতে লজ্জা কি? মান হানিই বা কি? আমার প্রাণ নিতান্তই কাতর, তাই এত ব'ল্‌ছি, নৈলে আমার শিবের সম্মুখে এত কথা কি কখনো কই?

শিব। প্রিয়তমে! তুমি মধু-ভাষিণী—তুমি সত্যরূপসুধাপ্রসবিণী! তোমার একটী কথাও অযৌক্তিক নয়—নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নয়! কিন্তু সতি! বিনাহ্বানে কোথাও যেতে নাই—

সতী। এ কথা কি আমার শিবের মুখে শোভা পায়? অন্য কারো সঙ্গে কি মা বাপের তুলনা? যাঁদের হ'তে পৃথিবী দেখা; যাঁদের অসাধ্য সাধনায় মানুষ হওয়া; যাঁদের সমান সুখের সুখী দুখের দুখী আর নাই; যাঁদের হ'তে সব; তাঁরা যদিও সন্তানকে ভুলে যান, তবু তাঁদের ঋণ কি সন্তানের ভুলে যাওয়া উচিত? যদি কোনো রাগের ভরে তাঁরা বিমুখ হন, তার শোধ দেওয়া কি সন্তানের উচিত? যদি তাঁরা বুঝ্‌তে না পেরে অকারণে অভিমান-ভরে অপমানই করেন, সে অপমানকে মান জ্ঞান ক'রে তাঁদের ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা পাওয়া কি সন্তানের উচিত নয়? তাই নাথ! আমি তাই ভেবেই যা'চ্ছি! বাবার মন মিথ্যা অভিমানে পূর্ণ হ'য়েছে। বাবা কি আমাদের প্রতি স্নেহ ত্যাগ ক'রেছেন? কখনই না! তুমি তাঁরে অপমান ক'রেছ, তিনি এই ভেবেই এই অপমান ক'র্ত্তে চেয়েছেন!

শিব। সতি! তুমি গেলে সে অপমান পূর্ণ হবে, না গেলে বরং অপূর্ণ থা'ক্‌বে! তুমি কি সেই অপূর্ণ অপমানকে পূর্ণ ক'র্ত্তে যাবে?

সতী। হা নাথ! দাসীকে আ'জ্ এত নিষ্ঠুর কেন? তুমি সর্ব্বজ্ঞানী হ'য়েও অবলা জনের মনের ভাব যে বুঝ্‌তে পার না, সে কেবল অভাগিনীর অদৃষ্ট! (রোদন) হায়! আমি এ মর্ম্মপীড়া কার কাছে কই? কে বা সান্ত্বনা করে? হায় অভাগিনী কোথায় যায়? সে দিগে জন্মদাতা পিতা, এদিগে যার বাড়া নাই পতি! তিনি ভা'ব্‌লেন তাঁর অপমান, ইনি ভা'ব্‌লেন এঁর অপমান! তিনি ক'ল্লে'ন রোষ, এঁরও দেখ্‌ছি ঘোর অসন্তোষ! তিনি ভা'ব্‌ছেন তাঁর মান বাড়াবেন—এঁর অপমান ক'র্ব্বেন! কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে

পা'চ্ছি, তিনিই মান হারাবেন! এ অভাগিনীর দুই দিগেই বিষম! অভাগিনীর ক্ষুদ্র জীবনলতার দুই দিগে দুই তরু; একটী জন্মতরু—যা হ'তে উৎপত্তি, আর একটী আশ্রয়তরু—যাঁর আশ্রয় বৈ গতি নাই! বল দেখি জীবিতেশ্বর, আমি কি করি? জন্ম-তরু হ'তে ছিন্ন হ'লেও বাঁচি না, আর আশ্রয়তরুর একটী বাকলে যদি আঁচড় লাগে, তাতেও প্রাণ রবে না!

শিব। সতি! ক্ষান্ত হও—

সতী। না কান্ত! ক্ষান্ত হব না—ক্ষান্ত হব কিসে? এখন যে সেই জন্ম-তরুরি সর্ব্বনাশ দেখ্‌ছি! তিনি কি পর? তিনি যে আর কেউ নন, তিনি যে নাথ, আমার পিতা; এই জন্য তোমারো পিতা! তিনি যে তোমা বৈ জা'ন্তেন না, কেন তাঁর এমন বুদ্ধি হ'লো? (পিতৃ-উদ্দেশে যোড়হস্তে) হা পিতঃ! কি ক'র্ল্লে? কেন এমন অবুঝ্ হ'লে? হায়! তুমি সর্ব্বশাস্ত্র, সকল তত্ত্ব জেনেও কি মন্দভাগিনীর ভাগ্যদোষে ভ্রান্ত হ'লে? এত ভ্রান্ত যে, তৃণ হ'য়ে আগুন নিবাতে এলে! বালিকণা হ'য়ে সাগর শুকাতে গেলে!

শিব। সত্যই তোমার পিতার ঘোর ভ্রান্তি জ'ন্মেছে!—দেখ্‌ছি, ঘোর বিপদ উপস্থিত!

সতী। তবে নাথ! পিতার এই ঘোর বিপদ দেখ্‌তে পেয়ে কি চুপ্ ক'রে থাকা যায়? ঔরসজাতা কন্যা হ'য়ে এও কি কর্ত্তব্য হয়? একবার কি নাথ, তাঁরে বুঝিয়ে আসাও আমার উচিত নয়? আমি বাপের বাড়ীর ঝি, গেলেই বা এমন দোষ কি? যদি একটু খাটো হ'য়ে আমার পিতার ইহপর-কালের আসন্ন বিপদ কাটিয়ে আ'স্‌তে পারি, তাতে আমার জ্ঞানী শিবের বাধা দেওয়া কি ভাল দেখায়?

শিব। (সবিষাদে) সতি! তুমি সর্ব্বগুণে গুণবতী, কিন্তু বালিকা! তুমি পিতৃস্নেহে মুগ্ধা হ'য়ে যা না হবার তার জন্য প্রয়াস পা'চ্ছো! যদি হবার হ'তো, আমি কদাচ বাধা দিতাম না! হা মুগ্ধে! তোমার জনক দক্ষরাজাকে তুমি জান না, তাই তাঁর স্থির সংকল্প খণ্ডন ক'র্ব্বে আশা ক'চ্ছো! তিনি কারো কথা শোন্‌বার লোক নন—তিনি তোমার কথা শুন্‌বেন না! লাভে হ'তে তোমার অনিমন্ত্রণে গমন আর এই বসন ভূষণ দেখে তিনি আরো অশান্ত হবেন! অধিকন্তু লোকে ব'ল্‌বে, ভিকারিণী

কখনো কিছু দেখ্‌তে শুন্তে খেতে প’র্ত্তে পায় না, তাই অপমানিনী হ’য়েও যজ্ঞের লোভ সম্বরণ ক’র্ত্তে পা’ল্লে না—অনিমন্ত্রণেও এসেছে! তাই শুনে তুমি কাঁ’দ্‌তে কাঁ’দ্‌তে কৈলাসে আ’স্‌বে, দেখে আমার বুক ফেটে যাবে!

সতী। না প্রভো! আমি তোমার পাদপদ্ম ছুঁয়ে শপথ ক’রে ব’ল্‌ছি, যদি পিতা আমায় তেম্নি মমতা না করেন, আমার বিনয় বাক্য না শুনেন, কি যদি আমার শিবের কোনো অমর্য্যাদার কথা কন, তবে আমি এক তিলও রব না, কিছুই আহার ক’র্ব্বো না, আর তাঁর গৃহে যাব না, আর তাঁরে পিতা ব’লে ডা’ক্‌বো না!

শিব। হা জীবিতেশ্বরি! হা পিতৃবৎসলে! তোমার এই অনর্থক পিতৃ-হিত-চিকীর্ষার ঔষধ নাই! এই বিফল পিতৃস্নেহের ফল যে আমার সুখনাশক গরল হবে, সেইটীই নিশ্চিত, (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ) আর আর সব অনিশ্চিত!

সতী। জগতের শিব হ’য়ে, কেন নাথ, অশিব কল্পনা ক’চ্ছো?

শিব। সতি! সাধে কি অশিব কল্পনা ক’চ্ছি? আমার স্বমুখে বলা নয়, কিন্তু না ব’ল্লেই বা তোমায় প্রবোধ দিতে পারি কৈ? ভেবে দেখনা কেন, যে যজ্ঞে শিব নাই, তাতে অশিব বৈ কি শিব হ’তে পারে?

সতী। যজ্ঞটী শিবহীন না হ’য়ে যাতে শিবময় হয়, সেই জন্যই তো যাওয়া!

শিব। হা বালবুদ্ধে! দেখ্‌ছি, অত্যন্ত পিতৃ-ভক্তিতে তোমার বুদ্ধির লঘুতা ঘ’টে উঠ্‌লো! তোমার সেই পিতৃবাৎসল্য গুণে—আর গুণই বা বলি কেন—সেই দোষেই তোমার পতির সর্ব্বনাশের সোপান হ’লো! হা দাক্ষায়ণি! দক্ষকন্যাই যে শিবের যথা-সর্ব্বস্ব ধন, তা কি তুমি জান না? বহু তপ, বহু সাধন, বহু যত্নে যে হৃদয়মণি লাভ ক’রেছি, এত দিনে সেই ধনে বুঝি বঞ্চিতা হই! হায় সতি! ত্রিজগতে তোমার শিবের আর কেউ নাই—ন পিতা, ন মাতা, ন ভ্রাতা, ন জ্ঞাতিঃ, ন বান্ধবাঃ—কোনো খানে কোনো সম্বন্ধ নাই—কেউ নাই! তুমিই আমার অন্ধকারের এক মাত্র চন্দ্রিকা; নির্ব্বান্ধবতা মরুভূমির একমাত্র লতিকা; তুমিই আমার মৃতদেহে জীবসঞ্চারিকা; হৃদয়ানন্দ—লোচনানন্দদায়িকা! হা সতি! যে পতি অনন্যগতি, যে পতি পলকে হারায়, যে পতি তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে ত্রিলোক শূন্য দেখে, সে তোমা বিহনে কিরূপে প্রাণ ধারণ ক’র্ব্বে, তাও একবার ভা’ব্‌লে না?

তোমার শিবগত প্রাণও যে মর্ম্মব্যথা পাবে, তাও কি এখনো বুঝ্‌তে পা'চ্ছো না ?

সতী। নাথ! আমি কাতরে তোমার চরণে ধরি, এতে আমায় বাধা দিওনা! যা যা ব'ল্লে, আমি সব জানি; কিন্তু নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ না হ'লে আমি কখনই যেতে চাইতেম না!

শিব। প্রিয়তমে! আমি তোমায় কিছুতেই বাধা দিই না, কেবল এতে না দিয়ে থা'ক্তে পা'চ্ছি'নে! আমার সহিষ্ণুতা কত তুমি সব জানো; সকল দেবতা সকল প্রকার অপূর্ব্ব ভূষণ বাহন ঐশ্বর্য্যে শ্রীমান্, আমি সকলের পরিত্যক্ত বাহন ভূষণ বিভবেই তুষ্ট! সকলের পানীয় অমৃত, আমার বিষ! সকলের বহুতে, আমার অল্পেই তোষ—তাই নাম আশুতোষ! আমার অশুভ নাই, তাই নাম শিব! কিন্তু প্রিয়ে, আ'জ্ একথায় আমার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা, আনন্দের ব্যাঘাত, মঙ্গলের অভাব হ'য়ে উঠ্‌ছে! আমি কোনোমতেই—হায়! তোমার কথাতেও—প্রবোধ পেলেম না, ধৈর্য্য দিয়ে মন্‌কে বাঁ'ধ্‌তে পা'চ্ছি' না! আমার হৃদাকাশে অহর্নিশি সতীশশীর চির-পৌর্ণমাসী রূপটী অটল-ভাবে—অপরিবর্ত্ত্য-রূপে বিরাজ করে, আ'জ্ যেন আলোড়িত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় চঞ্চল হ'চ্ছে—আ'জ্ যেন হারাই হারাই জ্ঞান হ'চ্ছে! অতএব প্রিয়ে, ভিক্ষা দাও, আর চঞ্চলা হ'য়ো না, পাগলকে একেবারে আরো পাগল ক'রো না!

সতী। প্রাণবল্লভ! আমি তোমার পাদপদ্মস্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি', পিত্রালয়ে এই একবার মাত্র আ'জ্ আমাকে যেতে দাও; যদি পিতৃভাবের পরিবর্ত্তন না ক'র্ত্তে পারি, তবে আবার যখন কৈলাসে আ'স্‌বো, যখন এম্নি ভাবে আ'স্‌বো, আর বিচ্ছেদ না হয়! সেই মিলনের পর আর মা বাপের নাম মুখে আ'ন্‌বো না, সে স্নেহমমতা এককালেই ভুলে যাব, দাক্ষায়ণী নাম আর ধ'র্ব্বো না—যেন এজন্ম ঘুচিয়ে অন্য জন্ম গ্রহণ ক'রে এলেম, এম্নি ভাবে আ'স্‌বো!

শিব। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগপূর্ব্বক) তুমি ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছা তুমিই জানো—তুমি মহামায়া, তোমার মায়া তুমিই বুঝ্‌তে পার! তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাই কর; আর নিষেধ ক'র্ব্বো না, গৃহেও আর রব না; দেখো যেন

পাগলকে ভুলো না ; নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন ! (নেপথ্যাভিমুখে নন্দীর প্রতি) নন্দি ! রথ প্রস্তুত কর ; দক্ষালয়ে যাও—সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী মুল্‌তান—তাল জলদ্ তেতালা।

মিছে আরো কেন ?
যদি ত্যেজিল আনন্দময়ী আনন্দ কাননো !
বিনা সতী শশধরো,　　কৈলাসো ভূধরো,
হ'লো আঁধারো এখনো ! ১।
যারো লাগি ভিক্ষা মাগি,　　সংসারী শঙ্করো যোগী,
শিব-সর্ব্বস্ব সে ধনে,　　না হেরে ভবনে,
রবে. কেমনে জীবনো ? ২।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত—সতীর গৃহ।

[গণ্ডে কর-বিন্যাসপূর্ব্বক সতী উপবিষ্টা]

সতী। (স্বগত) তা আর হ'য়েছে! শঙ্কর যা ব'ল্লেন, দেখ্‌ছি তাই ঘ'ট্‌বে—পিতা কখনই সম্মত হবেন না—সে অগ্নি বাড়বানল, আমার কারুণ্য-জলে তার কি হবে? তবে কি যাব? দূরে আছি, বরং ভাল, তত তাপ লা'গ্‌ছে না! নিকটে গেলে যদি আরো উদ্দীপ্ত হয়, তবে তো সহ্য হবে না—একবারে দগ্ধ হ'তে হবে! (ক্ষণমৌনের পর) তা ব'লে নিশ্চিন্তইবা থাকি কেমন ক'রে? যত্ন বিনা কিছুই হয় না; আমায় দেখ্‌লে যদি ভাবান্তর হয়। যে কন্যাকে ক্রোড়ে না পেলে আহার নিদ্রা হ'তো না, পর্ব্বতের ন্যায় সেই মায়া কি তুচ্ছ রাগ-রূপ গোষ্পদে মগ্ন হবে? দূর হ'তেই বা বিপদকে এত বড় ভাবি কেন? কাছে গিয়েই কেন দেখি না? মনে তো লা'গ্‌ছে, মনোরথ পূর্ণ হবে। কিন্তু যদি না হয়, তবে তো সবে না—প্রাণও রবে না—সব দুঃখ সৈতে পারি, আমার শিবের অপমান—

[জয়ার প্রবেশ]

জয়া। মা! পুষ্কর মেঘ এসেছে।

সতী। কেন জয়া?

জয়া। সে বলে, মা বাপের বাড়ী যাবেন; অনেক পথ, বড় রদ্দুর, তাই সে মাথার ওপর ছাতার মতন হ'য়ে যেতে চায়! আর বলেন তো একটু একটু বৃষ্টিও হয়!

সতী। (মৃদুস্বরে) না মা! আমার অত সুখে কাজ নাই!

জয়া। কেন মা, মন্দই বা কি?

সতী। না বাছা! আমার সে সব আড়ম্বরে কোনো আবশ্যক নাই; যে তাপ অন্তরে, তাতো সে নিবারণ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে না, তার কাছে তপনতাপ কোন্ ছার!

জয়া। তবে তারে কি ব'ল্‌বো?

সতী। আমার আশীর্ব্বাদ দে বলগে, বেলা গেছে—এখন আর রৌদ্র তো নাই, তাকে আর কষ্ট ক'র্ত্তে হবে না!

[জয়ার প্রস্থান।

সতী। (স্বগত) পরে দয়া করে—বাবা কি নিদয় হবেন?

[বিজয়ার প্রবেশ]

বিজ। মা! পবন এসেছে।

সতী। কেন বাছা, পবন কি জন্য এলেন?

বিজ। আপনি পিত্রালয়ে যাবেন শুনে পবন ধীরে ধীরে আপনার সঙ্গে যেতে চায়। সে বলে, এখন জ্যৈষ্ঠ মাস, অত্যন্ত গুমোট, বিধাতার নিয়মে হয় বাতাস বন্ধ, নয় ঝড় হ'য়ে থাকে; কিন্তু আপনার অনুমতি হ'লে মন্দ মন্দ মলয়পবন বৈতে পারে!

সতী। না বাছা! জগতের হিতের জন্য যেরূপ স্বাভাবিক তাই থা'ক্ আমার জন্য অন্যরূপ কর্ব্বার আবশ্যক নাই! বরং এই কথাটী ব'লে দেও গে, যখন প্রয়োজন হবে, এখন বাইরে যেমন বায়ুর রোধ আছে, স্মরণ-মাত্রে যেন আমার ভিতরের বায়ুও তেম্নি রোধ ক'রে দেয়!

বিজ। মা! ওকি কথা?

সতী। (ব্যগ্রভাবে) যা ব'ল্লেম, ব'লে দেও গে না!

[সবিষাদে বিজয়ার প্রস্থান।

সতী। (স্বগত) হায়! পিত্রালয়ে যাব শুনে সকলেরি আহ্লাদ; কিন্তু কি ভাবে যে যাওয়া, তাতো এরা—

[নন্দীর প্রবেশ]

নন্দী। (করযোড়ে) মা! কুবের এসেছেন।

সতী। কেন বৎস?

নন্দী। আপনি দক্ষালয়ে যাবেন, সেখানে ত্রিভুবনের সমারোহ; তা

এ বেশে যাওয়া কেমন হয়? তাই তিনি কতকগুলো বসন ভূষণ এনে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন, অনুমতি হ'লেই এসে সাজিয়ে দেন!

সতী। যাও বৎস! কুবেরকে আমার আশীর্ব্বাদ দে বলগে, আমার কিছুতেই কাজ নাই!

নন্দী। মা! আমি এই কথা নে তাঁর সঙ্গে বিস্তর তর্ক ক'রেছি, তবু তিনি শোনেন না।

সতী। কি কথার জন্য তর্ক ক'রেছ, নন্দি?

নন্দী। আমি তাঁরে ব'ল্লেম, মার পাদপদ্মে একটী চন্দনমাখা জবা ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে দিলে, যত শোভা হয়; সহস্র কুবেরের ভাণ্ডার ভেঙে লক্ষ সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত মণিতেও তেমন শোভা হয় না! কুবের, তুমি বৃথা যত্ন ক'রো না, মায়ের আমার ওসব কিছুরি কাজ নাই, মার আবার অলঙ্কার কি? (ক্ষণ নিস্তব্ধের পর) মা! সাহস ক'রে একটী কথা ব'ল্‌বো?

সতী। বৎস! স্বচ্ছন্দে বল?

নন্দী। মা! আমার মনে এইটী জাগে মা—মার অঙ্গে অলঙ্কার দিলে যেন আমাদের মা আর থা'ক্‌বেন না; যেন—যেন—যেন কুবেরের মা, যেন মাতলির মা, যেন বৈকুণ্ঠের সেই মার মত হ'য়ে উঠ্‌বেন! তাই মা, তাঁর সঙ্গে বিবাদ ক'চ্ছির্লেম; তবু তিনি অনেক বিনয় ক'রে পাঠিয়ে দিলেন!

সতী। বৎস নন্দি! আমি যাতে তোমাদের মা থা'ক্তে পারি, তাই করগে—আর কারোর মা হ'তে আমার লজ্জা করে!

নন্দী। (প্রণাম পূর্ব্বক) মা! আ'জ্ "মা" ব'লে আরো প্রাণ জুড়ুলো!

[প্রস্থান।

সতী। (স্বগত) হা পিতঃ! আমার এত সুখ, এত আনন্দ, সব নিরানন্দ ক'রে দিলে! হা নিদয় বিধি! এ সুখের কিরণ কি তোর চ'ক্ষে সৈলো না?

[জয়া ও বিজয়ার দ্রুত প্রবেশ]

উভয়ে। মা! মাসী-মারা! এসেছেন!

সতী। (ম্লান ভাবে) কোথায়?

উভ। রথ দূরে রেখে তাঁরা হেঁটে আ'স্‌ছেন, এলেন ব'লে।

সতী। জয়া! তুমি যাও, আগিয়ে আন গে। বিজয়া! সেই পাতার আসন গুলি এনে বাছা বিছিয়ে দাও!

[জয়া বিজয়ার প্রস্থান।

সতী। (স্বগত) এঁরাও কি আমার ব্যথার ব্যথী হবেন না? যে বাতাস দাবানলের সহায়, সেই বাতাসেই প্রদীপ নিবায়! সৌভাগ্যের সময় যারা সপক্ষ, দুর্ভাগ্যে তারাই বিপক্ষ! দেখি কিসে কি হয়?

[বিজয়ার প্রবেশ]

বিজ। তিন মাসীকে তো আগিয়ে আ'স্‌তে দেখিছি, আসন ক খানা পাতি?

সতী। তবে তিন খানাই এখন পাতো।

[অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘা সহ জয়ার প্রবেশ]

মঘা। (সতীকে দেখিয়া অশ্লেষার প্রতি) ও দিদি! একি? এ কি আমাদের সেই সতী?

(সতীর প্রণাম ও রোদন)

অশ্বি। কেন সতি, কাঁদিস্ কেন? যেমন তপস্যা আপনাদের, তেম্নি ঘরে প'ড়েছিস্! সকলেরি কি বড় ঘরে বে হয়? তা কি ক'র্ব্বি ব'ন্, চুপ্ কর্!

মঘা। কত দিনের পর দেখা হ'লো, কোথায় হা'স্‌বি খেল্‌বি, আমোদ ক'র্ব্বি, না কান্না—এই এক ধ্যান আর কি!

জয়া। মা কি সেই জন্যে কাঁ'দ্‌ছেন, যে তোমরা অমন কথা ব'লে আরো কাঁদা'চ্ছো!

অশ্লে। তবে আবার কি? শিব তো ভাল আছে?

বিজ। বালাই! তিনি ভাল থা'ক্‌বেন না কেন?

অশ্বি। ও সতি! তবে কিসের জন্য এত কাঁ'দ্‌ছিস্ বল্‌না?

মঘা। (জয়ার প্রতি) হ্যাঁলা জয়া, এর মধ্যে ছেলে পিলে হ'য়ে তো যায় নি?

জয়া। অভাগ্যি! ওমা সে কি?

মঘা। তবে আর কি ছাই? আর কার কথাই বা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো? ভূত পেত্নী তো সব ভাল আছে? (হাস্য)

অশ্লে। (সহাস্যে) হয় তো বুড়ো বলদটাই বা ম'রে গেছে!

অশ্বি। ও কি কথার শ্রী! সতী কি তোদের ঠাকুর্ঝি? সতী না ছোট ব'ন্? ও কি দুঃখে কাঁ'দ্ছে, তা জা'ন্‌লিনে, উল্‌টে পরিহাস! (সতীর প্রতি) সতি! আমার মাথা খা, আর কাঁদিস্ নে, (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে) চুপ্ কর্, কি হ'য়েছে বল্, আমার মাথা খা, খুলে বল্?

সতী। দিদি! আর আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক নেই, কেন তোমরা জনম-দুখিনী অভাগিনীর কাছে এসে নিবন্ত আগুন জ্বলন্ত ক'র্চ্ছো?

মঘা। (জনান্তিকে, অশ্লেষার প্রতি) আমি তখনি বড়্‌দিদীকে বারণ ক'রেছিলেম, এখানে এসে কাজ নেই—যগ্‌গী টগ্‌গী সব ঘুরে গেল—হাবা'তে ঘরের কারখানাই হা'বাতে!

অশ্লে। (টিপিয়া) চুপ্ কর্!

অশ্বি। (সতীর প্রতি) ছি ব'ন্! এমন কথা কেন? তুই আমাদের সকলের ছোট—

মঘা। বাপ্ মার আদরের মেয়ে!

অশ্বি। বটেই তো! সব চেয়ে আদরের পাত্রী, তুমি এমন কথা ব'লো না! অবস্থা কি ব'ন্ সকলের সমান হয়? তবু তো তুমি একা ঘরের একা গিন্নী; ভাগাভাগী তাগাতাগী রাগারাগীতো নেই! তবে আর খেদ কর কেন? সম্পর্কই বা উঠ্‌বে কেন?

মঘা। দিদি তাও বলি; এর চেয়ে ভাগাভাগী ভাল! বিষয় বুঝেই ব্যবস্থা; যার নেই, তার একাই বা কি, ভাগীই বা কি? আর যার আছে, তার শত ভাগাভাগীতেও থাকে! (মৃদুস্বরে) তার সাক্ষী আমাদের ঘর মনে কর, আর এই ঘর দেখ! আমাদের গা দেখ, আর ওর গা দেখ!

অশ্লে। তুই কি চুপ ক'রে থা'ক্তে পা'রিস্‌নে? তোর সঙ্গে কোনো-খানে যাওয়াই দোষ!

মঘা। তোমার সঙ্গেও পাঁজিতে নিষেধ!

অশ্লে। অত নয়!

মঘা। যত হ'ক্, মন্দও নয়!

অশ্বি। ওমা! তোরা কি এখানে কোঁদল ক'র্ত্তে এলি? কোথায় ছুঁড়িটের দুঃখে দুঃখ ক'র্ব্বি, তা না আপন আপন গরবেই মত্ত!

মঘা। গরব আবার কিসে দেখ্‌লে?

অশ্বি। ওলো তোদের দোষ নেই, আমার যাত্রার দোষ! (সতীর প্রতি) ভগ্নি! আমি ব'ল্‌ছিলেম কি, সম্পর্ক উঠ্‌লো এমন শক্ত কথা তুমি কি দোষে ব'ল্লে?

সতী। তোমার কথা বলিনি দিদি!

অশ্লে ও মঘা। তবে আমাদের দোষ, সতি?

সতী। না দিদি! তোমাদেরও দোষ নয়, আমার আপনার কপালের দোষেই সম্পর্ক উঠে গেল! (রোদন)

অশ্বি। আবার ঐ কথা! আবার কান্না! কিসে আমরা সম্পর্ক উঠালেম, বুঝ্‌তে পারিনে! তত্ত্ব তাবাস ক'র্ত্তে পারিনি, এই তো এক কথা! তা ব'ন্ পাঁচটার ঘরে সব হ'য়ে উঠেনা!

সতী। না দিদি, আমি তা বলিনে।

অশ্বি। তবে কিসে আর সম্পর্ক উঠালেম? উঠালেম তো এলেম কেন?

সতী। দিদি! তোমরা উঠাওনি; বাবা—(উচ্চ রোদন)

অশ্বি। কেন, বাবা কি তোমায় নিতে পাঠান নি?

সতী। নিতে পাঠানো থা'ক্ দিদি, একবার ব'লেও পাঠান নি!

অশ্লে। এমন হবে না—

মঘা। কি হয় তো, লোক এসে ফিরে গেছে! এখানে যে ভূতের ভয়—আমরাই যার পালাচ্ছিলেম, ভাগ্যিস্ সেই বানর-মুখো (নন্দী না কি) আমাদের চিন্তো, তাই পথ পেলেম!

অশ্লে। তাও হ'তে পারে। লোক জন এসে পাহাড়ে উঠ্‌তে পারেনি, নীচে থেকে দেখে শুনেই হয় তো পালিয়ে গেছে!

বিজ। ওমা সে কি? মার বাপের বাড়ীর লোককে আবার কেউ কিছু ব'ল্‌বে?

জয়া। না মাসিমা! সে সব কিছুই না—ঠাকুর্দ্দাদার রাগ হ'য়েছে; বাবাকেও না, মাকেও না, আমাদের তো নয়ই, কারোকে ব'ল্‌বেন না!

অশ্বি। কেন?

মঘা। কেন আর কি? দেবসভা, গন্ধর্ব্বসভা, রাজর্ষি রাজচক্রবর্ত্তীদের সভা হবে, তার মাঝে—ব'ল্‌তে কি—পঞ্চানন ঠাকুর যে সাজ গোজে ফেরেন!—

সতী। (চক্ষু মুছিয়া কোপাগ্নি-দৃষ্টিতে) আর না! যথেষ্ট হ'য়েছে; আর এস্থলে থা'ক্‌বো না! (প্রস্থানোদ্যত)

অশ্বি। (ধারণপূর্ব্বক) সতি! আমার মাথা খাও; ভগ্নি! আমার রক্তে পা ধোবে যদি যাবে! (মঘার প্রতি) তোর কি কোনো বুদ্ধি নেই?

মঘা। (জনান্তিকে) ও মা, এত? তাই তো!

অশ্লে। ভাল সতি! আমাদের এমন সোণার চাঁদ চন্দ্র, তারও কলঙ্ক আছে—তাও লোকে আমাদেরি সাক্ষাতে ব'লে থাকে! কৈ আমরা তো সাতাশজন তাঁর স্ত্রী—যেমন তেমন নই—এক এক জন এক এক ইন্দ্রাণীর সুখ ভোগ ক'র্ত্তে পাই!—তা কৈ, আমরা তো সে নিন্দে শুনে কখনো ঠোঁটের পাতা দুখানি খুলিনে! তোর কি এতই হ'লো যে, একটী কথা সয়না! আমরা শিবের ঠাকুর্ঝি, ভাল, পরিহাস ক'রেও তো দুটো ব'ল্‌তে পারি?

সতী। যার সয় তার সয়, আমার সয় না।

মঘা। পরিহাসও সয় না?

সতী। যাঁর পরিহাসের আবশ্যক, তাঁর সাক্ষাতে করুন, আমার কাছে কেন?

মঘা। দেখিস্, (মৃদুস্বরে) তবু যদি ভাল হ'তো—

সতী। ভাল হ'ন্, মন্দ হ'ন্, তিনিই আমার ভাল!

মঘা। তোমার কাছে ভাল ব'লে কি পরের মুখ বন্ধ হয়?

সতী। তা হয় না; কিন্তু দিদি, গুরুজনের নিন্দা যে শোনে, সে ঘোর পাতকী—যেখানে নিন্দা হয়, হয় সে স্থান; নয় যে নিন্দা করে, তারে; নয় আপনার প্রাণকে ত্যাগ ক'র্ত্তে হয়! পিতা যে এমন গুরু, পতি তা হ'তেও গুরু; পতি জগতের সব হ'তেই মহাগুরু; তাঁর নিন্দা কেন শুন্‌বো?

অশ্লে। নিন্দার কাজ ক'ল্লেই শুন্তে হয়!—

সতী। নিন্দার কাজ তিনি কি ক'রেছেন? তোমাদের কাছে কিসে তিনি অপরাধী? সম্পর্কে তিনি তোমাদের স্নেহের পাত্রই হ'তে পারেন, তা না হ'য়ে এই! তোমরা আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, তোমাদের মুখে ভাল কথা, দয়া মায়ার কথা, সুনীতির কথা শুন্‌বো, তা না হ'য়ে এই! পিতা নিদয় হ'লেন, শুনে পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ মমতায় তোমাদের মন গ'লে যাবে, তা না হ'য়ে এই! যেখানে মায়ের মত অকৃত্রিম স্নেহবাৎসল্যের আশা, সেখানে কিনা এই সব পরিহাস আর শ্লেষ; এইরূপ ঘৃণা, কাঠিন্য আর তাচ্ছিল্য; এও কি প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু দিদি, তোমাদের দোষ কি, সব আমার কর্ম্মান্তিকের ফল! (রোদন) আমার নিতান্ত পোড়া কপাল—

অশ্বি। সতি, করিস্ কি? তুচ্ছ কথায় এত কেন?—বালাই, তোর পোড়া কপাল হবে কেন?

সতী। দিদি, আমার নিতান্তই পোড়া কপাল, নৈলে যে পিতা প্রাণাপেক্ষাও ভাল বা'স্‌তেন, হায়! সেই পিতা জন্মের মতন জলাঞ্জলি দিলেন! এ দুঃখ কি আমার রাখ্‌বার স্থান আছে? হা বিধাতঃ! তুমি এই নিদারুণ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বেই কেন আমার পরমায়ু শেষ ক'রে দিলে না? হা নাগরাজ! তুমি প্রাণেশ্বরের শিরোভূষণ থেকেও তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী এই অভাগিনীকে এত দিনেও দংশন ক'র্ত্তে পা'ল্লে না! হা সিন্ধু-গর্ভজ কালকূট! তুমি হৃদয়নাথের কণ্ঠে বাস কর, তবু তাঁর হৃদয়-বাসিনী দুর্গার দুর্গতি-সিন্ধুপারের জন্য সময় বিশেষে বিন্দুমাত্র এসে গলাধঃকরণ হ'তে পা'ল্লে না? হা অনলদেব! তুমি প্রভুর ললাট-বাসী হ'য়েও আমার ললাটদুঃখ নিবারণ জন্য এতকাল দগ্ধ ক'রে ফেল্লে না? তা তুমি ক'র্ব্বে কেন? তা হ'লে যে পিতা তোমাকে আহুতি ভাগ দিবেন না! যদি এই ভয়ে না ক'রে থাক, তবে তোমার ভুল হ'য়েছে; আমি শুষ্ক কাষ্ঠানলে এই দুর্ভারবাহী দেহকে এখনি আহুতি দিব, দেখি, তুমি দগ্ধ কর কি না!

অশ্বি। সতি! ভগ্নি! দাক্ষায়ণি! ক্ষান্ত হ—বিনয় করি, হাতে ধরি, ভিক্ষা চাই, ক্ষান্ত হ! আমার অপরাধ হয়েছে, আমি আপনি ব'ল্‌ছি, আমার খুব দোষ হ'য়েছে, একলা না আসাই দোষ হ'য়েছে! তা হ'লে তুইও এমন

ক’রে পুড়্‌তিস্‌নে, আমিও পুড়্‌তেম না! কিন্তু তা ছাড়া আগে হ’তেই তো কি এক খানা হ’য়ে র’য়েছে; হায়! তুই কেন এমন হ’লি? কিছুইতো বুঝ্‌তে পাচ্ছির্‌নে!—(জয়ার প্রতি) তুই নয় বল্‌না জয়া, বাবা কেন এমন ক’ল্লে’ন? তুই অবিশ্যি জানিস্—

জয়া। কি ব’ল্‌বো মাসিমা! ভৃগুমুনির যজ্ঞে বাবা নাকি ঠাকুর্দ্দাদাকে দেখে উঠে সম্মান করেন নি; সেই রাগে ঠাকুর্দ্দাদা একটা যাগ যজ্ঞি না কি ছাই ক’রেছেন; তাতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সব্বাইকে ব’লেছেন, কেবল আমাদের বলেন নি!

অশ্লে। তা কি আমরা জানি? না জা’ন্তে পেরে মঘা যদি এক কথা ব’লেই থাকে, ওমা তাতেই কি এত খানা ক’র্ত্তে হয়?

মঘা। আমি বুঝি একা ব’ল্লেম? আঃ! কি শুঁটিসার গো!

অশ্লে। তুমিই তো দেবসভা গন্ধর্ব্বসভার কথা তুল্লে!

মঘা। তুমিও তো চাঁদের কলঙ্কের কথা ব’ল্লে!

অশ্বি। আবার তোরা অমন ক’চ্ছির্‌স্? ওমা! তোদের কি কিছুই জ্ঞান নেই? তোরা অমন ক’র্ব্বি তো আমি চ’লে যাই! তোদের পায়ে পড়ি, একটু চুপ্ কর্। (সতীর প্রতি) ভাল সতি! বাবা যেন নিমন্ত্রণ করেন নি, ভাল, মাও কি কিছু ব’লে পাঠান নি? জয়া! তোরা শুন্‌লি কার মুখে?

বিজ। কেন সকাল বেলা নার—

জয়া। যার মুখে শুনি, আই মা ডেকে পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু ঠাকুর্দ্দাদার নাকি নিষেধ আছে!

অশ্লে। বিজয়া কি ব’ল্‌ছিলি?

মঘা। বিজয়া আর ব’ল্‌বে কি? জয়া যত কেন চাপুক না, বিজয়ার আ’দ্‌গো কথাতেই বুঝিছি, সেই সর্ব্বনেশে নারদ এসেই আ’জ্ এই সর্ব্বনাশ বাধিয়ে গেছে, আর কেউ নয়।

জয়া। কেন নারদের দোষ কি?

মঘা। দোষ কি? সেই সর্ব্বনেশে কি একটা ছল ধ’রে এই কাণ্ড তুলে দে গেছে, তার আর ভুল নেই!

অশ্বি। সেই কিছু তুলুক, আর একথা সত্যই হ’ক—

মঘা। কখনই সত্য নয়!

অশ্বি। না, যদি কিছু সত্যই হয়, তবু সতি! তোমাকে এইটী বুঝ্‌তে হবে; বাবা পুরুষ মানুষ, সভার মাঝে লজ্জা পেয়েছেন, রাগ ক'র্ত্তে পারেন। কিন্তু যখন মা ব'লে পাঠিয়েছেন, তখন বাবার বলার আর অপেক্ষা কি?

অশ্লে। তা বৈ কি? আবার কেমন ক'রে বলে? আমাদেরও যে ব'ল্‌তে গিছ্‌লো, তোমাদেরও সেই ব'লে গেছে! আমাদের আ'ন্তে হাতী ঘোড়া যায়নি, তোমাদের আ'ন্তেও আসি নি! আমরা শোন্‌বামাত্রেই আহ্লাদে নেচে উঠে সোণা হেন মুখ ক'রে আপনাদের রথে আপনারাই যা'চ্ছি!

সতী। দিদি! যা ব'ল্লে, তাই বটে; কেবল একটু বিশেষ আছে—

অশ্লে। কি বিশেষ শুনি? আমরাও যা, তোমারাও তা!

সতী। হায়! এর বিশেষটুকু কি বিশেষ ক'রে আবার ব'লে দিতে হবে? "আমাদের, তোমাদের, আমরা, তোমরা" এই যে কটী কথা ব'ল্লে, তাইতেই বিশেষ আছে!—মা বাপ উভয়ে চন্দ্রলোকে ঝি জামাই তোমাদের ব'লে পাঠিয়েছেন, এখানে মা লুকিয়ে কেবল আমাকে ব'লে পাঠিয়েছেন! পিতা ব'লেছেন, কৈলাসে যেয়ো না, শিব শিবার নাম গন্ধ ক'রো না! মা পিতার অগোচরে ব'লে দিয়েছেন, শিবাকে চুপি চুপি আ'স্‌তে ব'লো, শিবকে সে কথা ব'লে দিতে তাঁর সাহস হয় নি।

অশ্বি। তা ভালই তো! মা বাপ দুই এক, সে বাড়ী দুজনের, তুমি না হয় মার নিমন্ত্রণে যাবে, তাতে দোষ কি?

সতী। হায় দিদি! এ আগুন যার হৃদে জ্বলে, সেই তার জ্বালা জানে, অন্যে জা'ন্তে পারে না! আমায় যে বাবা বলেন নি, আমি সে অভিমানকেও তুচ্ছ ক'র্ত্তে পারি; মা ডেকেছেন, তাই যথেষ্ট! কিন্তু আমার শিবকে ছেড়ে ত্রিভুবনে কেউ যাগ ক'র্ত্তে পারে না, সেই শিবকে বাবা পরিত্যাগ ক'ল্লেন, তাতে আমার শিবের যতদূর অপমান হ'তে হয় হ'লো, আমি আমার শিবের এত বড় অপমানকে তুলে রেখে আমোদ ক'রে যজ্ঞ খেয়ে আ'স্‌বো; এইটীই কি উচিত হয় দিদি?

মঘা। (অশ্লেষার প্রতি জনান্তিকে) তবু যদি বুড়ো না হ'তো!

অশ্লে। (মঘার প্রতি ঐরূপে) আর যদি দশ খানা দিতে থুতে পা'র্ত্তো!

মঘা। (ঐরূপে) তবে না জানি আরো কি ক'র্ত্তো ?

অশ্বি। (সতীর প্রতি) কে জানে ব'ন্, এত ফের্‌ফার্ কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে—আমি অবাক্ হ'য়েছি—আমার আর কথা এসে না—আমি তোদের সবার চেয়ে বড়, কিন্তু তোরা এম্নি কথা ক'স্, যেন হক্‌চকিয়ে যাই ! এর চেয়ে এখানে না আসাই ভাল ছিল !

মঘা। কেন আমি তো মানা ক'রেছিলেম !

অশ্লে। আমিও !

মঘা। তুমি 'না' ব'লেছিলে ? তুমি আরো ব'ল্লে, চল না যাই, তাইতেই তো আমি এলেম।

সতী। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) আচ্ছা দিদি ! তোমরা যাও, দেখি, যদি পারি আমিও যাব !

অশ্বি। আবার "পারি" কেন ? পরেইবা কেন ? চলনা এক সঙ্গেই যাই ?

সতী। না, তা হবে না দিদি ! আমার একটু কাজ আছে।

অশ্বি। কাজ আর কি ? শিবকে বলা ?

মঘা। ওমা সে আবার কি ? বাপের বাড়ী যেতে বুঝি স্বামীকে ব'লে যেতে হয় ? তোর যে সতী সকলি বাড়াবাড়ি !

সতী। না দিদি ! তাঁরে আর ব'ল্‌তে হবে না ; তোমরা যাও, আমি পশ্চাতে যাব।

অশ্লে। আবার পশ্চাতে কেন ? সাজ গোজ করা ? তা আমরাই ক'রে দিচ্ছি ! গয়না টয়না কিছু আছে ? (সতীকে নিস্তব্ধ দেখিয়া) তা নেই নেই, তার জন্যে ভাবনা কি ? সাতাশ্ জন আছি, এক এক খান খুলে দিলে গায় ধ'র্ব্বে না ! (নিজ অঙ্গ হইতে অলঙ্কার বিশেষ মোচনপূর্ব্বক প্রদানোদ্যতা ও মঘার প্রতি) মঘা ! দাঁড়িয়ে রৈলি যে ? দে না এক খানা ?

সতী। না, না, দিদি, তোমাদের কষ্ট ক'র্ত্তে হবে না ; আমার কিছুরি কাজ নাই !

[শান্তিরামের প্রবেশ]

শান্তি। বলদ্ দাদা, রথে বাঁধা, দাঁড়িয়ে আছে মা—
খুর ছুড়্‌ছে, মাটী খুঁড়্‌ছে, থামে না আর পা !

হাতে দড়ি, পাঁচন্ বাড়ী, রথে নন্দী দা!
বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'লো, কখন যাবি মা?

অশ্লে। ও মা, এ কে গো?

মঘা। ও একটা ভূত!

শান্তি। পাঁচটা ভূতে একটা ভূত্, ভূতে নাচায় ভূত্!
ভূত্ দেখে ভূত্ আঁ'ত্‌কে উঠে, এ বড় অদ্ভুত!—
শা'ন্তে, চিন্তে পারিস্ ভূত্!
শা'ন্তে জ্যান্তে মরা ভূত!

[প্রস্থান।

মঘা। ওমা! ওটা কি ব'লে গেল গো?

অশ্লে। সে যা বলুক্, বলদের রথের কথা ব'লে গেল না?

মঘা। ও মা, বলদের আবার রথ কি?

অশ্বি। সতি! সে কি? বলদের রথে যাবে কেন? আমাদের দিব্য রথ আছে, সব ভগ্নী এক সঙ্গে যাব; এস, এই সব পরো, চল যাই, আর বিলম্বে কাজ নাই!

সতী। দিদি! ক্ষমা কর, আমার ও সব কিছুই কাজ নাই, তোমরা যাও!

অশ্বি। তুমি না গেলে আমরা তো যাব না?

সতী। তবে আসি। (জয়াকে ইঙ্গিতে আহ্বান)

[জয়া সহ সতীর প্রস্থান।

মঘা। আমাকে ভালই বল, আর মন্দই বল, পাগলের সঙ্গে থেকে সতীও পাগল হ'য়েছে!

অশ্লে। জানিস্‌নে "সৎসঙ্গে কাশীবাস; অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ!"

অশ্বি। তা যা হ'ক্, সতী গেল কোথা?

মঘা। প্রভুকে বুঝি ব'ল্‌তে গেলেন!

[জয়ার প্রবেশ]

অশ্বি। জয়া! সতী কোথায়?

জয়া। (সজল নয়নে) মা গেছেন!

অশ্বি। কোথায় ?

জয়া। বাপের বাড়ী।

অশ্বি। সে কি—কিসে ?

জয়া। বৃষ-রথে।

বিজ। আমরা যাব না ?

জয়া। না—নিয়ে গেলেন না! (রোদন)

অশ্বি। সে কি? আমাদের রেখে আপ্‌নি গেল ?

মঘা। হাবা'তে ঘরে সব উল্টো!

অশ্বি। চল্ দেখি, দেখি গে!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী পূরবী-গৌরী—তাল ঢিমা তেতালা।

যাতনা সহেনা; তোমা বিনে ওগো মা!
শূন্য কৈলাস-ভুবনে, প্রাণো যে আরো রহে না!
কেমনে দাসীরে ফেলে, মায়েরে মা দেখ্‌তে গেলে ?
আম্‌রা মা কারে মা ব'লে, ডাকিব তা ভাবিলে না ? ১।
চিরদিনো ও চরণে, বাঁধা রব জানি মনে,
কি দোষে অধিনী জনে, সে আশা মা পূরালে না ?
যে জ্বালা মা দিলে প্রাণে, আগে তা কভু জানিনে,
মা হ'য়ে নিজ সন্তানে, মুখ পানে চাহিলে না! ২।
জগতে জানে জননি! জয়া বিজয়া সঙ্গিনী,
কেন গেলে একাকিনী, তা ভেবে প্রাণো বাঁচে না!
আর কি কৈলাসপুরে, দেখিতে পাব মা তোরে,
আর কি তেমন ক'রে, মধুস্বরে ডাকিবে না ? ৩।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দক্ষপুরী—প্রসূতীর গৃহদ্বার।

[সভাপাল ও সনকা উপস্থিত]

সভা। সনকা, এইবার একবার আমার নাম ক'রে ডাক দেখি!

সন। সারারা'ত্ সকলের নাম ক'রে ডেকে ডেকে হেরে গিছি, কেবল আপনি আর মহারাজ হ'লেই হয়! ভাল, দেখা যা'ক্ (দ্বারে করাঘাতপূর্ব্বক উচ্চরবে) মা! সভাপাল মশাই এয়েছেন, একবার কপাট খোলো—ও মা! আমার মাথা খাও, একবার ওঠো! ও মা! তিনি একটী কথা ব'লে যাবেন, একটীবার খিল্‌টী খোলো! (পুনঃ পুনঃ করাঘাত) ও মা! সত্যি সত্যি সভাপাল মশাই এয়েছেন, বরঞ্চ তাঁর কথা শোনো। (সভাপালের প্রতি) মশাই, নিজে একবার ডাকুন।

সভা। আমি আর কি ডা'ক্‌বো; আমার কথা কি শুন্তে পা'চ্ছেন না? তবু ডাকি। (দ্বারের নিকটে গিয়া) মা! একবার গাত্রোত্থান করুন! আপনি এমন ক'র্লে সব দিক্ নষ্ট; এত উয্যোগ, সব পণ্ড; ত্রিজগতের সমাবেশ, লজ্জার এক শেষ হ'য়ে উঠে। সকল প্রস্তুত, প্রভাত মাত্র অপেক্ষা, প্রথমেই তো আপনি আর মহারাজ একত্র হ'য়ে দাম্পত্যবিধানে হোতৃ ঋত্বিক্ প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণকে বরণ ক'র্ব্বেন, রাত্রিকালও আর অধিক নাই, এ সময় আপনার এ ভাবে থাকা ঘোর বিপত্তি—নিরুপায়।

সন। ওগো, মার যে সাড়া শব্দটী পাইনে—আবার ডাকুন দেখি!

সভা। ও মা! যা হবার হ'য়েছে, এই শেষ রাত্রে তার প্রতীকারের উপায় করা বড় সহজ নয়—যদিও হয়, আপনি এ ভাবে থা'ক্‌লে আর কৈ হয়? দ্বার খুলুন, এ দাসের কথা শুনুন, যাতে সকল দিক্ রক্ষা পায়, তার

যুক্তি করুন। যুক্তিতে না হয় কি—অসাধ্যও সুসাধ্য হয়—যুক্তি-বলে দেবতারা শাপগ্রস্থা সিন্ধু-গর্ভস্থা কমলাকেও পেয়েছেন—যুক্তি-যোগে বিনতাদেবী সপত্নীর দাসীত্ব হ'তেও মুক্ত হ'য়েছেন। সেই যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে আমরাও আ'জ্ এ দায় হ'তে মুক্ত হব, সন্দেহ নাই! আপনি ধীরা, স্থিরা, গম্ভীরা—আপনি এই রাজপুরীর রাজ-লক্ষ্মী, এক মাত্র কর্ত্রী, এক মাত্র শুভবিধাত্রী; আপনার কি ক্রোধাগারে প'ড়ে থাকা সাজে? কোনো সপত্নীদ্বেষিণী অপ্রবীণা রমণীর ন্যায় সংসার বিপর্য্যয় করা আপনার কি মা উচিত হয়? দেখুন, মহারাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠেছেন, পৌরজনেরাও হাহাকার ক'চ্ছে! আপনার প্রাণ-সমা কন্যাগণ আ'স্ছেন; তাঁরা এসে কার কাছে দাঁড়া'ন—কে চেয়ে দেখে—কে স্নেহ করে—তাঁরা যে পিত্রালয়ে এলেন, কিসে তা জা'ন্বেন? ঐ দেখুন, মহারাজ স্বয়ং আ'স্ছেন, আর বিলম্ব ক'রো না মা! উঠে—

[দক্ষরাজার প্রবেশ]

দক্ষ। হা ধিক্! হা ধিক্! হা ভাগ্য! হা পিতঃ বিধাতঃ! হায় ব্রহ্মণ্য তেজঃ! হা তপঃসামর্থ্য! হা রাজদর্প! হা গর্ব্ব! খর্ব্ব হ'লি! তুই ত্রিভুবন জয়ী হ'য়ে নারীহস্তে পরাস্ত হ'লি! ব্রহ্মাণ্ড-চক্র চালিয়ে এসে নারি-চক্রে পিষ্ট হলি! দেবত্বের উপর প্রভুত্ব ক'রে স্ত্রৈণত্বের নিকট দাসত্ব ক'র্লি?—সভাপাল! কত দূর? (উচ্চৈঃস্বরে) কি হ'লো? সব যে যায়! আর যে সহ্য হয় না! (দ্বারে আঘাত) ও রাজ্ঞি! তোমার পায় ধরি, আর কেন? যজ্ঞের জন্য যত পট্ট বস্ত্র, যত ঘৃত আয়োজন হ'য়েছে, সব গায় জড়িয়ে অনলে প'ড়্বো নাকি? (বলপূর্ব্বক করাঘাত) হায় আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে—আমার যেন অকালে আসন্ন কাল উপস্থিত! (সনকার প্রতি) ও সনকা! এ কি হ'লো? মহিষী গলায় রজ্জু দেয় নাই তো? সব পারে, সব পারে, সব পারে—ওরে নারী জা'ত্ সব পারে! সভাপাল! আর না, দেখ্তে হ'লো, দ্বার ভঙ্গ কর!—

(দ্বারে করাঘাত, পদাঘাত, দ্বার-ভঙ্গ ও গৃহ-প্রবেশপূর্ব্বক)

যা ব'লেছি তাই! নাই, প্রাণে নাই—কখনই বেঁচে নাই!—সভাপাল! দেখ কি? সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! ঐ দেখ—ভূতলে—নিস্পন্দ—নির্নিমেষ! (নাসা-

রন্ধ্রে অঙ্গুলি দানপূর্ব্বক) নাই—বেঁচে নাই—আছে—এখনো আছে—শ্বাস আছে—এই বেলা ডাক—বৈদ্য ডাক—জল দাও—কি ক'র্ত্তে হয় কর! ও রাজ্ঞি! মহিষি! দেবি! প্রস্থতি! প্রেয়সি! প্রাণেশ্বরি! দয়িতে! জীবিতসর্ব্বস্বে! চাও—একবার পদ্মনেত্রে চাও—কথা কও—একটী কথা কও—হায় আমি হতভাগ্য!—হায় আমি নিতান্ত নির্দ্দয় কান্ত—হা কান্তে! তোমার এ দশা দেখ্‌তে পারি না! সনকা! রাজ্ঞীকে উঠাও—শুশ্রূষা কর!

সন। মা! গা তোলো; দেখ্‌ছো না, মহারাজ কত কাতর! তুমি তো মা নিতান্ত পতিব্রতা সতী—

প্রসূ। (সুপ্তোত্থিতার ন্যায়) কৈ সতী কৈ? কৈ আমার মা কৈ? কৈ আমার নয়নতারা কৈ? কৈ আমার কৈলাসবাসিনী ঈশানী কৈ? আমার শিবের শিবানী কৈ? আমার ভুবন-মোহিনী কৈ? আমার বড় সাধের ধন রাজেশ্বরী গৌরী—সতীশ্বরী সতী কৈ? কৈ সনকা, তুমি যে সতী ব'লে ডা'কৃছিলে; কৈ আমার মা কৈ?

দক্ষ। এ যে বিষম উন্মাদ; সভাপাল! একি প্রমাদ? রাজ্ঞী যে একবারে উন্মাদিনী হ'য়ে উঠ্‌লো! তবে উপায় কি?

সভা। মহারাজ! স্থির হ'ন্; শোকে দুঃখে অনাহারে কেঁদে কেঁদে ক্লান্তা হ'য়ে অজ্ঞানের মত নিদ্রাভিভূতা ছিলেন, সনকার আহ্বানে হঠাৎ জেগে উঠেছেন, নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নের কথা ক'চ্ছেন; এখনি প্রকৃতিস্থা হবেন, আপনি চিন্তা ক'র্ব্বেন না।

দক্ষ। (প্রস্থতির প্রতি) রাজ্ঞি! মহিষি! প্রস্থতি! ক্ষমা দাও! শান্ত হও, শান্ত হও, শান্ত হও!

প্রসূ। কৈ গো আমার সতী কৈ? কৈ গো আমার মা দাক্ষা—

দক্ষ। হা ধিক্! তবু যে তাই! মহিষি! ক্ষমা দাও—তোমার আটাশ্‌টী দাক্ষায়ণী, সাতাশ্‌টী আ'স্‌ছে, তবু কি হবে না? তারা কি মেয়ে নয়? একটীর জন্য এত?

প্রসূ। সেইটীই আমার পূর্ণিমার চাঁদ—আর যে সাতাশ্‌টী, তারা তো সেই চাঁদ-ঘেরা তারা মহারাজ!

দক্ষ। সে চাঁদের কি অমাবস্যা নাই? সে চাঁদ আ'জ্ উদয় হবেনা—আ'জ্ নক্ষত্র দেখেই তৃপ্তি পেতে হবে!

প্রসূ। মহারাজ! যত দিন না সে চাঁদ উদয় হবে, তত দিন আমি অন্ধ! সে চাঁদ বিনে আমার হৃদাকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন! আমার আশা তোমরা ছেড়ে দেও! আমি যেমন আছি, দয়া ক'রে তেম্নি থা'ক্তে দেও। আমায় কেউ দেখো না—ডেকো না—কাছেও কেউ থেকো না—আমার সঙ্গে আলাপও ক'রো না—আমি আছি, আর ভেবো না! যাও, সব্বাই যাও—আমার গৃহ ছেড়ে সব্বাই যাও—নয় তো আমায় দূর ক'রে দেও—আর কেউ সুহৃদ্ হও তো একটু বিষ এনে দেও!

দক্ষ। সভাপাল! আর কি ক'র্ব্বো? নিরাশা একবারে নিরাশা! মান গেল—সম্ভ্রম গেল—দর্প গেল—তেজঃ গেল—রাজ্য গেল—সম্পদ্ গেল—আর কেউ নাম ক'র্ব্বে না—আর কেউ কুশাগ্রেও স্পর্শ ক'র্ব্বে না—আর কেউ প্রজাপতি রাজর্ষি ব'লে মা'ন্‌বে না! এই যজ্ঞ সম্পন্ন না হ'লে ব্রহ্মণ্য তেজও অকর্ম্মণ্য হবে—নিরুপায়—একবারে নিরুপায়! আর কি ক'র্ব্বো? যা সৈতে পারিনে, তাও সৈলেম—যা দেখ্‌তে পারিনে, তাও দেখ্‌লেম—সাধ্য কাঁদা বুঝিনে, তাও শুন্‌লেম, তাও ক'র্লেম! আর কিছু তো আমা হ'তে হয় না—আমি চ'ল্লেম, তুমি পার তো দেখ; না পার তো রাত্রি সত্ত্বে সংবাদ দিও; দেখি, তপোবলে নূতন প্রসূতী জন্মে কিনা?

সন। মহারাজ! তার জন্মদাতা হ'য়ে কেমন ক'রে তারে নে যজ্ঞি ক'র্ব্বেন?

দক্ষ। তুই চুপ্ কর্, তোর কাছে তখন বিধান জা'ন্‌বো—(দ্বারে পদক্ষেপণ)

প্রসূ। মহারাজ! তবে শ্রীচরণে জন্মের মত দাসী বিদায় চায়—অপরাধিনীর সহস্র অপরাধ, অধিনী জেনে মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন!

দক্ষ। (পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক) হায়! আমার সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তেই একটা কালনাগিনী কন্যা এসে শেষ দশায় জ'ন্মেছিল!

সভা। (করযোড়ে, জনান্তিকে) মহারাজ! ক্ষমা করুন; আপনি এক্ষণে গমন করুন, এ দাস এখানে আছে!

দক্ষ। তাই কর্ত্তব্য; যদি যজ্ঞ না হয়, তথাপি অযোগ্য কথার আর রব

না। যদি ত্রিলোক বিপক্ষ হয়, তথাপি দক্ষ আর নত হবার নয়! এই মস্তক যত দিন স্কন্ধে থা'ক্‌বে, তত দিন স্তুতিবাক্য আর ব'ল্‌বে না, এই প্রতিজ্ঞা!

[প্রস্থান।

সভা। মা! কি ক'ল্লে'ন মা? আপনি বুদ্ধিমতী, আপনাকে বুদ্ধি দেয় এমন কে আছে? আমাদের অদৃষ্ট-দোষেই আপনি বাৎসল্য-ধর্ম্মের নিতান্ত বশীভূতা হ'য়ে আর আর অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্মের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন না!—মা! গৃহী হ'লেই নানা প্রকারের আত্মীয় লোকে বেষ্টিত হ'তে হয়, সকলে সমান বুঝে না। সকল দেবতাই সম-প্রকৃতির নন, মনুষ্য তো কোন্ ছার! বিধাতা দুটীকে একটী ভাবে নির্ম্মাণ করেন না! সেই জন্যই পতি পত্নী, পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি স্বজনের মধ্যে এত মতান্তর—সেই জন্যই অভদ্র ঘরে এত কলহ বিবাদ—সেই জন্যই ভদ্র ঘরে স্ত্রীপুরুষে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করে, যে, জ্ঞান ধর্ম্মের শাসনে প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্য ক'রে পরস্পর ঐক্যবাক্যে থা'ক্তে পা'র্ব্বে! যদি এক জন অবুঝ্ কি অধীর হয়, অন্যে ধৈর্য্যশীল হ'য়ে অমঙ্গল ঘুচাবে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সন। মা! চন্দ্রলোক হ'তে রাজকন্যেরা এলেন!

সভা। এ কোলাহল তারিরই বটে! সনকা যাও; তাঁদের কারুকে কারুকে এখানে ডেকে আনগে।

[সনকার প্রস্থান।

সভা। (ক্ষণমৌনের পর) মা একটু সুস্থ হ'য়ে উঠে বসুন, রাজকন্যারা আ'স্‌ছেন, তাঁদের দেখে ভুলে যা'ন্! আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

[সনকার সহিত অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘার প্রবেশ]

মঘা। ও পোড়া কপাল! এ কি—মা এমন ক'রে মাটিতে প'ড়ে?

অশ্বি। (নিকটস্থা হইয়া) ওমা! কেন গা এমন ক'রে র'য়েছিস্?

অশ্লে। হ্যাঁগা মা! বাবার ওপর কি রাগ ক'রেছিস্ মা?

মঘা। ভাল মা! রাগ ক'রেছিস্ তো বাবার ওপর, আমরা কি ক'ল্লে'ম ?—আমাদের দেখে উঠ্ছো না, কথাও ক'চ্ছো না!

প্রসূ। (সরোদনে) বাছারে! তোরা এলি প্রাণ যুড়ুলো—এই সঙ্গে যদি আমার জনমদুখিনী সতীর চাঁদমুখখানি দেখ্তে পেতেম, তবে কি না হ'তো! আমি উঠ্বো কি মা, আমার আ'জ্ ওঠ্বার শক্তি নেই—ইচ্ছেও নেই।

মঘা। কেন? সতীর জন্যে এত! তবে আর ভা'ব্তে হবে না মা, সতী তোমার আ'স্ছে!

প্রসূ। (সরোদনে) ওমা, কেন মা মিছে কথায় তোর মাকে ভুলা'স্?—

মঘা। ওমা! মিছে বলি তো দুটী চক্ষের মাথা খাই—জিভ্ খ'সে পড়ুক!

প্রসূ। বালাই! ও কি কথা? (অশ্বিনীর প্রতি) হ্যাঁ মা অশ্বিনি! ও কি বলে? আমার সতী কি আর আ'স্বে? সে কি এসে আর মা ব'লে ডা'কবে র্যা?

অশ্বি। আস্বার সময় আম্রা সতীর কৈলাসে গিছ্লেম, সত্যই সে আ'স্ছে মা!

অশ্লে। এতক্ষণ যে আসিনি, এই আশ্চর্য্য!

প্রসূ। ওমা! তোরা কি বলিস্? কৈলাসে গেলি যদি, তবে সঙ্গে ক'রে আ'ন্লিনে কেন? সে আবার কার্ সঙ্গে আ'স্ছে? তোরা তিন জন কি আগিয়ে এসেছিস্?

অশ্বি। না মা! আমরা সাতাশ্ জনেই এসেছি, সতীকে আ'ন্তে গেলেম, সতী তার ঘরে আমাদের ফেলে রেখে আপ্নি আগিয়ে এসেছে।

প্রসূ। ওমা! সে কি? তোদের সঙ্গে না এসে তার অপনার ঘরে তোদের ফেলে এলো, এ কেমন কথা?

মঘা। "কেমন কথা" জান না? ঠ্যাকার!—অহ্মার! আমাদের রথে এলে ছোট হবে, তাই আপনার রথে আ'স্ছে! অশ্লেষা দিদিও ন্যাকার মত কথা ক'চ্ছে, সতী আগে আসিনি ব'লে আশ্চর্য্য ভা'ব্ছে! আমরা এলেম চন্দ্ররথে—শূন্য পথে—বাতাসের মত! সে আ'স্ছে বলদের রথে—হটর্ হটর্ হটর্—না ব'ল্লেও বাঁচিনে! এত দিনের পর মার কাছে এলেম, এত দূরের পথ ব'য়ে এলেম, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যা'চ্ছে, কেউ বলে না

কেমন আছিস্? কেউ বলে না ব'স্—কেউ বলে না কিছু খা—কেউ চেয়েও দেখে না—কেউ ভাল কথাটাও কৈলে না—কেবল সতী! সতী! সতী!—তারা বরং বুদ্ধির কাজ ক'রেছে, এসেই আগে সভাসাজানো দেখ্‌তে গেছে। দেখে ঠাণ্ডাও হবে; এ আগুনও পোয়াতে হবে না!

প্রসূ। (সরোদনে) ও মা কি ব'ল্লি? তোর মার দশা দেখেও কি তোর দয়া মায়া হ'লো না? হায় আমার এম্নি পোড়া কপাল, পেটের সন্তান হ'য়েও তোরা আমার মর্ম্ম-ব্যথা বুঝ্‌লিনে! ওমা মঘা! তোর মা কি বাছা আর সে মা আছে? তোর মার কি ওঠ্‌বার শক্তি আছে, যে, তোদের যত্ন আইত্বি আদর অপেক্ষা ক'র্ব্বে? তোরা যাই এসে আ'জ্ "মা" ব'লে ডা'ক্‌লি, তাই এই উঠে ব'সেছি। তোদের সঙ্গে যদি সতী এসে এম্নি ক'রে ডা'ক্তো, তবেই আমার মনের আগুন নিবে যেতো! আমি "সতী সতী" করি, তাতে কি মা তোদের প্রতি আমার ভিন্ন ভাব আছে? সতী তোদের সবারি ছোট; সতী চিরদুখিনী ভিখারিণী; তোরা তবু ডাগর হ'য়েছিস্, আর ক ব'নে এক ঠাঁই আছিস্; ভেবে দেখ্ দেখি তার বয়স কি? তার মুখপানে চাবার জন কে আছে? সেই কবে গেছে, আর কি সে এসেছে?

মঘা। আমরাও তো অনেক দিন গিয়েছি?

প্রসূ। ভালই তো—যজ্ঞের উৎসবে তোরাও আ'স্‌বি, সেও আ'স্‌বে, দেখে প্রাণ শীতল হবে! অভাগিনীর কপাল দোষে মহারাজার রাগে সে আশাও একবারে ঘুচে গেল; এতেও কি মার প্রাণ স্থির থা'ক্তে পারে মা? এখনো যে সহজ আছি, সে কি তোদের মুখ দেখেই নয় মা? তোরা যদি মা এ জ্বালা না বুঝ্‌বি, তবে আর কে বুঝ্‌বে, কার কাছে কাঁ'দ্‌বো? তবে আর কার জন্য এ পোড়া প্রাণ রা'খ্‌বো? হায়! অভাগিনীকে পতি নিদয় হ'লেন; পেটের সন্তান, যাদের নে সকল, তারাও বিমুখ হ'লো; তবে আর ছার জীবনে কাজ কি? হা দগ্ধ প্রাণ! এখনি নির্গত হ—(বক্ষে করাঘাত) এখনি বেরিয়ে যা—হা ধিক্‌জীব'নে প্রাণ! এখনো র'য়েছিস্?

অশ্বি। (প্রসূতীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক) ও মা আমার মাথা খা, ক্ষান্ত হ—মঘাকে তুমি কি জান না? ওর মুখ তো নয় ক্ষুর! ওর বাক্যের দোষে সব নষ্ট হয়!—এম্নি ক'রে এক এক কথা ক'য়ে সতীকে জ্বা'লিয়ে এসেছে—ওর

বাক্যের জ্বালাতেই তো সে আমাদের সঙ্গে এলো না! আবার এখানে এসে মাকে জ্বা'লাচ্ছে! ও কি কারো দুঃখ বুঝে? ওর আপনার হ'লেই হ'লো! আমি কি পাপ ক'রেছিলেম, যেখানে যাই মঘা আমার সঙ্গ ছাড়ে না!—

মঘা। কবে আমি আপনার কোলে টেনে তোমার ভাগে তোমায় বঞ্চিত ক'রেছি? আমি তোমাদের এত বিষ? তবে আর এখানে কেন?

[প্রস্থান।

প্রসূ। ওমা, আমার মাথা খা, কিছু খেয়ে যা—

অশ্বি। যা'ক্—ওর জন্যে চিন্তা নাই—

(নেপথ্যে—আনন্দকোলাহল ও শঙ্খরবের সহিত)

(ও মা! সতী—
ও মা! তোর সতী—
ও মা প্রসূতি! তোর সতী—
ও মা দ্যাখ্ এসে তোর সতী এলো—
ও মা তোর হারানিধি সতী এলো!)

প্রসূ। কৈ আমার মা কৈ? (দ্রুত উত্থান ও পতন)

অশ্বি, সন। (প্রসূতীকে ধারণ পূর্ব্বক) ও মা! এখন উঠো না, উঠো না, তোমার শক্তি নেই, উঠো না।

প্রসূ। ভয় নেই মা, আর আমি প'ড়্বো না, আমায় যেতে দেও, আমি মাকে কোলে ক'রে আনি!

অশ্বি। না মা, তোমার যাওয়া হবে না, আমি তারে আ'ন্ছি।

অশ্লে। আমিও যাই—

[অশ্বিনী ও অশ্লেষার প্রস্থান।

প্রসূ। হ্যাঁ গা সনকা! সত্যই কি সতী আমার এসেছে? এমন দিন কি হবে মা? (রোদন)

সন। ভগবান্ দিন দিয়েছেন—মনোবাঞ্ছা পূরিয়েছেন, আর কেন কাঁদ মা? (অঞ্চল দিয়া অশ্রু নিবারণ) চুপ কর মা, চুপ কর—

প্রসূ। ও মা আমি আহ্লাদে কাঁদি—তোরা এই বল্, এমন কান্না যেন আমার নিত্যই হয়!

[সতী ও অশ্বিনীর প্রবেশ]

সতী। (মাতৃবক্ষে পতন ও রোদনপূর্ব্বক) ও মা! তোর কাঙালিনী এলো—একবার কোলে নে মা!

অশ্বি। (সতীর হস্ত ধরিয়া) ও সতি! স'রে আয়, স'রে আয়; মা বড় দুর্ব্বল, বুকের উপর অমন ক'রে থাকিস্‌নে—

প্রসূ। (সতীকে বক্ষে আকর্ষণ ও রোদনপূর্ব্বক) না মা! আমি দুর্ব্বল নই, এই খানেই থা'ক্—বড় আগুন জ্ব'ল্‌ছিল, শীতল ক'রে দে! (বারম্বার মুখচুম্বন ও উভয়ের রোদন) সতি রে, তোর দুখিনী মাকে কোন্ প্রাণে ভুলে ছিলি মা? তুই যে আমার অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের রতন, তো বিনে রাজ্যধন কোন্ ছার?—আয় দেখি মা, অনেক দিনের পর বিধুমুখখানি ভাল ক'রে দেখে প্রাণ যুড়াই—(স্বীয় অশ্রু মুছিয়া দর্শনপূর্ব্বক) ও মা! একি? সেই বর্ণ কি এই হ'য়েছে? সতিরে! তোর মুখ দেখে যে বুক ফেটে যায়! (সনকা ও অশ্বিনীর প্রতি) ওগো তোরা দেখ্ দেখি, সতী আমার কেন এমন মলিন হ'লো?

সন। বালাই, আর কিছু না, সংসারে হয় তো রা'ত্ দিন খেটে—

প্রসূ। হ্যাঁ মা, তাই কি? হা কপাল আমার, আমি আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি? আমি কি পাঁচ্‌টার ঘরে দিছি, যে, পাঁচজনের আদরে থা'ক্‌বে? যে সময় আর আর মেয়ে হেসে খেলে বেড়ায়, বাছা আমার সেই অল্প বয়সেই সংসারী! আহা মরি, মার আমার এমন যে সোণার বর্ণ, যেন কালী ঢেলে দেছে! এমন যে ঢল ঢল মুখ, একেবারে শুকিয়ে গেছে! এমন যে চিকণ চুল, যেন জটা বেঁধে গেছে! হায়, কেবা মুখ পানে চায়—কে বা বলে খাও, কে বা বলে মাখো, কে বা বলে পরো! আমার সোণার বাছার এই কষ্ট, আর আমি এখানে ক্ষীর সর ননী দে পোড়া উদরের সেবা করি—শতপুর ধবল শয্যায় শুই—শত দাস দাসী খাটাই—শত শচীর সুখ আমার নিত্য যোগান! এতেও কি মার প্রাণ বাঁচে?

অশ্বি। সতীর এ দুঃখ তো জানাই ছিল, তবে কেন মা সেখানে এত দিন রেখেছিলে?

প্রসূ। কি ক'র্ব্বো মা, শিব যে পাঠাতেন না—কত বিনয় ক'রে ভিক্ষে চাবার মতন চেয়ে পাঠাতেম, তবু না! লোকজন্ সব মলিন মুখে ফিরে আ'স্‌তো—আমি কাঁ'দ্‌বো ব'লে সতীর দুঃখের কথা গোপন ক'র্ত্তো—ব'ল্‌তো এসে, তোমার সতী সুখে আছেন; কিন্তু তাদের চ'ক্ মুখ দেখে আমার প্রত্যয় হ'তো না; মনে ক'র্ত্তেম, যা থাকে ভাগ্যে, কৈলাসে গে আপনি একবার দেখে আসি।

অশ্বি। তা হ'লে তো বেশ হ'তো—অমি চন্দ্রলোকও দেখে আ'স্‌তে—

প্রসূ। তা কি হয় মা—পরাধিনী পোড়া মেয়ে জা'তের লোকাচার আর কুলমান রা'খ্‌তেই কেবল মর্ম্ম-পোড়ায় পুড়্‌তে হয়!—যদি দেখাবার হ'তো, (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই স্থানটা চিরে তোদের দেখাতেম, যে, সন্তানের জন্যে হৃদয়ে কি জ্বলন জ্বলে! যখন সন্তান হবে, তখনি তা জা'ন্তে পা'র্ব্বে! মার প্রাণে যা হয়, সন্তানের প্রাণে যদি তার শত ভাগের এক ভাগও হ'তো, তবে আর ত্রিজগতে কোনো মার কোনো জ্বালা থা'ক্তো না—তা হ'লে কি সতি, তুই এই বয়সে এমন ক'রে মাকে ভুলে থা'ক্তে পা'র্ত্তিস্? (সতীর চিবুক ধরিয়া) হ্যাঁ গা মা, ছেলে বেলা যে এত মায়ার পুতুল ছিলি, এখন কেমন ক'রে একবারে পাষাণ দে বুক বাঁ'ধ্‌লি? কত লোকে ব'ল্‌তো "তোমার মেয়ে আ'স্‌তে চায় না, জামায়ের দোষ কি? মেয়ে এলে কি জামাই রা'খ্‌তে পারে?"

সতী। এও কি হয় মা? তোমার কোলে আ'স্‌তে চাব না, এও কি তোমার মনে লা'গ্‌তো মা? ওমা, আমি আস্‌বার জন্য পাগল হ'তেম; কি করি; তুমি আপনিই তো ব'ল্লে, মেয়ে জা'ত্ পরাধিনী—আপন ইচ্ছায় কিছুই হয় না—হওয়া উচিতও নয়! ঘর সংসারে মন দিতে আর গুরুজনের (সলজ্জনম্রমুখে) বশে থা'ক্তে তুমিই তো মা শিখিয়েছিলে! তোমায় দেখ্‌বার জন্য প্রাণ যে কি ব্যাকুল হ'তো, তা আর কথায় কি জানাবো—এই আসাতেই কেন বুঝে দেখ না!—আমাদের কি যজ্ঞের নিমন্ত্রণ হ'য়েছে? বাবা কি কাঙালিনীকে আ'ন্তে পাঠিয়েছিলেন? যদি তোমার জন্য প্রাণ না

কাঁ'দ্‌বে, তবে কি আসি মা? আমার কি ঘৃণা লজ্জা মান অপমান নেই? আমার কি যজ্ঞ খাবার এতই লোভ? উৎসব দেখা আর যজ্ঞ খাওয়ার জন্য কি এত অপমান কেউ সৈতে পারে মা? আমি কি তোমার এম্নি আদেখ্‌লে পেটুক মেয়ে? আমি যেন এখন ভিখারিণী, রাজা রাণীর মেয়েও তো ছিলেম!

প্রসূ। সতি রে, আর তোর পোড়ারমুখী মায়ের মুখ পোড়াস্‌নে মা—আর সৈতে পারিনে—তুই সব জানিস্, তোর পিতৃব্য নারদের মুখে তো সব শুনিছিস্—তবে কেন আর বাক্য-বাণ হানিস্ মা? আমি জন্ম জন্মান্তরে কত শত ঘোর পাপ ক'রেছি, তাই আমার চিরকালের সদয় বিধি এই শেষ দশাতে নিদয় হ'য়ে জগৎমান্য সুবুদ্ধি পতিকে কুবুদ্ধি দিলেন—সুমেরুকে উঁইঢিবি ক'র্লেন! নৈলে আমি অবলা অজ্ঞানী হ'য়েও যা দেখ্‌তে পা'চ্ছি, মহারাজ জ্ঞানী পুরুষ হ'য়েও সুদ্ধ রাগের ভরে তায় অন্ধ হ'লেন—আগ্ পাছ্ ভা'ব্‌লেন না—সম্পদে বিপদে জাগ্রতে স্বপনে যে শিব বৈ জা'ন্তেন না, একবারে উন্মত্ত হ'য়ে সেই প্রাণের প্রাণ শিবের প্রতি এত বিমুখ হ'লেন—এত অত্যাচার ক'র্ত্তে ব'স্‌লেন! ও মা! তোর উপর যে এত দয়া মায়া, তাও ভুলে গেলেন!—সতিরে, তুই কচি মেয়ে, কোথায় এখানে এসে আমোদ আহ্লাদে খেয়ে খেলে বেড়াবি, না এই সব মর্ম্মান্তিক কথায় থেকে তোরে জ্বালাতন হ'তে হ'চ্ছে, এ দুঃখু কি সামান্যি দুঃখু!—

সতী। ও মা, আমি ঐ কথাতেই থা'ক্তে এসেছি—আমোদ আহ্লাদে মিশ্‌তে আসিনি—এতে আমি জ্বালাতন হব না, বরং তোমার দুঃখের ভাগ নিয়ে লাঘব ক'র্ত্তেই এসেছি!

প্রসূ। সতিরে, আমার দুঃখের পার নেই—তুই বালিকা, তার ভার আর কি নিবি মা? তবু যে তুই ব'ল্লি আর বিধুমুখে যে মা ব'লে ডা'ক্‌ছিস্, তাই-তেই আমার সকল দুঃখ দূরে গেল!

সতী। না মা, আমি বালিকা নই—আমি সব বুঝি; এই অভাগিনী কন্যার জন্যই তোমার এত জ্বালা! হায় আমি কি কুক্ষণে জ'ন্মেছিলেম, মা বাপকে সুখী করা দূরে থা'ক্, কেবল তাঁদের মর্ম্মপীড়ার কারণই হ'লেম। আমি এখন নিশ্চয় বুঝেছি, এই পাপ দেহ থা'ক্তে আমার মা বাপের আর

তিলেকের তরেও স্বস্তি নেই! যে সন্তান হ'তে পিতা মাতার মনস্তাপ, তার মহাপাপ; আমায় সেই পাপে ঘিরেছে; এখন এই পাপদেহ ত্যাগ ভিন্ন সেই মহাপাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত দেখিনে—যতক্ষণ না তা ঘ'ট্‌ছে, ততক্ষণ কোনো দিকেই মঙ্গল নাই!

প্রসূ। (সরোদনে) ও মা সতি! ও মা সতি! ও মা তুই কি বলিস্? ওমা তুই কি এই ক'র্ত্তে এলি? হা নিষ্ঠুর! হা পাষাণি! কোন্ প্রাণে কেমন ক'রে মায়ের মুখের উপর এমন কুকথা মুখে আ'ন্‌লি? তোরে যে আমি দুঃখের পরিচয় দিলেম, সে কি কেবল তোর ভাল কথায় প্রাণ যুড়াব ভেবেই নয়? এই কি তোর ভাল কথা? এই কি তুই মায়ের ব্যথা বুঝ্‌লি? ওরে মা! তোর দোষ নেই; কপাল যখন পুড়ে যায়, অমৃত যে, সেও তখন বিষ হয়! রে পোড়া বিধি! এই কি তোর মনে ছিল? আমায় কি দোষে আ'জ্ এত নিদয় হ'লি? আমি যে দিকে চাই, আগুনময়! যার মুখ চাই, বিপক্ষ!—সতীরে! আর যে আমার সয় না! তোর আস্‌বার আগেই প্রাণ যায় যায় হ'য়েছিল; কেবল তোর আশাতেই যায় নি; তোর মুখ দেখে ফিরে এলো, তোর মুখ দিয়েই আবার তার মৃত্যুবাণ বেরুলো! তা ভালই হ'লো, ভালই হ'লো! দুঃখু কেবল এই, লোকে তোরে মাতৃ-হত্যার ভাগিনী ব'লে নিন্দা ক'র্ব্বে—তোর নিষ্কলঙ্ক নামে চিরকলঙ্ক হবে! আর দুঃখু এই, এখনো মহারাজের সুমতি সুগতি হবার আশা ছিল, তা হ'লো না, তা আর দেখ্‌তে পেলেম না! এখনি এ প্রাণ ত্যাগ ক'র্ব্বো—

সতী। ও মা আর না! আর তোমার এ যাতনা দেখ্‌তে পারিনে! যা হবার হ'য়েছে, ক্ষান্ত হও মা; বাবা যা কর্ব্বার তাতো ক'রে ব'সেছেন; এখন একবার চেষ্টা করি, যাতে সকল দিক্ রক্ষা পায়!

প্রসূ। (সতীর শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক) ও মা আমার সর্ব্বগুণে গুণবতী সরস্বতি! আশীর্ব্বাদ করি, চিরা'য়ত হ'ক্! যাতে সকল দিক্ রয়, তাই এখন বল্ মা—তাই এখন কর্!

অশ্বি। সতি রে, এই যা ব'ল্লি, শুনে প্রাণ শীতল হ'লো! এর আগে তোর কথা শুনে রাগও হ'চ্ছিল, কান্নাও পা'চ্ছিল! মাকে আর জ্বালা'স্‌নে ব'ন্! মা যা বলেন, তাই কর্, যে সব দিকে ভাল হবে!

সতী। মা আর কি ব'ল্‌বেন দিদি? যতক্ষণ তাঁর জামা'য়ের উপর বাবার রাগ নিবারণ না হবে, ততক্ষণ এ পক্ষেই কি আর সে পক্ষেই কি, কোনো দিকেই মঙ্গল হবার যো নাই! এখন কেবল বাবাকে বুঝানোই কাজ!

অশ্বি। আমিও তো তাই ব'ল্‌ছি; সময়মতে মা তখন বাবাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে নিবারণ ক'র্ব্বেন।

সতী। "সময়মতে!" তা হবে না দিদি—এখনি দেখ্‌তে হবে! মা আর তার কি ক'র্ব্বেন? মা কি বাবাকে বুঝাতে আর ত্রুটী ক'রেছেন? মার যা বল্‌বার—মার যা কর্ব্বার, তা তো অনেক হ'য়েছে; এখন আমি এক্‌বার দেখ্‌বো—

প্রসূ। (মথচুম্বনপূর্ব্বক) ও মা আমার ননীর পুতুল! ও মা তুই কচি মেয়ে, তুই আর কি দেখ্‌বি?

সতী। ও মা, আমি বাবার পাদপদ্ম একবার দেখ্‌বো! বাবার কাছে দাঁড়াব, বাবার পায়ে শরীর ঢা'ল্‌বো, বাবার কাছে তাঁর রাগটী আ'জ্‌ ভিক্ষা চাব! আমি মেয়ে, তিনি পিতা; আমি বালিকা, তিনি প্রবীণ; আমি স্নেহের পাত্রী, তিনি স্নেহময় জনক; আমি তাঁর গলা ধ'রে সেকালে যখন যা চেয়েছি, যখন যার জন্য আব্‌দার ক'রেছি, তিনি তখনি তা দিয়েছেন—তখনি তা ক'রেছেন! আমি তো সেই মেয়ে, তিনিও তো সেই পিতা! আমি আ'জো সেই গলা ধ'র্ব্বো, তেম্নি ক'রে চাব, সেইরূপ আব্‌দার ক'র্ব্বো! তিনি কখনই আমায় "না" ব'ল্‌তে পা'র্ব্বেন না! তাঁর জামাই তাঁর মান রাখেন নি, সেই জন্য তাঁর রাগ—সেই জন্য তাঁর অভিমান; আমি পায় ধ'রে কেঁদে কেঁদে তাঁর রাগ আর অভিমান ঘুচাব! তাঁর জামাই যেমন তাঁর অপ্রিয় কাজ ক'রেছেন, তিনিও তেম্নি তাঁরে নিমন্ত্রণ না ক'রে আপমান ক'রেছেন—আমি সেই আপমানকে মাথায় রেখে আপ্‌না হ'তে এসেছি, এ তো বাবা দেখ্‌তে পাবেন, এও তো তিনি বুঝ্‌বেন! (উত্থান) মা অনুমতি কর, আর কেন বিলম্ব করি?

প্রসূ। ও মা, সে কি? ও মা, আর একটু ব'স্‌, আগে কিছু খা—আমি যে অনেক দিন চাঁদমুখে কিছু দিইনি—

সতী। না মা, ও কথা এখন ব'লো না! আগে বাবার কাছে যাই,

ভিক্ষা চাই, ভিক্ষা পাই, তবে এসে খাব ! ভিক্ষা না পাই, তবে—(অধোমুখে চিন্তার পর) আর ঐ দেখ না মা, প্রভাত হ'য়েছে—ঘরে আলো জ্ব'ল্‌চে ব'লেই টের পা'চ্ছো না ! ঐ শোনো পাখী ডা'কৃছে, চা'র্‌দিকে কলরব হ'চ্ছে, প্রদীপের আলোও পাণ্ডুবর্ণ হ'য়েছে ! আবার ঐ শোনো বন্দীরা গান গা'চ্ছে, এখন কি আর থায় মা ?

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—বন্দী-কর্ত্তৃক গীত)

রাগিণী যোগীয়া-রামকেলি—তাল ঢিমা তেতালা।

দেখ, পোহালো সুখ-রজনী, গা তোলো নৃপমণি,
অস্তাচলে নিশামণি গেল !
সঙ্গে রাণী ঊষা সতী, কোলে কন্যা বিভাবতী,
নবসাজে দিবাপতি এলো !
লোকনাথ প্রজাপতি তুমি মহারাজা,
তপোতেজে দিনকর জিনি মহাতেজা,
ভবমান্যা তব কন্যা সবে করে পূজা,
প্রসূতি-মহিষি-কোলে উদিতা হইল ! ১।
ঘুচিল বিষাদ তম ; সর্ব্বজন-মনোরম !
পুলক আলোক সম, হৃদয়ে পশিল !
জলে কমলিনী যথা প্রভাতে বিকাশে,
পদ্মিনী নন্দিনী তব বিকশিল বাসে !
গুঞ্জ রবে যথা অলি ফিরে মধু আশে,
পুরবাসি-জন-মন তেমতি মোহিল ! ২।

প্রভাতে মারুত মন্দ, বিতরে কুসুম-গন্ধ,
সতী পেয়ে প্রেমানন্দ, তেমতি হইল!
শাখী ছেড়ে পাখী যথা উড়ে কলরবে,
তপোবন গ্রাম তথা ত্যজি দ্বিজ সবে,
আসিছে ভবনে তব যজ্ঞ-মহোৎসবে,
জয় জয় জয় রবে নগর পুরিল! ৩।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দক্ষনগরী—রাজপুরীর সিংহদ্বার।

[নন্দী, শান্তিরাম এবং দুইজন দ্বারবান উপস্থিত]

শান্তি। বলদ্ যদি হ'লো বাঁধা,
ভেতর্ চল্না নন্দী দাদা! (প্রবেশোদ্যত)

প্র, দ্বা। (রোধপূর্ব্বক) কে তুই? কে তুই? কে তুই?

শান্তি। শা'ন্তে মুই! শা'ন্তে মুই! শা'ন্তে মুই!

প্র, দ্বা। কোথাকার শা'ন্তে তুই?

শান্তি শান্তিপুরের্ শান্তিরাম্!
বাবা মোর্ আত্মারাম্!

প্র, দ্বা। তুই কোত্থেকে এয়েছিস্?

শান্তি। গরু বাঘে ভাব্ যেখানে ভূত্ পেত্নীর্ বাস্,
আর্ যেখানে গাছের্ ফুল্ ফোটে বার মাস্,
হিংসে বড়াই, ঝক্ড়া লড়াই, ব্যামো পীড়ে নাই!
সেথান্ থেকে মায়ের সাথে এলেম্ দুটী ভাই!

প্র, দ্বা। ওরে ভাই, এ বেটা কি বলে ? এ বেটা পাগল নাকি ?

দ্বি, দ্বা। র'স্ না, আমি যা'চ্চি, ওর পাগ্‌লামির ঘাড়্ ভাংচি গে ! (শান্তিরামের প্রতি) হ্যাঁরে বেটা আত্মারামের পো ! জানিস্‌নে এ রাজ-বাড়ী, এ দেউড়ীতে যম যেতে ভয় করে, তুই বেটা এখানে পাগ্‌লামি ক'রে ম'ত্তে এয়েছিস্ কেন ? তুই বেটা দেউড়ীর ভেতরে কোথা যাবি ?

শান্তি। রাজ্-সভা আর্ যজ্ঞি কেমন্,
দেখ্‌তে যাব আম্‌রা দু'জন্ !
পথ্ ছেড়ে দে, ওরে হাবা ;
রাজা মোদের্ মায়ের্ বাবা !
রাজার্ কাছে যাব যখন্ ;
দেখ্‌বি কত আদর্ তখন্ ?
রাজার্ কাছে ব'সে ব'সে ;
লুচি মণ্ডা খাব ক'সে !
দেখ্‌তো যাই ফুলিয়ে ছাতি—
আম্‌রা যে হই রাজার্ নাতি ! (প্রবেশোদ্যত)

দ্বি, দ্বা। (ধাক্কাদানপূর্ব্বক) মর্ বেটা পাগল ! এত বড় স্পর্দ্ধা !

শান্তি। ওরে বাবা গেলুম্ গেলুম্ !
নন্দী দাদা মলুম্ মলুম্ !
ভেঙে গেল গলার্ হাড়্ !
আরে ভাই ছাড়্ ছাড়্ !

(নন্দী-কর্ত্তৃক দ্বি, দ্বারবানের কেশাকর্ষণ ও শান্তিরামের মুক্তি)

দ্বি, দ্বা। (প্রথমের প্রতি চীৎকার পূর্ব্বক) ওরে ভাই, বড় বিপদ, শীঘ্র আয় !

প্র, দ্বা। ভয় নেই যা'চ্চি। (নন্দীকে প্রহার)

নন্দী। হুঁ ! (গ্রীবাধারণপূর্ব্বক দ্বারবানদ্বয়কে দূরে নিক্ষেপ—উভয়ের অচৈতন্য)

শান্তি। হায়্ কি হ'লো ! হায়্ কি হ'লো ! আছে কি আর্ বেঁচে ?
আমার্ জন্যে দুটো ম'লো ! পাপে ম'র্ব্বো প'চে !

(উভয়কে তুলিয়া ব্যজনাদি শুশ্রূষা)

উভ। (চৈতন্য পাইয়া স্ব স্ব গ্রীবায় হস্তদান পূর্ব্বক) ও বাবা! উঃ! আঃ! বাপ্‌রে! মা রে!

শান্তি।
　　হায়্‌রে বোকা রজপুত্‌!
　　জানিস্‌নে যে শিবের্‌ দুত্‌!
　　যম্‌দূতেরা পলায় ত্রাসে!
　　তাঁরে মা'ল্লি কোন্‌ সাহসে?

[বৈষ্ণবের প্রবেশ]

বৈষ্ণ। আঁা! একি? সিংহদ্বাররক্ষক তোমরা, তোমাদের এ দশা ক'ল্লে কে?

দ্বি. দ্বা। (কাতরস্বরে) ঐ যে হনুমান, না ভূত, না কি?

বৈষ্ণ। (দৃষ্টিপূর্ব্বক) ও বাবা! এ কে?

শান্তি।
　　কৈলাসের্‌ ও নন্দী দাদা,
　　শান্তিরাম্‌ যার পায়ে বাঁধা!

বৈষ্ণ। ও হরিঃ! বুঝিছি—এ সেই ভূতুড়ে বেটার ভূত! আরে ম'লো! নিমন্ত্রণ হয় নি, তবু এসে দৌরাত্ম্য ক'চ্ছে! (চীৎকারস্বরে) ওগো নগরপাল মশাই গো! একবার শীঘ্র আসুন, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

[নগরপালের প্রবেশ]

নগ। কি এ? ব্যাপারখানা কি?

বৈষ্ণ। ঐ দেখুন, রাজা নিমন্ত্রণ করেন নি; তাই রাগ ক'রে একটা ভূত পাঠিয়েছে! অত্যাচারের দমন জন্য রাজা যজ্ঞ ক'ল্লেন, সেই অত্যাচার তাঁর নিজ পুরীতে!

নগ। কে ও নন্দীকেশ্বর! তুমি ভাই এমন জ্ঞানী হ'য়ে এমন কাজ কেন ক'ল্লে? এক তো তোমাদের এখানে আসাই উচিত নয়, যদি বা এলে, এমন অত্যাচার কেন?

বৈষ্ণ। হা! হা! হা! ভূত আবার জ্ঞানী— ভূতের আবার উচিত অনুচিত বোধ—ভূতের আবার অত্যাচারের বিচার! বেস্‌ ব'লেছেন যা

হ'ক্! আপনি ভয় পেয়ে স্তব ক'চ্ছে্ন নাকি? দূর ক'রে দিন্ না; ও বেটা আবার "নন্দীকেশ্বর!" ওর ঈশ্বর যেমন ঈশ্বর, ও বেটাও তেম্নি ঈশ্বর! ভূতের ঈশ্বরের দূত ভূত! তারে আবার ভয়! দূর ক'রে দিন্, দূর ক'রে দিন্, যজ্ঞ নষ্ট হবে! না হয় তো বলুন, ওঝা ডাকি; বেটাকে থালির ভিতর পূরে রাখুক।

(নন্দী-কর্ত্তৃক ত্রিশূলদ্বারা বৈষ্ণবের কণ্ঠস্পর্শ)

বৈষ্ণ। (করলগ্নকণ্ঠ) অ্যাঁ—ও! অ্যাঁ—ও! আঁ—ই! আ—ই! উ—উ! উ--উ!

নগ। ও কি? অ আ ই ঈ প'ড়্‌তে লা'গ্‌লে কেন? আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, নাকি?

বৈষ্ণ। (শিরশ্চলান পূর্ব্বক) অ্যাঁ—উ! অ্যাঁ—উ! আ—আ—আ!

নগ। কি উৎপাত! এ যে বিষম দায় দেখ্‌ছি! দর্পরাম সিং! উঠ্‌তে পা'র্ব্বে? পার তো যাও, সভাপাল মহাশয়কে ডেকে আন দেখি?

[ধীরে ধীরে দর্পরামের প্রস্থান।

শান্তি। (বৈষ্ণবের প্রতি)

কণ্ঠিমালা তিলক্ ছাপা গায়্ দেখি চক্ চক্!
নামের্ ঝুলি, হাতে ব'গ্‌লি, ক'র্চ্ছ ঠক্ ঠক্!
কালো ঠাকুর্ ভালো তোমার্, ধলো হ'লেন্ বিষ্!
কালো ধলো এক্ যে তাঁরা, পাওনি কি হদিস্?

(হৃদয়ে হস্তদানপূর্ব্বক)

শা'স্তে পাগ্‌লা! দেখে সাম্‌লা! এই বেলা ছাড়্ রিষ্;
কালো ধলো মিলিয়ে নিয়ে, এইখানে ভাবিস্!
(নৃত্য) শা'স্তে এইখানে ভাবিস্!
ভ্রান্তে ভুলিস্‌নে দেখিস্!

[সভাপাল ও দর্পরামের প্রবেশ]

নগ। মহাশয়! অবধানাজ্ঞা হ'ক্! নিমন্ত্রণ না হওয়াতেই হ'ক্, আর যে জন্যই হ'ক্, এই দেখুন, নন্দী এখানে এসে বড় দৌরাত্ম্য ক'চ্ছে।

সভা। কি দৌরাত্ম্য ?

নগ। এই দুটী দ্বাররক্ষককে তো মেরে খুন ক'রেছে ; আর এই বৈষ্ণব বাবাজীকে ত্রিশূলের খোঁচা মেরে বাক্‌রোধ ক'রে দেছে।

সভা। কৈ তুমি আমি তো র'য়েছি, আমাদের তো কিছু ব'ল্‌ছেন না! ওরা অবশ্যই কোনো অপরাধ ক'রে থা'কবে!

নগ। অপরাধের মধ্যে বলপূর্ব্বক হয় তো প্রবেশ ক'র্ত্তে গিছ্‌লো ; দ্বারবানেরা নিষেধ ক'রে থা'ক্‌বে! আর, এই বৈষ্ণব বাবাজী দুই এক কথা ব'লেছে বটে।

শান্তি। ঠাকুর্দ্দাদার্ যাগ্ দেখ্‌তে যেতে ধাক্কা খাই!
দয়াল্ শিব্‌কে গা'ল্ দিয়েছেন অই বৈরাগী ভাই!

সভা। কেও শান্তিরাম যে ? প্রণাম। ভাল আছ তো ? কোথা থেকে ?

শান্তি। কৈলাস্ থেকে, কৈলাস্ থেকে, নন্দীদাদার্ সাথে!
মা এসেছেন্ বাপের্ বাড়ী এলেম্ মায়ের রথে!

সভা। কৈলাসে গিছ্‌লে ? মার রথে এসেছ ? ধন্য শান্তিরাম! তোমার দর্শনে পবিত্র হ'লেম! প্রণাম, একটু পদরেণু দাও!

[নারদের প্রবেশ]

(সভাপাল ও নগরপালের প্রণাম)

শান্তি। (পদলুণ্ঠন পূর্ব্বক)
এই চরণ্-ধুলো পেয়ে হ'লো শা'স্তে মড়া তাজা!
কৈলাসে আর্ গোলোক্‌ধামে ভিজেছে তার্ গাঁজা!
সেই প্রাণের্ ঢেঁকি, কোথায়্ রাখি, এলে ঠাকুর্ কও ?
ঢেঁকি বাঁ'ধ্‌বো, যাগ্ দেখ্‌বো, সঙ্গে ক'রে লও!

নার। (সহাস্যে) শান্তিরাম কার সঙ্গে এলে ? এই যে, নন্দীও যে ?

সভা। কনিষ্ঠা রাজকন্যাও যে এসেছেন!

নার। হুঁ! তবে তো প্রতুল বটে!

সভা। (সহাস্যে) আপনি যখন নিমন্ত্রণের কর্ত্তা, তখন আর অপ্রতুল কি ?

নার। আমি কি নিষিদ্ধ-স্থলে নিমন্ত্রণ করি ?

সভা। তবে শাস্তিরামের কৈলাস গমন কিসে হ'লো ?

নার। সে কেবল দর্শনমাত্র উদ্দেশ্য !

সভা। আপনার তো "দর্শন," এদিকে যে লোমহর্ষণ ব্যা[illegible] উপস্থিত !

নার। কোথায় ? এখানে—এই যা দেখ্‌ছি ?

সভা। পুরদ্বারে ? এ তো সামান্য ; পুরমধ্যেই ভয়ঙ্কর !

নার। অগ্রে তো দ্বার পার হওয়া যা'ক্, পরের কথা পরে ! "পতিতঃ পর্ব্বতো লঘুঃ !" (নন্দীর প্রতি) ভায়া ! এ নির্ব্বোধের কণ্ঠরোধের মুক্তি কর ; বোধের উপায় একবারেই হবে !

(ত্রিশূল-স্পর্শে মুক্তি)

সভা। তবে আর অপেক্ষা কি ? আগমন করুন !

নার। ভায়া এখন কোথায় ?

সভা। মন্ত্রণা গৃহে। শুন্‌লেম সতীও সেখানে গমনোদ্যতা—

নার। তবে শুভস্য শীঘ্রং !—শাস্তিরাম, এস ! নন্দী ভায়া যাবে কি ? তবে এস !

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

দক্ষপুরী—মন্ত্রণাগৃহ।

[দক্ষ ও নারদ উপস্থিত]

নার। এই আমি তাঁদের পথে দেখে এলেম। দেখে এলেম কেন, সঙ্গ ছেড়ে এলেম। দধীচি, অঙ্গিরা, মরীচি, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সব ঋষিরাই আ'স্‌ছেন। তাঁদের দেখে ঢেঁকি থেকে নেমে কথা কৈতে কৈতে অনেকক্ষণ এলেম। তার পর তাঁরা আ'স্‌ছেন পদব্রজে, আমি এলেম বাহনে; এই প্রভেদে যা কিছু বিলম্ব।

দক্ষ। কি কথা হ'লো? যজ্ঞের কথা কিছু উঠেছিল?

নার। আবার কি কথা?

দক্ষ। যজ্ঞের কথা কিরূপ হ'লো শুনি?

নার। ঐ সেই কথা! আমাকে দেখেই ব'ল্লেন, "ওহে নারদ! নিমন্ত্রণের সময় তো এত গূঢ় কথা কিছুই ব'লে এলে না; এখন শুনি শিবহীন যজ্ঞ! তা ঈশান ভিন্ন যজ্ঞ কিরূপে হবে?" কেউ বা ব'ল্লেন, "ঈশানের ভাগ না দিলে বেদবিধির উল্লঙ্ঘন, সুতরাং যজ্ঞের সিদ্ধতা ঘটে না!" কেউ বা ব'ল্লেন, "প্রজাপতি দক্ষ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তায় তুমি অধ্যক্ষ, তবে এমন অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এবং মহান্ দোষাকর গুরুতর নব্যতা কেন ঘ'ট্‌লো?" কেউ বা ব'ল্লেন, "আমরা তো আ'স্‌তেম না, তবে ব্রহ্মার পুত্র মধ্যে যিনি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, যিনি ঋষি মধ্যে রাজর্ষি, নর মধ্যে নরাধিপ, তেজীয়ানের মধ্যে মহা তেজীয়ান্, নারীর মধ্যে মহেশ্বরী সতীর পিতা, দেব মধ্যে মহাদেবের শ্বশুর, তাঁর যজ্ঞ—হয় তো অন্যের অগোচর কোনো নিগূঢ় সংহিতা তিনি পেয়েছেন! হয় তো বেদকর্ত্তা পিতার নিকট অন্য বেদ তিনি লাভ ক'রেছেন! হয় তো নূতন সংহিতা-সূত্র নিজেই বা প্রস্তুত ক'রেছেন! ভাল দেখাই যা'ক্ না কি হয়, এই ভেবেই আমরা এলেম।"

দক্ষ। তুমি কি উত্তর দিলে?

নার। আমি ব'ল্লেম, "যে দেশে মেঘের জলে চাষ হয়, সে দেশে অনাবৃষ্টি অর্থাৎ যদি মেঘের সঞ্চার নাই হয়, তবে কি হয়?" তাঁরা ব'ল্লেন, "দুর্ভিক্ষ, জীবক্ষয়, সর্ব্বনাশ হয়, আর কি হয়!"

দক্ষ। তবে ভাই, তুমি মেঘের দৃষ্টান্ত আ'ন্‌লে কেন? এ কথায় যে আমার প্রতিপক্ষ বৈ স্বপক্ষ রক্ষা হয় না! ভাল করনি ভাই ভাল করনি!

নার। শুনুন আগে—

দক্ষ। আর শুন্‌বো কি?—তবে তোমার কথা! তার মুখ্যার্থ গৌণার্থ বুঝে ওঠা ভার!—ভাল! তোমার প্রত্যুত্তর শুনা যা'ক্!

নার। আমি ব'ল্লেম, "কেন? বর্ষণাভাবে কি কর্ষণ-কার্য্য হয় না? 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।' বুদ্ধিমান কৃষক কূপ খনন, কি কৃত্রিম জলপ্রণালী দ্বারা তো জল পেতে পারে!"

দক্ষ। তাতে তাঁরা কি ব'ল্লেন?

নার। তাঁরা ব'ল্লেন, "জল তো চাই!" আমি ব'ল্লেম, "মেঘের জল না হ'লেও তো চলে!" তাঁরা ব'ল্লেন "মেঘের কার্য্যকারী অন্যাবলম্বন তো আবশ্যক হ'লো! সেইরূপ ঈশান স্থানীয় যাগভোক্তা অন্যের তো প্রয়োজন?"

দক্ষ। তুমি কি ব'ল্লে? দেখি তোমার বুদ্ধি কত দূর?

নার। বুদ্ধি নিজের না থা'ক্, আপনার সহবাস-জনিতা বুদ্ধি কোথায় যাবে? আমি ব'ল্লেম "শিবস্থানীয় ভোক্তা হুতাশন!"

দক্ষ। ভাল ভাল! সব শুনা যা'ক্! তাঁরা কি ব'ল্লেন?

নার। তাঁরা ব'ল্লেন, "কিসে?" আমি ব'ল্লেম, "শিব কি? ব্রহ্মা কি? বিষ্ণু কি? কেবল নির্গুণের বিকৃতি মাত্র—নির্গুণের সগুণ হওয়া—নির্গুণ হ'তে ত্রিভাগে ত্রিকার্য্যোদ্দেশে ত্রিগুণ সৃষ্টি, এই মাত্র!" তাঁরা স্বীকার ক'রে ব'ল্লেন "ভালই; সেই ত্রিকার্য্য-সাধনকারীদের দেয় ভাগ না দিয়ে কিরূপে যজ্ঞ হবে?" আমি উত্তর ক'ল্লেম, "যদি একাধারে সেই গুণত্রয় পাওয়া যায়, অথবা একাধারে সেই গুণত্রয় বর্ত্তিয়ে দেওয়া যায়, তবে তিন জনকে আরাধনা কর্ব্বার আবশ্যক কি?" আমি এই কথা বলাতে তাঁরা পরস্পর মুখচাওয়াচাই ক'রে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থেকে ব'ল্লেন, "নারদ! আ'জ্ তোমার মুখে নূতন কথা শুন্‌ছি। একাধারে ত্রিগুণ, এমন আধার কে?"

আমি ব'ল্লেম "হুতাশন!" তাঁরা ব'ল্লেন "কিসে?" আমি বল্লেম "দেখুন না কেন? অগ্ন্যুত্তাপ ভিন্ন কিছুরি উৎপত্তি সম্ভবে না, সুতরাং অগ্নিতে রজোগুণ বিদ্যমান! অপিচ, তেজঃপদার্থ হ'তেই জগৎ রক্ষা হয়, জীবের জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়, সর্ব্ব দেহীর দেহ পালিত হয়—উষ্ণতা গেল তো জীবনও গেল—সুতরাং পালনকারী সত্ত্বগুণও তাতে আছে! আর অগ্নির সংহারক শক্তির কথা তো বলা বাহুল্য; সুতরাং তমোগুণের অভাবই বা কি?"

দক্ষ। বেস্ ব'লেছ! উত্তম ব'লেছ! আমার মনোগত—প্রাণগত—অন্তস্তলগত কথা ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছ! ধন্য নারদ! ধন্য দেবর্ষি! ধন্য ভ্রাতঃ! ধন্য তপোবল! ধন্য বুদ্ধি!

নার। আমি আরো বুঝিয়ে দিলেম, যে, সামান্য যাজ্ঞিকগণ হুতাশনকে যজ্ঞেশ্বর ক'র্ত্তে সাহসী হয় নাই ব'লেই এতকাল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের এত প্রভুত্ব ছিল, কিন্তু এবার বড় শক্ত যাজ্ঞিকের হাতে প'ড়েছেন! তেজীয়ানের কাছে অপরিমিত তেজ কারো থাকে না! এক ব্যক্তির পূজাতে যদি সর্ব্বসমাধা হয়, তবে তিন ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ পূজা করা বাড়ার ভাগ; এক অগ্নিতে আহুতি দিলেই সর্ব্ব দেবকে দেওয়া হয়। অগ্নির অসীম গুণ—অগ্নি সর্ব্ব ভুক্, সর্ব্বমুখ—সকল খান, সকলের হ'য়ে খান—সেই অগ্নি থা'ক্তে আবার এ দেবতা ও দেবতা—ইনি এলেন কি না, উনি এলেন কি না—ইনি খেলেন কি না, উনি খেলেন কি না, তাও কি আবার ভা'ব্তে হবে? তবু যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে আহ্বান ক'রেছেন, সেই অনুগ্রহই যথেষ্ট! বিশেষতঃ, রাজর্ষির ব্রহ্মণ্যতেজ আর রাজপদের তেজ পেয়ে অগ্নি আরো তেজস্কর হবেন! যে অনুপম তেজোগুণে শিবানীর জন্ম হ'য়েছে, সেই তেজ যদি প্রজাপতি অগ্নিকে দান করেন, তাতেই অগ্নি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাস্থানীয় হ'তে পা'র্ব্বেন! দাদা আমার যে তেজ দ্বারা প্রজালোককে পালন করেন, তাতেই অগ্নি পালনকর্ত্তা বিষ্ণুস্থানীয় হবেন! আর সংহারশক্তি অগ্নিতে এক প্রকার তো আছেই, সৃষ্টি-সংহারক কার্য্যে যদিও তা যথেষ্ট না হয়, তথাপি সর্ব্বসংহারক তমোগুণাত্মক তাঁর জামাতার শিবত্ব ভাবটী অগ্নিতে বর্ত্তিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে তো সহজ কথা। জামাতার বা কি? শ্বশুরের যে তেজঃ—যে তমঃ

আছে, তার কণামাত্র যজ্ঞাগ্নিতে ছেড়ে দিলেই সর্ব্বনাশক হ'য়ে উঠ্‌বে, তার সন্দেহ মাত্র নাই।

দক্ষ। (উঠিয়া আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক) ভাই! আ'জ্ জা'ন্‌লেম তুমিই আমার যথার্থ সহোদর; পিতার আর যত মানসপুত্র তাঁরা বৈমাত্র!

নার। যখন আমরা মাতৃগর্ভজ নই, তখন বৈমাত্র নয়, বৈপিত্র বলুন!

দক্ষ। ভাল, ভাল, একই কথা! যা হ'ক্ ভাই, চিরঋণে বদ্ধ থা'ক্‌লেম! তোমা ভিন্ন এ যজ্ঞ সম্পন্ন করা অসামান্য ক্লেশের হ'তো! এখন বুঝ্‌লেম, তোমা হ'তেই আশা পূর্ণ, তোমা হ'তেই অহঙ্কারীর অহং চূর্ণ, তোমা হ'তেই মস্তকোন্নত হবে।

নার। আমা হ'তে কিছুই না—সব আপনার নিজগুণে—আমি উপলক্ষ মাত্র! ফল কথা, এই অশিবযজ্ঞটীর ফল যে কি আশ্চর্য্য হবে, তা ধ্যান ক'রে দেখ্‌লে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—আপনি কি আর নরলোকের লোক থা'ক্‌বেন? না, এই নরাকৃতি আর আপনার থা'ক্‌বে? মুখশ্রী তখন আর এক-রূপ হ'য়ে উঠ্‌বে—নয়নের জ্যোতিঃ অদ্ভুত হবে! এমন কি, কেশ শ্মশ্রু পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত ভাব ধারণ ক'র্ব্বে! ত্রিভুবনে এমন কেউ নাই যে, আপনাকে দেখ্‌লে চমকিত ও ভীত না হবে! যত কাল শাস্ত্র থা'ক্‌বে, যত কাল কবি ও কাব্য থা'ক্‌বে, যত কাল অদ্ভুত রসের আদর থা'ক্‌বে, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী থা'ক্‌বে, ততকাল আপনার অলৌকিক কাণ্ড কীর্ত্তিত হবে, সন্দেহ মাত্র নাই! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালবাসী কাহারো সহিত আপনার উপমা হবে না!

দক্ষ। (সহাস্যে) এখন হ'য়ে উঠ্‌লে হয়—

নার। এ তো হ'লো!—

[সভাপালের প্রবেশ]

দক্ষ। সভাপাল! সভার সংবাদ কি?

সভা। আজ্ঞা মহারাজ! সভার মহাবিভাগ তিনটী ত্রিলোকের লোক দ্বারা যথাযোগ রূপে পরিপূর্ণ হ'য়েছে; দিক্‌পালেরাও এসেছেন, দেবতারাও এসেছেন, ঋষিরাও সকলে এসেছেন, রসাতলবাসীরাও এসেছেন, মর্ত্ত্যলোকেরও রাজা প্রজা কেহ অবশিষ্ট নাই—আশার অতিরিক্ত জনতা হ'য়েছে; কিন্তু

শ্রেণী বিভাগ থাকাতে স্থানের সঙ্কীর্ণতা বা কোনোরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। যজ্ঞারম্ভের সমুদয় প্রস্তুত, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণও প্রস্তুত, যাঁদের প্রতি যে যে স্থলে যে যে কর্ম্মের ভার আছে, তাঁরা সকলেই সেই সেই স্থলে প্রস্তুত আছেন। কিছুই অপ্রস্তুত নাই—কেহই অনুপস্থিত নাই; কেবল প্রধান সিংহাসন তিনটী শূন্য আছে।

দক্ষ। কার্ কার্?

সভা। মহারাজের একটী, বিষ্ণুর একটী, আর পিতামহ ব্রহ্মার একটী।

দক্ষ। আমার তো থা'ক্‌বেই; অপর দুটীর কারণ কি? (নারদের প্রতি) তাঁরা কি আ'স্‌বেন না?

নার। আঃ! সে জন্য চিন্তা কি? এই যে হুতাশনকে সত্ত্বরজস্তমোগুণের আধার ক'রে দেওয়া গেল কেন? তাঁদের আভাস কিছু পেয়েছিলেম—শিবের অনাহ্বান শুনে তাঁরাও একটু ঘাড় নেড়েছিলেন! তাঁদের যে একে তিন, তিনে এক! সেই অনাসৃষ্টি ঐক্য বাক্যেই তো সমুদয় সৃষ্টিকে বেঁধে রা'খ্‌তে পেরেছেন! আ'জ্ তেম্নি এই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডতে মাথামুণ্ড ঘুরে যাবে এখন!

[নন্দী ও শান্তিরামের প্রবেশ]

দক্ষ। (নন্দীকে দেখাইয়া) এ কে? এ এখানে কেন?

সভা। আজ্ঞে, ঐ কথাই নিবেদন ক'চ্ছিলেম;—কৈলাস হ'তে সতী এসেছেন, রাজ্ঞীও বরণকার্য্যে প্রস্তুতা হ'য়েছেন!

দক্ষ। সতী এসেছে! কেমন হ'লো? তারে আ'ন্‌লে কে?

[সতীর প্রবেশ; পশ্চাতে অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘা]

সতী। কেউ আনিনি, বাবা, তোমার কাঙালিনী আপনিই এসেছে! (প্রণাম)

দক্ষ। আঃ! এই যে!

মঘা। হ্যাঁ বাবা, সতীকে আ'ন্তে পাঠাওনি কেন?

দক্ষ। না মা, আমি আ'ন্তে পাঠাইনি! আর সে কথা তুলো না মা আর সে কথা তুলো না! সতী নামে আমার যে এক কন্যা ছিল, তা আমাকে

ভুল্‌তে দাও! সতী নামে তোমাদেরও যে একটী ভগ্নী ছিল, তাও তোমরা ভুলে যাও!

অশ্বি। অমন কথা ব'লোনা বাবা, শিব যা কর্ব্বার তা ক'রেছে, সতীর মুখ দেখেও কি সে কথা ভুলে গেলে না?

দক্ষ। না মা, সে ভোল্‌বার নয়—সে আগুন নির্ব্বাণ হবার নয়! তোমরা এসেছ, সুখী হ'লেম, সেই উত্তম, অন্য কথায় কাজ নাই মা অন্য কথায় আর কাজ নাই!

[প্রসূতী ও সনকার প্রবেশ]

(প্রসূতীর প্রতি) এই লও, তোমার পূর্ণচন্দ্র এখন তারাঘেরা হ'য়ে উদয় হ'য়েছে—বাঁ'চ্‌লেম! অগ্নি শীতল হ'লো, সর্ব্বরক্ষা হ'লো, আমার ভাগ্যে যা হ'ক্, আমার মানের ভাগ্যেও যা থাকুক্! তোমার প্রাণ যুড়ুলো, সেই ভালই ভাল, অন্য কথায় কাজ নাই আর অন্য কথায় কাজ নাই!

প্রসূ। (সতীর প্রতি) মা! সারা রা'ত্ তোর পথের ক্লেশ, একটু বিশ্রাম না ক'র্‌লে অসুখ হবে। আয় মা ঘরে যাই, এখানে এখন কাজ নাই। (অন্যান্য কন্যার প্রতি) তোরাও আয় মা, তোরাও তো সারা রা'ত্ জেগেছিস্।

মঘা। না মা; আমাদের দিব্য রথ, দিব্য শয্যা, আমরা দিব্য ক'রে ঘুমুতে ঘুমুতে এসেছি! সতীর বটে গরুর গাড়ীতে এসে কষ্ট হ'য়েছে!

দক্ষ। ধিক্ আমার সম্পদে ধিক্! ধিক্ আমার রাজত্বে ধিক্! ধিক্ আমার জীবনে ধিক্! ধিক্ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধেও ধিক্! আর না—আর দেখ্‌তে শুন্তে পারিনে! তোরা যা মা, আর ও কথায় কাজ নাই মা আর ও কথায় কাজ নাই!

মঘা। কাজ নেই কেন বাবা? সতীর ওপর রাগ ক'র্‌লে কি হবে? সতীর অপরাধ কি? যেমন ঘরে বরে দিয়েছ, তারির মতন হ'য়েছে—সুপাত্রে দিতে, দেখে শুনে সুখীও হ'তে; এমন ঘরে দিলে কেন?

দক্ষ। যা ভেবে দিছ্‌লেম, তা হ'লো কৈ? নারদ ভায়াই তার ঘটক, নারদ ভায়াই বরের স্তুতিবাদক, নারদ ভায়াই আমাকে মজাবার কর্ত্তা! ভায়ার কথা যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ক'রেছিলেম, তেম্নি জ্ঞান পেয়েছি! ভায়া

ব'ল্লেন, সকল দেবতার চেয়ে মহিমাতে বড়, ঐশ্বর্য্যে বড়, রূপ গুণ বিদ্যা সাধ্য সর্ব্বপ্রকারেই বড়! আমিও তাই জা'ন্তেম—

সতী। যা জা'ন্তে বাবা এখনো তাই! পিতৃব্য নারদ তোমায় প্রবঞ্চনা করেন নাই! একটু রাগ ত্যাগ কর বাবা, তা হ'লেই আগে যেমন দেখ্তে, এখনো তেম্নি দেখ্বে। তোমার মতন মহাজ্ঞানী যা দেখেছিলেন, তাতেও কি ভুল হয়?

দক্ষ। না বাছা, আগেকার দেখা ভুল, এখনকার দেখাই দেখা! অনেক স্থলে অনেক লোক সম্বন্ধের পূর্ব্বে কৌশল ক'রে এইরূপ বর দেখানোই দেখিয়ে থাকে! আমাকেই যখন ভুলিয়েছে, অন্য পরে কা কথা! আমাকে মুগ্ধ করা সামান্য ব্যাপার নয়—কোনো অসাধারণ অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ভিন্ন আমায় কি ভুলাতে পারে? সেই অসামান্য ইন্দ্রজালেই আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলেম! এ চাতুরীর বিন্দু বিসর্গ যদি তখন জা'ন্তে পা'র্ত্তেম, তা হ'লে কি এমন বিসদৃশ লজ্জাজনক সম্বন্ধ হ'তো? তা হ'লে কি আমার এমন সোণারচাঁদকে সেই রাহুগ্রাসে ফেলে দিই? তা হ'লে কি সেই বানরের গলায় এই গজমতি গেঁথে দিই? তা হ'লে কি সেই দূষিত জলাশয়ে এমন কনক-পদ্ম ভাসিয়ে দিই?

সতী। বাবা! তিনি যে মায়াময়—

দক্ষ। মায়াময়ই বটে—হায়! কি অদ্ভুত মায়াবিদ্যায় মোহিত ক'ল্লে'— জ্ঞানের চক্ষে কি মোহকরী অঞ্জন পরিয়ে দিলে, যে, আমার সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-প্রকাশক, সর্ব্ব-প্রবেশক বুদ্ধিকেও একেবারে উড়িয়ে দিলে—আমার দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, স্মরণ-শক্তি, অনুভব-শক্তি সব মোহ-প্রাপ্ত হ'য়ে তার রূপ দেখ্লেম যেন ভুবনমোহন; গুণ দেখ্লেম অনন্ত; স্বভাব চরিত্র যেন মহা-পুরুষের ন্যায় অতি পবিত্র; ঐশ্বর্য্যে জগৎ যেন তার সাম্রাজ্য; বিদ্যা বুদ্ধিতে সে যেন দেব-গুরুর গুরু কি বেদকর্ত্তা পিতারও গুরু, এম্নি বোধ হ'লো! হায়, লৌহ যে কাঞ্চনের আকার ধ'রেছিল, তা কি তখন জানি?

সতী। না বাবা! সে সব ইন্দ্রজাল নয়, যা যা ব'ল্লে সব সত্য—এর একটীও ভ্রম নয়! বড় বিষম সঙ্কটে প'ড়েই আমায় আ'জ্ লজ্জা ত্যাগ ক'রে তোমার সম্মুখে এসব কথা কৈতে হ'চ্ছে! আমার ভাগ্য-দোষে কৈলাসনাথের

উপর আমার জনকের নিদারুণ ক্রোধ হ'য়ে পূর্ব্বের অনুরাগ ঘুচে ঘোর বিরাগ জ'ন্মে উঠেছে, তা নৈলে যা যা ভ্রম ব'লে জ্ঞান ক'চ্ছে'ন, সকলি জাজ্জ্বল্যমান দেখ্‌তে পেতেন!

দক্ষ। হাঁ! জাজ্জ্বল্যমান দেখ্‌তে পেতেম! কি জাজ্জ্বল্যমান দেখ্‌তেম? — জামাতার রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য? - এর চেয়ে আর নূতন কি দেখ্‌তেম?—যারে সুনব্য স্বরূপ সুপাত্র ব'লে জ্ঞান ছিল, এখন দেখ্‌ছি সে কি না আমার বাপের চেয়েও বড়! তার রাজ্য ঐশ্বর্য্যই বা কি ছাই দেখ্‌বো? শ্মশান বৈ তার অন্য রাজ্য কি আর কেউ দেখাতে পা'র্ব্বে? আবার রাজবেশ, রাজ-ভূষা, রাজ-বিভবই বা কি দেখ্‌বো? জটাজুট তো মাথার মুকুট; বিল্বশাখা তো রাজছত্র; বনপর্ব্বত তো রাজপুরী; কপালে আগুন আছে, সেই তো তার রাজটীকা! ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিচ্ছদ; ভুজঙ্গ কটি-বন্ধ; শ্মশান তার রাজ্য; মড়াগুলো তার প্রজা; তাদের দত্ত কঙ্কাল অস্থিই তার রাজ-ভূষণ; ভস্মলেপ তার চন্দন! শুন্তে পাই, আহার ব্যবহারও চমৎকার—ধুস্তুরা-বীজ ভক্ষ্য; ভাং আর বিষ তার পেয়; অন্য দ্রব্য যদিও কখনো ভোজন করে, কিন্তু ভোজনপাত্রের নাম ভদ্রসমাজের অকথ্য, চণ্ডাল জাতিরও ত্যজ্য, পিশাচেরও ঘৃণ্য—মড়ার মাথার খুলি! এও কি কেউ কখনো শুনেছ? আবার বিদ্যা, সাধ্য, আমোদ আহ্লাদের কথাই বা কি ব'ল্‌বো? বেদীয়ার বাজী বিদ্যা, মহিষের শিং বাদ্য, সঙ্গী পিশাচ, বাহন গরু, (নন্দীকে নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক) মন্ত্রী তো ঐ ভূত, শ্রেষ্ঠ-বৃত্তি ভিক্ষা, ভণ্ড যোগ দীক্ষা, গুণ তো তমঃ, গুরুলোকের মানহরণ করাই কীর্ত্তি! এমন পাষণ্ডরাজের একটাও কি সু আছে, যে তাই আবার ছাই দেখ্‌বো!

প্রসূ। ও মহারাজ! পায় ধরি, ক্ষমা কর, সতীর মুখ দেখেও একটু দয়া কর—

দক্ষ। ওগো, সতীর মুখ দেখেই তো দয়া ক'রে ব'ল্‌ছি! হায়, কি কুহকে ভুলে যে এমন ত্রৈলোক্য-সুন্দরী রাজকন্যা সেই অদম্য বন্য পশুকে দান ক'রেছি—এমন কল্পলতাকে সেই জীবনশোষক বিষ বৃক্ষের আশ্রয়ে সঁপে দিয়েছি, তা ভা'ব্‌লে আর জ্ঞান থাকে না! একবার তোমরা স্বচক্ষে চেয়ে দেখ, সেই বিষ-বৃক্ষের আততায়িতায় এই কল্পলতার কি দশা হ'য়েছে!

ওর মুখপানে—ওর অঙ্গপানে চেয়ে দেখ, হায়! সে শ্রীছাঁদ, সে ঢল ঢল লাবণ্য, সে স্বর্ণ বর্ণ, সে উষা-প্রভা, সে স্থির-দামিনীর জ্যোতিঃ কি আর আছে? শিশুকাল হ'তে যে স্বভাবতঃ হাস্যমুখী, তার মুখে কি আর হাসি দেখ্‌তে পা'চ্ছো?

প্রসূ। সুধু তোমার জন্যেই মার হাসি গেছে মহারাজ—সুধু তোমার সর্ব্বনেশে রাগের জন্যেই মহারাজ!

দক্ষ। আমার জন্যে? আমার রাগের জন্যে তোমার মার হাসি গেছে মহিষি? ভাল, তাই যেন হ'লো; তোমার মার যে এই বেশ ভূষা, এও কি আমার জন্যে? এই যে কন্যাটী দাঁড়িয়ে আছে, না জানা থা'ক্‌লে এরে কি রাজকন্যা ব'লে কেউ বুঝ্‌তে পারে? অন্যপরে কা কথা, যারা ওরে কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছিল, তাদের ক জনকে ডাক দেখি; কেউ ব'লে দিও না, দেখ দেখি কেমন তারা চিন্তে পারে? এই মেয়েকে ভদ্রসমাজে আমার কন্যা ব'লে কি আর পরিচয় দেওয়া যায়? এই বেশ ভূষা কি দক্ষ-রাজার কন্যার শোভা পায়? রাজনন্দিনী দূরের কথা, মধ্যবিধ গৃহস্থের মেয়ের মতনও কি ওরে দেখ্‌তে পা'চ্ছো? তোমার অন্তঃপুরে যে সব নব্যা পরিচারিকা আছে, তাদের এনে মিলাও দেখি, কেমন না তাদের সজ্জা এর চেয়ে সহস্র গুণে ভাল হয়! সেই বিবাহকালে যে লোহার খাড়ু গাছ্‌টী দিয়েছিলে, তদ্ভিন্ন অন্য আভরণ কি ওর গায় দেখ্‌তে পা'চ্ছো? মণি মুক্তা দূরে থা'ক্, বেটার কি এক যোড়া শঙ্খ দিবারও ক্ষমতা নাই? অতি দীন দুঃখী পরপ্রত্যাশী জনেও আপনার স্ত্রী কন্যাকে এমন অবস্থায় গৃহে রা'খ্‌তে লজ্জিত হয়—কোথাও যেতে দেওয়া তো দূরের কথা! হায়, সম্প্রদান কালে এত যে অমূল্য অতুল্য বস্ত্রাভরণ দিয়েছিলেম, বেটা কি সে সবও বেচে খেয়েছে? এমন অভাজন যদি দূর সম্পর্কের কেউ হ'তো, তাও আমার সৈতো না, এ তো যার বাড়া নাই জামাতা!

প্রসূ। (সস্নেহে সতীর করাকর্ষণপূর্ব্বক) ওমা মার কথা রাখ্, এখানে আর থাকিস্‌নে, আয় মা ঘরে যাই—আর তোরে কিছু খাইয়ে মনের ব্যথা দূর করিগে—

সতী। (সরোদনে) না মা, আর না—আর ঘরে যাব না! তোমার

ব'লে এসেছিলাম, পিতার পাদপদ্ম দেখে এসে—তাঁরে বুঝিয়ে এসে—তাঁর কোপানল নিবিয়ে এসে তোমার কোলে ব'সে খাব ; তা হ'লো না মা হ'লো না! পিতার স্নেহ-সুধা পেতে এসে ঘৃণা-বিষ পেলেম—আ'জ্ তাই খেয়েই চ'ল্লেম—জন্মের মত বিদায় হ'লেম—আর তোমার কাছে ব'সে ক্ষীর সর খেতে পেলেম না মা!

প্রসূ। সতিরে, আর কেটে কেটে লুণ দিস্‌নে মা—

অশ্বি। ও কি কথা সতি? তোর দুঃখু দেখে বাবা কি দুঃখু ক'রেও দুটো কথা ব'ল্‌তে পারেন না?

সতী। হায় দিদি, একি তাই? বাবা যদি আমার দুঃখে যথার্থই দুঃখী হ'তেন, তবে কখনই এত দ্বেষ ক'রে, এত ঘৃণা ক'রে, এত কালকূট-মাখা কটু রসের ধিক্কার দিয়ে ব'ল্‌তেন না! পিতা বিচার ক'র্লে'ন না—অবিচারেই সর্ব্বনাশ ঘটালেন! পিতা যা ব'ল্‌ছেন, তা কিছুই নয়—ওঁর জামাই যোগীশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, শ্মশানে যোগ করেন, পরমাত্মার ধ্যান করেন, ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ ভাবেন, ধন মান চান না—পরম নিধি লাভেই ব্যস্ত! পিতা জ্ঞানী হ'য়ে সে উচ্চ ভাব বুঝ্‌লেন না, এ দুঃখ কি আমার সামান্য দুঃখ? পিতা সকল শাস্ত্র জেনে সতীর এক মাত্র গতি যে পতি, কন্যার সেই পতির নিন্দা কন্যার সাক্ষাতেই ক'চ্ছে'ন! কন্যা যদি মন্দ ঘরে বরেও পড়ে, তবু যাতে সে পতির প্রতি ভক্তিমতী থাকে, পিতার কি সেইরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়? পিতা যতদূর কুৎসা ক'চ্ছে'ন, তাঁর জামাতা যদি সত্য সত্যই তত দোষে দোষী কি তার চেয়েও নিন্দিত হ'তেন, তবু কি আমার কাছে তা বলা তাঁর উচিত? বরং অত্যজ্য পতির চরণে যাতে আমার দ্বিধা না জন্মায়, এমন জ্ঞান কি পিতার দিতে হয় না?

প্রসূ। ওমা, তুই যেমন আমাদের মেয়ে, শিব তেম্নি আমাদের সন্তান; পুত্রের উপর রাগ ক'রে যেমন ব'লে থাকে, মহারাজ সেই সন্তান-বাৎসল্যেই ব'ক্‌ছেন—

সতী। ওমা, এ বলা যে সে বলা নয়, তা হ'লে কি কথা কৈতেম? বাবা তেম্নি স্নেহভাবে বলেন, তাই তো প্রার্থনা। এ বলা স্নেহেরও নয়, রাগেরও নয়—এ যে ঘোর ঘৃণা, বিষম বিদ্বেষ!

প্রসূ। ওরে না, তোর বেশ ভূষা দেখে—উনি পুরুষ মানুষ—

সতী। বেশ ভূষার প্রবৃত্তি তো স্ত্রীলোকের—যাতে সে নীচ প্রবৃত্তি খর্ব্ব হয়—যাতে আমরা আপন আপন ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকি, জ্ঞানী পুরুষেরা তো তারির চেষ্টা ক'রে থাকেন—

দক্ষ। জ্ঞানী পুরুষেরা বুঝি দৈন্য-বেশে রাজকন্যাদের বাপের বাড়ী আ'স্‌তে বলেন?—আর জ্বালা'স্‌নে বাছা জ্বালা'স্‌নে—

সতী। কেন বাবা, আমায় বাল্যকালে যখন কোলে বসিয়ে শাস্ত্রনীতি শিখাতে, তখন তো তোমার মুখেই শুনেছিলেম—স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পত্তি আর সজ্জার ধ্যান বিপত্তি আর লজ্জার কারণ—কেবল পতিধ্যানই মঙ্গলের নিদান! তুমিই তো ব'ল্‌তে, পতি ভিকারী রাজা, স্বরূপ কুরূপ, সুস্থ ব্যাধি-গ্রস্ত, যাই হ'ন্, তাঁতেই তন্ময়—তাঁরেই সেবা ভক্তি—তাঁরেই ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন নারী জাতি যথার্থ সতী নয়—পরলোকে তার মুক্তি নাই—ইহলোক তো সুখের সংসার হবেই না!—হায়! কোথায় আমরা ভুলে গেলে পিতা মনে ক'রে দিবেন, না মন্দ ভাগ্য গুণে, জ্ঞানী পিতাকে আমায় আ'জ্ স্মরণ ক'রে দিতে হ'চ্ছে!—হায়, কোথায় পিতার কাছে এসে প্রণাম ক'রে এক পাশে দাঁড়াব—কৈলাসের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্লে মৃদুস্বরে "সব ভাল" ব'লে মার কাছে চ'লে যাব, না আমাকে আ'জ্ লজ্জা আর শীলতাকে দূর ক'রে এত জনের সাক্ষাতে এত বাচাল হ'তে হ'লো—এ ঘৃণায় কি প্রাণ আর রা'খ্‌তে ইচ্ছে করে?—হায় আমি কোথায় যাই? স্ত্রীজাতি শ্বশুর বাড়ী জ্বালা পেলে বাপের বাড়ী যুড়াতে এসে, অভাগিনীকে সে সুখেও বিধি বঞ্চিত্ ক'র্ল্লেন!

প্রসূ। বালাই, বঞ্চিত্ ক'র্ব্বেন কেন? মহারাজ লোকাচারের বশে তোর কৈলাসের কষ্ট শুনেই মনের কষ্টে যা বলেন—

সতী। হা অদৃষ্ট—কৈলাসে আবার আমার কষ্ট! একটী ক্ষুদ্র প্রাণীও যে কৈলাসে পাপ তাপ দুঃখ ক্লেশ পায় না, সেই কৈলাসে আমার কষ্ট! আমার ধনের সুখ কাজ কি মা? আমার মনের সুখের সীমা নাই! তোমার মেয়েকে এম্নি স্থানে দিয়েছ মা, এমন রমণীয় স্থান ত্রিভুবনে আর নাই—ইন্দ্রালয় কি বৈকুণ্ঠও তার কাছে কিছু নয়! বাবার ঘৃণার পাত্রী হ'য়েই তোমার মেয়ে অভাগিনী হ'য়েছে, নৈলে তারে এম্নি সুপাত্রে দিয়েছ মা, যে,

মনুষ্য জন্মে যা হ'তে হয়, কিছুরি তার অভাব নাই—আমি সেই চরণ-প্রসাদে দেবীর দেবী—ত্রিলোক-জননীর ন্যায় মান্যা গণ্যা হ'য়েছিলেম! দাক্ষায়ণী ব'লে আমার যে মান ছিল, ভবানী আর শিবানী নামে তার চেয়ে লক্ষগুণে ত্রিভুবনে আমায় মেনেছিল মা! হায়, আমি সবে সংসার পেতেছি, কত সাধ ছিল—সব ঘুচে গেল—

প্রসূ। বালাই! বালাই! সব থা'ক্‌বে—আরো বা'ড়্‌বে—

সতী। হা জন্মসখি জয়া বিজয়া! হা বৎসগণ," কোথায় রৈলি? এক-বার দেখাও আর হ'লো না! সখীভাব আবার অপত্যভাব, এমন কি আর এ জগতে কোথাও হয়? বিধি যারে বাম, এত সুখ তার সবে কেন? হা অদৃষ্ট—এমন কৈলাস—এমন সখী—এমন লীলাচল—কোন্ মুখে আর যাব—কৈলাসনাথের এত অপমান ল'য়ে কোন্ মুখে আর কৈলাসে যাব?

প্রসূ। ও মা কিসের অপমান? ওঁর কথা শুনিস্‌নে মা—ওঁর কথায় কিছু মনে করিস্‌নে—

সতী। ও মা মনে ক'র্ব্বোনা ব'লেই তো এসেছিলেম—যজ্ঞের কথা যেই শুন্‌লেম, অমনি পাগলিনী হ'য়ে ছুটে এলেম—অনিমন্ত্রণ, তাও তুচ্ছ ক'রে এলেম! কেন এলেম? যজ্ঞ খেতে আসি নাই মা—অমঙ্গল নিবারণের আশাতেই এসেছি! পিতার যে অমঙ্গল, তা তিনি রাগের ভরে দেখেন নি, তাঁরে তাই বুঝিয়ে দিতেই এসেছি! ভেবেছিলেম, সহস্র রাগ করুন, সেধে কেঁদে যাতে পারি, ক্ষান্ত ক'র্ব্বো—সব দিক্ রা'খ্‌বো—দু একটা অপ-মানের কথা শুন্‌লে তাও স'য়ে থা'ক্‌বো! কিন্তু এ তা নয়—এ নিন্দার স্রোত, ঘৃণার তরঙ্গ, অপমানের সাগর! আমার ক্ষুদ্র প্রাণ সে সিন্ধু পার হ'তে পা'র্ল্লে না—ধিক্কারের উপর ধিক্কার, ঝড়ের উপর ঝড়, মগ্ন হ'লো মা! নিতান্তই কপাল পুড়েছে, বেস বুঝ্‌লেম, নিতান্তই আমার ভোগের শেষ হ'য়েছে! হায়, যে অশুভ ঘুচাতে এলেম, তাই আরো অতি শীঘ্র ঘ'ট্‌লো! শিববাক্য কি অন্যথা হয়? মহাজ্ঞানী তখনই ব'লেছিলেন "তোমার অবোধ পিতা বুঝ্‌বেন না—তাঁর নিদয় হৃদয় কখনই সদয় হবে না—সতি, তুমি যেয়ো না, যেয়ো না, অনলে পতঙ্গ হ'তে যেয়ো না!" হায়, সেই পতঙ্গই হ'লেম—

দক্ষ। কি সর্ব্বনাশ! কি ইন্দ্রজাল! কি চমৎকার ভোজবিদ্যা! কি অদ্ভুত

কুহক! বেটার কি ন ভূত ন ভবিষ্যৎ নূতন প্রকারের ভেল্কী! আশ্চর্য্য!—অতি আশ্চর্য্য! আমার সেই সতীকে এম্নি ক'রে বেটা ভুলিয়েছে! যে সতীর ছেলেবেলার বুদ্ধি দেখে প্রবীণ ঋষিরাও অবাক্ হ'তেন, সে বুদ্ধি শুদ্ধি আর কিছুই নাই। নারদ ভায়া হে, সে বেটা যে ঘোর ঐন্দ্রজালিক, এই এক তার অকাট্য প্রমাণ! সে যখন তোমাকে আমাকে মুগ্ধ ক'র্ত্তে পেরেছিল, তখন দুধের মেয়ে অজ্ঞান শিশুকে আচ্ছন্ন ক'রে রা'খ্‌বে, কত বড় কথা! হায় আমি কি দুর্ভাগা! আমি এমন বেদেকে এমন কন্যারত্ন অর্পণ করেছি! উপদেব-গ্রস্ত রোগী যতক্ষণ অপদেবতার পরাক্রমে অভিভূত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার অনাচারকে আচার, অখাদ্যকে খাদ্য, অকথ্যকে কথ্য ব'লে বোধ থাকে; প্রলাপ বাক্যই তার সদালাপ হয়। যে সকল কার্য্য তার সহজ অবস্থায় সম্ভব নয়, তাও তখন অনুষ্ঠান করে, তার শরীরে অসামান্য বল হয়। আবার মন্ত্রৌষধে যে মুহূর্ত্তে আরোগ্য লাভ করে, অমনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। চৈতন্য হবামাত্রই চতুর্দ্দিকে জনতা দেখে মহা বিস্মিত—মহা লজ্জিত হয়। তার পূর্ব্বাচরিত কদর্য্য ব্যবহারের কথা কিছু মাত্র স্মরণ থাকে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কনিষ্ঠা কন্যার ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত! ভূতের রাজা ভূতুড়ে বেটার ভৌতিক মায়ায় সতী আমার তেম্নি অভিভূতা হ'য়ে এই সব ঘোর প্রলাপ ব'ক্‌ছে; এ রোগের একমাত্র ঔষধ জ্ঞান-চক্ষুদান!

নার। তাই তো, মা নিজে মহামায়া, তবু শিবের মায়ায় মুগ্ধা!

দক্ষ। তা নৈলে, ভাই, যে কন্যা নিতান্তই পিতৃবৎসলা ছিল, পিতার অপমান একবার মাত্র সে ভা'ব্‌লে না! পিতার মুখে পতি-নিন্দা শুনে ঘোর অভিমানে মত্তা হ'য়ে উঠ্‌লো—অলৌকিক অপদৈবিক প্রভাব ভিন্ন এ ভাব কি সম্ভবে? রাজকন্যা হ'য়ে, যেমন তেমন নয়, দক্ষরাজার কন্যা হ'য়ে, ও যে কাঙালিনী হ'লো—ও যে দিন দিন অন্নাভাবে শীর্ণা, চিন্তানলে জীর্ণা, যত্নাভাবে মলিনা, গৃহাভাবে বনবাসিনী হ'য়েছে, তা দেখা দূরে থা'ক্, ও কিনা পর্ব্বত-বাসের পক্ষপাতিনী হ'য়ে যত অমানুষিক পৈশাচ কাণ্ডের প্রশংসা-বাদে প্রবৃত্তা হ'লো! ওর যে এই সব ভগ্নী এসেছে, তাদের অবস্থা আর আপনার অবস্থা—তাদের অঙ্গ আর আপনার অঙ্গ দেখেও ওর জ্ঞান হ'লো না? কন্যাকে পতিভক্তি শেখাতে হয়, তা কি আমি জানিনে? তা ব'লে

অপদেবতা পতিকে কি ব'লে ভক্তি ক'র্ত্তে বলি ? শাস্ত্রের সামান্য নিয়ম কি বিশেষ নিয়ম দ্বারা শাসন করা হয় না ? এক ব্যবস্থা কি সর্ব্বত্রই খাটে ? এর বিশেষ নিয়ম পূর্ব্বে যদি না থাকে, এখন অবধি আমি এই নিয়ম ক'রে দিচ্ছি, যে, ভ্রমক্রমে যদি কেউ কোনো বিশেষরূপ বিজাতীয় অপাত্রে কন্যাদান করে, তবে সে কন্যা সাধারণ দাম্পত্যশাস্ত্রের শাসনাধীনা নহে—সে পতির অবাধ্যা হ'লেও দোষ হবে না।

মঘা। শুন্তে মন্দ, কিন্তু বাবা যা ব'ল্‌ছেন, তাঁর একটী কথাও অন্যায় নয় ; সতী আর আমরা যে এক বাপমার মেয়ে, ওরে দেখ্‌লে তা কে ব'ল্‌তে পারে ? (দক্ষের প্রতি) আবার বাবা ওর গুণের কথা কি ব'ল্‌বো ? আমরা ক ব'নে আপনাদের গা থেকে এক এক খানা গয়না খুলে ওরে পরিয়ে দিতে গেলেম ; ও কিনা ছুঁলে না ! তাতে ওঁর অমর্য্যাদা হ'লো ! ওঁর শিব দেবেন, তবে উনি প'র্ব্বেন ! সে দেওয়া আর সূর্য্যের পশ্চিমে ওঠা এক দিনেই হবে !

দক্ষ। আমি তা বিলক্ষণ টের পেয়েছি মা বিলক্ষণ টের পেয়েছি ! আমি নিশ্চিত জা'ন্তে পেরেছি, সেই ভূতুড়ে বেটার তমঃ বৈ অন্য ধন কিছুই নাই ! ভাল নাই নাই, না হয় একটু নত হ, তাও নয় ! এত মত্ততা ! যার যোগ্যতা নাই, তার আবার তেজঃ কেন ? তেমন লোক তেজঃ ক'র্লে পাগল বৈ আর কি বলে ?

মঘা। শিব তো পাগলই বটে !

দক্ষ। না মা, অন্য পাগল নয়, কেবল অহঙ্কারেই পাগল ! প্রকৃত পক্ষে যদি উন্মাদ হ'তো, এর চেয়ে তাও শুভ ব'লে মা'ন্তেম ! তারে যে কি ব'ল্‌বো, কিছুই ভেবে পাইনে—মানব বলি, কি যক্ষ বলি, কি কি বলি ভেবে স্থির ক'র্ত্তে পা'চ্ছিনে ! মানুষের লক্ষণ তো তাতে কিছুই দেখ্‌তে পাইনে ;—মানব জাতির চারি বর্ণ আর চারি আশ্রম চির-প্রসিদ্ধ। কৈ, তারে তো কোনো বর্ণে—কোনো আশ্রমেই মিলিয়ে পাইনে ! যদি ব্রাহ্মণ হবে, তবে চণ্ডাল কিরাত পর্য্যন্ত নীচজাতির দান সেবা গ্রহণ ক'র্ব্বে কেন ? ক্ষত্রিয় হ'লে তপস্বীর ভেকেই বা বেড়াবে কেন ? বৈশ্য হ'লে ব্যবসায় বাণিজ্য না পারুক, চাষ কর্ম্মটাও তো ক'র্ত্তো—তাতেও তো এক মুটো খাবার সংস্থান থাক্তো ! আর যদি শূদ্র হবে, তবে দ্বিজসেবা কি গ্রহণ ক'র্ত্তে পারে ? তা হ'লে পৈতার

মতন একটা সাপই বা গলায় জড়িয়ে বেড়াবে কেন? তবেই হ'লো, চারি বর্ণের কিছুতেই পাইনে! আবার দেখ, চতুরাশ্রমের মধ্যে একটীতেও সে নয়;—গৃহস্থ হ'লে শ্মশানে মশানে বেড়াতো না! বানপ্রস্থ হ'লে কৈলাসে একটা গৃহ পত্তনই বা রা'খ্‌বে কেন? সন্ন্যাসী হ'লে আমার এ সর্ব্বনাশ কি ঘ'ট্‌তো—তা হ'লে আমার এমন লক্ষ্মীকে সে লক্ষ্মীছাড়া কি বিবাহ করে? তারে ব্রহ্মচারীও বলা যায় না; এত অনাচার এত কুসঙ্গ ল'য়ে কোন্ ব্রহ্মচারী ফিরে থাকে? যদি বল দেবতা—অনেকের সে ভ্রমও আছে—কিন্তু তাই যদি হবে, সমুদ্র-মন্থন-কালে সে কোথায় ছিল? যখন সুধা বণ্টন হয়, তখন তেত্রিশ কোটীর মধ্যে যার একটু দেবত্ব গন্ধ ছিল, সেও সেই সুধার ভাগ পেয়েছিল! তবে তার ভাগ্যে সরল সুধার পরিবর্ত্তে গরল পানের ব্যবস্থাই বা হ'লো কেন? হায় হায়, সেই বিষ খেয়ে তখন যদি ম'রে যায়, তবে আর কোনো বালাই থাকে না! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সুধা পেলে না, বিষ খেলে, তবু বেটার মরণ নাই! সে যে বিধাতার কি এক অদ্ভুত সৃষ্টি, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে! ফল কথা, সে দেবতাও নয়, দানবও নয়, মানবও নয়, কিছুই নয়! তার বর্ণ নাই, জাতি নাই, কুলশীল নাই, আশ্রম নাই; পিতা মাতা ভাই ভগ্নী জ্ঞাতি বন্ধু কেউ নাই! তার আচার বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, খাদ্যাখাদ্য, ভাল মন্দ, কিছুই নাই! যার আর কিছুই না থাকে, লজ্জা, ঘৃণা, মান, অপমান বোধটাও থাকে; এ বেটার তাও নাই—তা থা'ক্‌লে কি এমন অনিমন্ত্রণে এত অপমানের পরেও আপনার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সহধর্ম্মিণীকে আ'জ্ এ বেশে এখানে পাঠা'তে পারে? এরূপ আসার চেয়ে সতী যদি বিধবা হ'য়ে আ'জ্ আমার বাড়ী আ'স্‌তো, আমি সে ঘটনাকেও অতি শুভ ঘটনা ভেবে সুখী হ'তেম! তা হ'লে আমার পূর্ব্বস্নেহ শতগুণে বেশী হ'তো—তা হ'লে পিতৃস্নেহে সমাদরে পালিতা হ'য়ে সতীও সুখে থা'ক্‌তো! পিতা হ'য়ে এমন অস্বাভাবিক অশুভ কামনা করা যে কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ, তা অন্তর্যামী গুরুদেবই জানেন!

প্রসূ। (উচ্চৈঃস্বরে) ও মহারাজ, কি ক'র্ল্লে? হা নিদারুণ! হা নিষ্ঠুর! হা নির্দ্দয় পাষাণ! কি ক'র্ল্লে? সর্ব্বনাশ ক'র্ল্লে! সন্তান-হত্যা—কন্যা-হত্যা ক'র্ল্লে! এ কি, মার মুখ পানে দেখ দেখি—মার চ'ক্ যে জবাফুল!

ওমা, কি হবে, চক্ষে যে পলক পড়ে না! (সতীকে ক্রোড়ে ধারণ) ওমা কেন এমন হ'লি? ও মা একবার কথা ক মা—ও মা তোর এমন ভাব যে কখনো দেখিনি মা! ওমা চ'কে তোর জল নেই—তাতে যে আরো ভয় হয়—দুঃখ হ'য়ে থাকে, কাঁদ্‌না মা! ওমা তোর অগ্নিময় নিমেষহীন চ'ক্' দেখে তোর মা যে হুতাশে পুড়ে মরে! হায় একি হ'লো? ও গো তোমরা ধর না গো; সতীকে কোলে ক'রে আছি, কি একখান পাষাণময়ী মূর্ত্তি ধ'রে আছি, তা যে বুঝ্‌তে পারিনে!—ও অশ্বিনি, দেখ্‌না—ও মঘা, জল আন্‌না—ও সনকা, এক খান পাখা দে না—হায় একি সর্ব্বনাশ!—মা যে নিস্পন্দ—একবারে স্থির—চ'কের তারা দুটীও নড়ে না—হাত পাও খেলে না—সব যে অবশ হ'লো গো—

(সকলের দ্বারা শুশ্রূষা)

ওমা দুখিনীর ধন!—অন্ধের নয়ন!—ওমা প্রসূতীর জীবন! চেয়ে দেখ্ মা—কথা ক মা! (মুখে জল দান) তোর বিধুমুখ যে আর মলিন দেখ্‌তে পারিনে মা!

নন্দী। (ত্রিশূল তুলিয়া দক্ষকে লক্ষ্য করিয়া) হর হর হর হর শঙ্কর!

দক্ষ। (অত্যুচ্চ রবে) কে আছিস্ আয় তো!

নার। (উদ্যত ত্রিশূল ও দক্ষের মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক) নন্দি! সংহর! মা এখনো জীবিতা আছেন!

[চারিজন প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রসূ। (চীৎকার স্বরে) ও সতি, সর্ব্বনাশ হ'লো! তোর মা আ'জ্ বিধবা হয়—চেয়ে দেখ্ মা, নন্দী তোর পিতৃহত্যা করে! ওমা দেখ্, ত্রিশূল তুলেছে—

সতী। (দৃষ্টি করিয়া হস্ত দ্বারা নন্দীকে নিষেধ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে) বৎস—ক্ষান্ত—উনি—যাই—বলুন—যাই—করুন—আমার—জন্ম-দাতা! না বাছা, আমার সাক্ষাতে—আমি জীবিতা—থা'ক্তে কিছু ব'লো না!—আমার মৃত্যু—অপেক্ষা—কর! আমি এজন্ম আর রা'খ্‌বো না!—জনক ব'লেই তোমায় নিবারণ ক'র্ল্লেম, নৈলে চতুর্দ্দশ ভুবনে কার সাধ্য,

আমার শঙ্করের অপমান ক'রে পার পায়? জন্মদাতা, মহাগুরু, অবধ্য; ওঁরে তো কিছু ব'ল্‌তে পা'র্ব্বো না; কিন্তু এমন জনকের জনিত যে জন্ম—এমন মোহান্ধ পিতার দত্ত যে দেহ, তা আর রা'খ্‌বো না! এখনি আমার যোগীশ্বরের দীক্ষিত মহা যোগবলে এ জীবনকে জীবিতেশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ ক'র্ব্বো—যাঁর নিকট এ দেহ পেয়েছিলেম, তাঁর কাছেই এ পাপ-দেহখানি রেখে যাব! নন্দীরে, সেই পর্য্যন্ত শান্তি দিতে নিরস্ত থেকো! সে ঘটনার পর আপনিও কিছু ক'রো না—কৈলাসে যেয়ো, কৈলাসনাথকে সংবাদ দিও; তিনি জগতের হিতের জন্য—দর্পকারীর দর্প হরণ জন্য যা ভাল হয় বিহিত ক'র্ব্বেন! নন্দীরে, তোদের অভাগিনী মা আ'জ্ বিদায় হ'লো—শিব-দ্বেষীর কন্যা কি তোদের মা হ'তে পারে? পিতা যার কৈলাসনাথের মর্ম্ম জানে না, তার কি কখনো কৈলাসেশ্বরী হওয়া শোভা পায়? দুই মহাগুরুতে বিসম্বাদ, হায় আমি কোথায় দাঁড়াই? তাঁরা পরস্পরকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পারেন, আমি কারে ত্যাগ করি? যে পিতা এত অগৌরব, এত অনাদর, এত লাঞ্ছনা ক'ল্লে'ন, তিনিও আমার অত্যাজ্য! এমনস্থলে আমি কারে ত্যাগ ক'র্ব্বো? আমার উচিত হয়, আপনার পাপশরীরকেই ত্যাগ করা! লোকে মৃত্যু-শঙ্কায় কাতর হয়; আমার তা কিছুই নাই। কিন্তু সকলকে মায়া যেমন অভিভূত করে, আমাকেও তা ক'চ্ছে। আমি কর্ত্তব্যকে প্রাণের চেয়ে বড় ব'লে জানি, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই প্রাণবায়ু দেহ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হ'য়েছে, কেবল মোহকারিণী মায়ার জন্যই প্রাণ কেমন ক'চ্ছে—কাল বিলম্বও হ'চ্ছে! আমার মা যে সতী বিহনে শোকানলে দগ্ধ হবেন—আমার প্রাণেশ্বর যে অভাগিনীর বিরহে কাতর হবেন—আমার চন্দ্রচূড় যে দশদিক্ আঁধার দেখ্‌বেন, কেবল সেই দুটী চিন্তাই আমার আসন্ন মৃত্যু-যাতনার চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে! কিন্তু কি করি? পিতার ঘৃণাবিষে সর্ব্বাঙ্গ জেরে ফেলেছে! পতিনিন্দার বজ্রাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে গেছে! (দক্ষরাজার প্রতি করযোড়ে) দাম্ভিক মহারাজ! বিদায় দাও! তোমায় পিতা ব'ল্‌তে আর আমার রসনা চায় না! তোমার সহিত সম্পর্ক রা'খ্‌তে আর বাসনা হয় না! এই তোমার সকল দুঃখ নিবারণ করি—বিধবা সধবা আমাকে কোনো অবস্থাতেই আর তোমার দেখ্‌তে

হবে না—আর আমায় কন্যা ব'লে ডা'কৃতে হবে না! যে কন্যার জন্য তোমার মান গেল, সুখ গেল, সকল গেল, এত জ্বালা ছিল, সেই অলক্ষণা কন্যার জন্য আর তোমার জ্বালা ভুগ্‌তে হবে না—সেই অভদ্রা কন্যা আপনা হ'তেই অন্তর হ'চ্ছে—জন্মের মত বিদায় নিয়ে যা'চ্ছে। কেবল এই ভিক্ষা দিও, বালিকা তনয়া ভেবে তার দোষ অপরাধ নিও না। আর পারো যদি, আপনার মঙ্গলের জন্য এখনো সেই শিবময় সদাশিবের মান রেখো! নৈলে যে মুখে শিবনিন্দা ক'রেছ, সে মুখ আর এ মুখ থা'কবে না—নিশ্চয়ই পশু-মুখ হবে! (যোগাসনে ঊর্দ্ধ নেত্রে ক্ষণ মৌনের পর) হা জীবিতনাথ! হা কৈলাসনাথ! হা ত্রৈলোক্যনাথ! হা সতীনাথ! তুমি কোথায়? এ সময় শ্রীপাদপদ্ম একবার দেখ্‌তে পেলেম না! হৃদ্‌পদ্মে উদয় হও—এ সময় হৃদয় যেন শূন্য হয় না—এখন একবার সহায় হও—যে মূর্ত্তিতে ত্রিলোক সংহার কর, সেই মূর্ত্তিতে এখন একবার উদয় হও—সংহার মূর্ত্তির নামে জগৎ কম্পিত হয়, দাসী তার আবাহন করে—দর্শন দাও, দর্শন দাও—যে মূর্ত্তিতে জীবের পাপ তাপ হরণ কর, সেই মূর্ত্তিতে দর্শন দাও—অধিনী ঘোর পাপে পাপিনী হ'য়েছে! প্রভু হে, পতি-বাক্য লঙ্ঘন ক'রে অসতীর কাজ ক'রেছি—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি; পতি-নিন্দা কর্ণে স্থান দিয়েছি—সে পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করি; শিবনিন্দায় প্রমত্ত যে পিতা, তাঁর দত্ত দেহ রাখা উচিত নয়, আর তাঁরে পিতা না ব'ল্‌তে হয়, তারও উপায় করি—তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, তাও রক্ষা করি—বিফল হ'লে যে কৈলাসে আর যাব না ব'লে এসেছি, তা কি কভু ভুল্‌বো? প্রাণ পরিত্যাগের এত প্রয়োজন! সেই প্রয়োজন সাধনের সময় উপস্থিত! এ সময় নাথ, নিদয় হ'য়ো না—এ সময় হৃদয় শূন্য ক'রো না—এসময় বিশ্বম্ভর রূপ না দেখ্‌তে পেয়ে মনস্তাপের উপর আরো মনস্তাপ ভোগ ক'রে প্রাণপক্ষী যেন পদ পাদপে উড়ে যায় না—সদা-মোক্ষ-দাতা কাশীশ্বরের প্রেয়সী হ'য়ে যেন অপমৃত্যু ঘটে না! হা শিবশম্ভো! হা নাথ! হা মৃত্যুঞ্জয়! হৃদাসনে ভর কর! (উত্থান) মৃত্যুরাজ! উদয় হও—মৃত্যুঞ্জয়ের জায়া তোমায় ডা'কৃছে, সে নামে ভয় থাকে তো আমার আত্মার উপর অধিকার না ক'রে কেবল দেহ হ'তে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন

ক'রে দাও! (সকম্পিতা) বৎস পবন! বিজয়াকে দে ব'লে পাঠিয়েছিলে, পথে আ'স্‌তে সহায় হবে, তায় আমার প্রয়োজন ছিল না; এখন আমার প্রয়োজন, এখন সহায় হও, এখন বায়ু রোধ কর, এখন আশু অন্তর্ধান কর, হৃদাকাশ হ'তে নির্গত হও, প্রাণবায়ুকে দেহাধার হ'তে অবকাশ দাও, তাকে সঙ্গে ল'য়ে মহাকাশে প্রবিষ্ট হও, আত্মাকে বহন কর—

প্রসূ। (চীৎকার পূর্ব্বক) ওরে অশ্বিনি! সর্ব্বনাশ হ'লো, দেখ্‌ছিস্ কি? সর্ব্বনাশ হ'লো—ধর্ ধর্ শীঘ্র ধর্।

সতী। হা নাথ! হা দয়িত! হা শিব! হা—

[পতন ও মৃত্যু।

(পটক্ষেপণ)

সমাপ্তঃ।

হরপার্ব্বতী-মিলন।

(সতীনাটকের অতিরিক্ত এক অঙ্ক)

কৈলাস পর্ব্বত।

(হরপার্ব্বতী আসীন—নন্দী দূরে দণ্ডায়মান)

[প্রস্থদেশে নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ]

নার। কি ব'ল্‌ছিলে শান্তিরাম—কৈলাসে যেতে তোমার ইচ্ছা নাই? সে কি হে? যে কৈলাস-বাসের জন্য দিন কত আমার সঙ্গ পর্য্যন্ত ছেড়েছিলে, সেই কৈলাসে তোমার অরুচি?

শান্তি। সাধে কি কৈলাসে অরুচি আমার্;
মা বিনে কৈলাসে কি আছে আর্?
বাপের্ সঙ্গে ঝক্‌ড়া ক'রে মা ছেড়েছেন্ প্রাণ্,
সেই দিন্ থেকে শান্তি আর্ কৈলাসে না যান্!

নার। হরিবোল হরি! তবেই তো তুমি সকল সংবাদ রাখ—মা যে আবার কৈলাসে এসেছেন, তা কি শান্তিরাম জান না?

শান্তি। (নারদের সম্মুখে গিয়া করযোড়ে)
গুরুর্ বচন্, জানে মোর্ মন্, বেদের্ চেয়ে সাঁচা;
তবে কেন ব'ল্‌ছো এমন্ ভার্ হ'লো যে আঁচা?

নার। না শান্তিরাম, আমি মিছে ব'ল্‌ছিনে—সত্যই মা আবার এসেছেন!

শান্তি। (নারদের মুখপানে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি ও স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক)
এই কাণে শুনেছি তাঁর্ বাপ্‌কে গেলেন্ ব'লে—
"তোমার্ জন্ম-দেওয়া দেহ রা'খ্‌বো না আর্ ম'লে!"
(স্বীয় চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)
এই চ'কে দেখেছি মাকে শরীর্ ছেড়ে যেতে—
এই নয়ন্ ক'রেছে কত রোদন্ দিনে রেতে—
এই চরণ্ তখনি ছুটে গেছে বনে বনে—
লোকালয়্ আর্ যাবোনাকো ভা'ব্‌তেম্ মনে মনে—

গাছের্ ফল্, আর্ ঝর্ণার্ জল্, বুনো সিদ্ধির্ জটা—
গুহায়্ শুয়ে, বাকল্ প'রে, ঘুচেছিল ল্যাঠা!
গুরুর্ আজ্ঞা অবজ্ঞা কি ক'র্ত্তে পারি কভু?
আপ্‌নি গিয়ে আ'ন্‌লেন্ তাই সঙ্গে এলেম্ প্রভু!
মায়ের্ শোকে পাগল্ একে হু হু করে মন্,
কেন আর্ ভুলুনে কথায়্ করেন্ জ্বালাতন্?

নার। না, শান্তিরাম্, ভুলানো না—মা গেলে কি আবার মা হয় না?

শান্তি। ও ঠাকুর্ বুঝিছি ভাবে—
মা নয়্ বিমাতা তবে!
শিব্ ক'রেছেন্ আবার্ বিয়ে—
তাই কি আবার্ দেখ্‌বো গিয়ে?
অমন্ মায়ের্ হ'য়ে ছাঁ,
আবার্ কারে ব'ল্‌বো মা?
ছিছি ঠাকুর্ আর্ ব'লো না—
সে কৈলাসে আর্ যাব না! (প্রস্থানোদ্যত)

নার। হাঁ, হাঁ, যেয়োনা যেয়োনা, শোনো আগে—সেই মাই আবার এসেছেন—মা একবার দেহ ত্যাগ ক'রেছেন ব'লে কি আবার দেহ ধারণ ক'র্ত্তে পারেন না? শান্তিরাম! তুমি এত বুঝ, এইটে বুঝ্‌তে পার্ল্লে না? বাবা পঞ্চানন কি আর কারোকে বিবাহ করেন? মা দক্ষালয়ে দেহ ত্যাগ ক'রে পুণ্যবান্ হিমালয়ের ঘরে জ'ন্মেছেন—আবার আমিই ঘট্‌কালি ক'রে বাবার সঙ্গে মার বে দিইছি—আবার সেই মা সেই জয়া বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে সেই কৈলাস-পুরে তেম্নি আলো ক'রে ব'সেছেন!

শান্তি। তবে ঠাকুর্ বিয়ের্ বেলা,
দাস্‌কে কেন ক'র্ল্লে হেলা?

নার। সেটী আমার অপরাধ হ'য়েছে বটে; কিন্তু অত গোলমালে তোমায় না নিয়ে গে, ভা'ব্‌লেম, মা যখন আবার কৈলাসেশ্বরী হ'য়ে ব'স্‌বেন, সেই সময় একবারে তোমায় সঙ্গে ক'রে আ'ন্‌বো—তাই এই আ'ন্‌লেম।

শান্তি। জেগে না ঘুমিয়ে আমি, সত্যি না স্বপন্?
সত্যি কি আর্ দেখ্‌তে পাব, সে রাঙা চরণ্?

নার। হাঁ শান্তিরাম, সত্যই আবার সেই মার সেই রাঙ্গা চরণই দেখ্‌তে পাবে!

শান্তি। (নৃত্যপূর্ব্বক)
দেখ্‌বি আবার্ সত্যি তবে, দেখ্‌বিরে নয়ন্—
দেখে যুড়াবি জীবন্!
মরণ্-হরণ্ অভয়্ চরণ্ পাবি দরশন্—
আবার্ পাবি হারাধন্!
গুরু ব'ল্‌ছেন্, মিছে নয়্ শোন্‌রে ভোলা মন্—
আর্ হ'স্‌নে উচাটন্—
বড় তাপে তেতেছিলি, যুড়াবি এখন্!
(তাল ঠুকিয়া) আর্ ক'র্ব্বে কি শমন্!

নার। ক্ষান্ত হও শান্তিরাম;—আগে মার পাদপদ্ম দর্শনই হ'ক্, তার পর আমোদ ক'রো!

শান্তি। মা আবার্ জ'ন্মেছেন্ যখন্ ভয়্ কি তখন্ আর্?
গুরু-বলে, সে পা থেকে ছাড়ায়্ সাধ্য কার্?
ভাল ঠাকুর্, আগের্ মূর্ত্তি মায়ের্ কি আর্ আছে?
এ জন্মে মার্ ভিন্ন আকার্ হ'য়ে থাকে পাছে?
তখন্ ছিলেন্ বামনের্ মেয়ে—দক্ষরাজার্ ঝি;
পাহাড়ে মেয়ে হ'য়ে শ্রীছাঁদ্ তেম্নি আছে কি?

নার। (সহাস্যে) গেলেই দেখ্‌তে পাবে—এস, সেই রূপে সেই পথ দে গিয়ে দর্শন করা যা'ক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

সতী। (শিবের প্রতি) নারদ আর শান্তিরাম আ'স্‌ছে—আমি দূরে তাদের দেখিছি—আহা! শান্তিরামকে দেখে পূর্ব্বকথা সকলি স্মরণ হ'চ্ছে, অকপট ভক্ত শান্তিরাম যে কত দুঃখ পেয়েছে, তা আমি মনে মনে বেস বুঝ্‌তে পা'চ্ছি'।

শিব। প্রিয়তমে, তোমার কোন্ ভক্তই বা না পেয়েছিল? একা শান্তিরাম কেন? শান্তিরাম তো অমর নয়—সে বরং ভা'বতো, ম'লেই যন্ত্রণা যাবে! কিন্তু তোমার অমর ভক্তের পক্ষে সে প্রবোধও ছিল না!

সতী। (সহাস্যে) কেন, যোগ! শান্তিরাম বাহ্যজ্ঞানরোধের যোগ জা'ন্তো না, কাজেই তার ভুলে থাকবার উপায় ছিল না! যিনি যোগী, তাঁর পক্ষে শোক উড়িয়ে দেওয়া তো অতি সহজ—তাও তো স্বচক্ষে দেখিছি—বহু কাল যাঁর তপস্যার কাছে তিন সখীতে সেবা ক'রে ম'লেম, তিনি এত ভোলা, এক নিমিষের তরেও চ'ক্ মেলে চেয়ে দেখলেন না! ভাগ্যিস্ দেবতাদের প্রয়োজনে মদনকে পাঠিয়েছিল, তাই দুঃখিনীর দুঃখ নিবারণের পন্থা হ'লো!

শিব। আমি চক্ষু মেলে দেখ্‌বো কি, হৃদয়-মন্দিরে তুমি অহর্নিশি বিরাজ ক'রে আমায় এত ব্যস্ত রেখেছিলে, যে, চক্ষু খুলে বাহ্য জগৎ দেখ্‌বার সাবকাশ মাত্র ছিল না! তুমি যখন বুড়োর দশা না ভেবে নিদারুণ হ'য়ে দক্ষপুরে দেহ রেখে চ'লে গেলে, তখন সেই দেহই আমার এক মাত্র অবলম্বন হ'য়েছিল—তাই মস্তকে ক'রেই পাগল হ'য়ে অবিশ্রান্ত ঘুরিছি! যখন আমার অজ্ঞাতসারে চক্রপাণি চক্র দে খণ্ড খণ্ড ক'রে একান্ন স্থানে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিক্ষেপ ক'ল্লে'ন, তখন মস্তক শূন্য দেখে আর কি করি, মহা যোগে ব'সে হৃদয়ে ঐ রূপ ধারণ ক'রেই কাল কাটা'তে লা'গ্‌লেম! তবু সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গও ছাড়িনি—সেই একান্ন মহা পীঠে একান্নটী ভৈরব হ'য়ে তোমারি একান্ন অঙ্গের সেবায় চিরকালের নিমিত্ত নিযুক্ত আছি!

[নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ ও প্রণাম]

নার। কেমন শান্তিরাম! মার কি ভিন্ন মূর্ত্তি দেখ্‌ছো?

শান্তি। তাই তো ঠাকুর, কি আশ্চয্যি, একি বিষম্ মায়া,
এক্ জন্ম মার্ ঘুরে গেছে, তবু তো সেই কায়া!
সেই বেদীতে, সেই মূর্ত্তিতে, ব'সে আছেন্ সেই—
এ দেখে, কার্ সাধ্য বলে, সে জন্ম মার্ নেই?

(আত্ম বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক)

ছি ছি শা'ন্তে, পেরে চিন্তে, তবু ভ্রান্তে ভোর্!
তবে কি এই দেহ থা'ক্তে যাবেনা তোর্ ঘোর্!
বুঝ্‌লেম্ বুঝ্‌লেম্ সাধুসঙ্গ যতটাই যার্ হ'ক্;
পাপশরীরে ধাঁধাঁ ছা'ড়্‌তে চায় না পোড়া চ'ক্।
জগৎকাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড, যার্ মায়াতে চলে,
তার্ মূর্ত্তি কি বদল্ হয়্ বাপ্ মার্ বদলে?
নৈলে কি তায়্ "নিত্য" ব'লে গুরুর্ বীণা গায়্?
হাবা মন্ তা জেনেও তবু ভ্যাবাতাড়া খায়্!

(স্বীয় কর্ণ মর্দ্দন পূর্ব্বক)

আ'জ্ অবধি শান্তে মড়া কাণ্-মলা এই খা—
আর্ যদি তা ভুলিস্ তবে যমের্ বাড়ী যা!

সতী। শান্তিরাম! অনেক দিনের পর তোমার মুখখানি দেখ্‌লেম বাছা, ভাল আছ তো?

শান্তি। মাউড়ে ছেলে কোন্ কালে মা, কেবা ভাল থাকে?
আমি তবু থা'ক্তেম্ ভাল, মা মা ব'লে ডেকে!
মন্‌টা যখন জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌তো হু হু ক'রে;
জটাসিদ্ধি টেনে একবার্, ডা'ক্‌তেম্ প্রাণ্‌টা ভ'রে!
এম্নি বেশে, অম্নি গিয়ে, নিতিস্ যেন কোলে—
সে ভাব্ কিন্তু থা'ক্তো না মা, নেশা ছুটে গেলে!
রা'ত্‌দিন্ তাই বুনো জটা ম'র্ত্তেম্ খুঁজে খুঁজে;
না পেলে মা কাঁ'দ্‌তেম্ প'ড়ে, থা'ক্তেম্ চক্ষু বুজে!
চ'ক্ বুজে মা আবার্ তোরে ডা'ক্‌তেম্ প্রাণ্‌টা ভ'রে—
অম্নি গিয়ে দেখা দিতিস্ এই বুকের্ ভিতরে—

(বক্ষে করাঘাত ও নৃত্য)

ও মা এই বুকের্ ভিতরে—
ও মা দেখ্‌না মনে ক'রে!

সতী। (সবাস্প নেত্রে) শান্তিরাম, তোমায় কিছু দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে—কি চাও বাছা বল ?

শান্তি। আর্ কিছু না, আর্ কিছু না, আর্ কিছু মা চাইনে—
তেমন্ ক'রে মাউড়ে হ'য়ে আর্ যেন দুখ্ পাইনে!
তেমন্ ক'রে মোদের্ ছেড়ে আর্ কোথাও মা যা'স্নে—
আর্ যেন কাঁদা'স্নে মা, আর্ যেন কাঁদা'স্নে!

সতী। (সহাস্যে) না বাছা, আর ছেড়ে যাব না!

শিব। না সতি, ও কথা হ'লো না—শান্তিরাম ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছে—আমি আর তোমার ও কথা শুন্তে চাইনে—এবার একটা প্রতিভূ চাই!

সতী। কি প্রতিভূ প্রভু ?

শিব। এবার দুই দেহে আর রব না—এস, অর্দ্ধার্দ্ধিভাবে দুজনে এক হই।

সতী। (সহাস্যে) তোমার যদৃচ্ছা!

শান্তি। (নৃত্য পূর্ব্বক)

ঠিক্ ব'লেছেন্, ঠিক্ ব'লেছেন্, ঠিক্ ব'লেছেন্ বাবা—
বাবার্ সঙ্গে গাঁথা থা'ক্‌লে, আর্ কোথা মা যাবা ?
ছেনায়্ চিনি মিশ্ খেয়ে মা, মণ্ডার্ মতন্ হবা!
দুধে আল্‌তা, চুণ্ হলুদের্ রংটী দেখাইবা!
বাবার্ অঙ্গ সঙ্গে যেন গাছের্ লতা হবা!
সাগর্ জলে নদী মিলে, তেম্নি হ'য়ে রবা—
ও মা! তেম্নি মিশে রবা!—
তখন্ আর্ কোথা মা যাবা ?

(গাল বাদ্য, কক্ষ বাদ্য প্রভৃতি অভিনয়)

[কিন্নরের প্রবেশ ও গান]

(আকাশে পুষ্পবৃষ্টি)

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

কৈলাসো ভূধরোপরি, হায়্ আ'জ্ একি হেরি—
বিরাজিত হর গৌরী—কি যুগল মাধুরী!

রজতে কনকো কান্তি মিলিল আ মরি!
আধ অঙ্গে বিভূতি, আধ চুয়া কস্তুরী!

একাঙ্গে ভুজঙ্গগণো, একাঙ্গে মণিকাঞ্চনো;
আধ বাঘাম্বর খানি, আধ ক্ষৌম বসনো;
আধতে জটা জুট, আধ শিরে কবরী! ১।

সার্দ্ধ নয়নে অঞ্জনো, মরি কি আঁখিরঞ্জনো!
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেছে, কিবা সার্দ্ধ লোচনো!
কপালে আধ শশী, অনলো কোলে করি! ২।

সমাপ্তঃ।